ব্রহ্মপ্রেম-সুধাসিন্ধু

আরাধনা-মিশ্রিত প্রার্থনাবলী

'উপনিষদ্', 'গীতা' ও 'ব্রহ্মসূত্র'-সম্পাদক

শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ-প্রণীত

কলিকাতা

২১১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, ব্রাহ্মমিশন প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, প্রণেতার নিকট প্রাপ্তব্য

মূল্য আট আনা।

উৎসর্গ

আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী শান্তিময়ী দত্তার

করকমলে।

শান্তি,

তুমি যখনই সুদূর বর্ম্মা থেকে এখানে আস্‌তে, তখনই এই প্রার্থনাগুলির পাণ্ডুলিপি আগ্রহের সহিত পড়্‌তে আর নিতে চাইতে। আমি পাণ্ডুলিপি হাতছাড়া কত্তে সাহস কত্তাম না, তাই তোমাকে দিতে না পেরে দুঃখ অনুভব কত্তাম। এখন ঈশ্বর-কৃপায়, অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে, প্রার্থনাগুলি মুদ্রিত হওয়াতে বই খানা তোমার নামে উৎসর্গ করে বিশেষ সুখী বোধ করিতেছি। এই বই তোমার যেমন ভাল লেগেছে, যদি আর কারো কারোও তেমনই ভাল লাগে, তবে কৃতার্থ বোধ করব।

কলিকাতা
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।

বাবা

মুখবন্ধ

আমি সময় সময় আরাধনা-মিশ্রিত প্রার্থনা লিখে থাকি। কলম হাতে ক'রে, খাতা সুমুখে নিয়ে, উপাসনার ভাবে বসি। সেই ভাবে যে সকল চিন্তা ও ভাব মনে আসে, সেগুলি লিখি। মনের কথা ছাড়া আর কিছু যাতে লেখা না হয় সেবিষয়ে সাবধান হই। এ'রকম লিখিত উপাসনাকে ঠিক উপাসনা বলা যায় না। কিন্তু দেখেছি উচ্চ মুহূর্ত্তের ভাবপ্রকাশক হোলে এ'সকল লিখিত উপাসনাও অন্য সময়, বিশেষতঃ আধ্যাত্মিক শুষ্কতা বা অবসাদের সময়, পড়্‌লে নিজেরই উপকার হয়। হয়ত অন্যেরও কিছু কাজে লাগ্‌তে পারে, এই ভেবে কতকগুলি মনোনীত প্রার্থনা প্রকাশ করা গেল। এগুলির মধ্যে প্রথম ছাব্বিশটি, ১৯১৮-১৯২০ এই সময়ের লেখা। অবশিষ্টগুলি অপেক্ষাকৃত নতুন। অত দিন এগুলি প্রকাশ না করার কারণ একটা মস্ত সঙ্কোচ। সেই সঙ্কোচটা মহাভারতের একটী প্রসিদ্ধ আখ্যায়িকার ভাষায় বল্‌ছি। বড় জিনিশের সঙ্গে ছোট জিনিশের তুলনা পাঠক কৃপাগুণে ক্ষমা করবেন। যে কৃষ্ণ 'ভগবদ্গীতায়' অত বড় বড় কথা বলেছেন, তিনিই 'অনুগীতায়' সে'সকল কথার পুনরুক্তি কত্তে অসম্মত হোলেন। কারণ বল্‌লেন এই যে প্রথম বারে কথাগুলি যোগস্থ হয়ে বলেছিলেন, দ্বিতীয় বারে সেই যোগের অবস্থা নেই, তাই পুনরুক্তি কত্তে অনিচ্ছা। এরূপ কারণেই আমি বহু দিন এই লেখাগুলি ছাপিনি। কিছু দিন পূর্ব্বে বরিশালের 'ব্রহ্মবাদীতে' কয়েকটী প্রকাশিত হয়েছিল। এখন উল্লিখিত আশায়, সঙ্কোচ

ছেড়ে, ৭৫টী প্রার্থনা পুস্তিকাকারে প্রকাশ কল্লাম। তত্ত্ব ও সাধন বিষয়ে যে সকল কথা আমার নানা পুস্তকে বিচার, বিশ্লেষণ বা বিবৃতির আকারে প্রকাশ করা গেছে, সে-সকল কথাই পাঠক এখানে সাক্ষাৎ উপলব্ধির ভাষায় দেখ্‌তে পাবেন। যাঁরা প্রথমোক্ত আকারে ধর্ম্মের সত্য পড়ে তৃপ্তি পান না, শেষোক্ত আকারে তাঁদের সেই সকল সত্যই পড়্‌তে ভাল লাগ্‌তে পারে। ভাল লাগ্‌লে নিজেকে কৃতার্থ বোধ কর্‌ব।

বইখানা সব রকমেই ছোট, কিন্তু এ'র নাম হয়েছে খুব বড়। যাহোক্, নামের দ্বিতীয় আর তৃতীয় অংশ বিবেচনা কল্‌লে বোধ হয় এই অসঙ্গতি দোষটা তত চোখে লাগ্‌বে না। আমি মহাসিন্ধুর কথা বিশেষভাবে বলিনি। সিন্ধুর প্রথম তরঙ্গের ৭৫টী বিন্দু আমার গায় প'ড়ে আমার হৃদয় মনে কি কি ভাব ও চিন্তার উদয় করেছে তাই কিঞ্চিৎ বলেছি। প্রথম তরঙ্গেরই অন্যান্য বিন্দুর কথা বল্‌বার অবকাশ যে আর হবে, তা তো বোধ হয় না। দ্বিতীয় ও অন্যান্য তরঙ্গের তো কথাই নেই। বইয়ের নামের প্রথমাংশও আমার উদ্ভাবিত নয়, এক খানা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থের নাম থেকে অনুকৃত। শ্রীচৈতন্য তাঁর সমকালীন প্রসিদ্ধ মায়াবাদী সন্ন্যাসী প্রবোধানন্দ স্বামীকে তাঁর প্রেমধর্ম্মে মতান্তরিত বা ভাবান্তরিত করেন। স্বামীজি তৎপূর্ব্বে কয়েকখানা মায়াবাদী গ্রন্থ লিখেছিলেন। প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিত হয়ে লেখেন "রাধাপ্রেম-সুধাসিন্দু"। আমি সেই গ্রন্থ দেখিনি। দেখ্‌লে হয়ত সব স্থলে স্বামীজির সঙ্গে একমত হোতে পাত্তাম না। কিন্তু তাঁর ঐ গ্রন্থের নামটা আমাকে অত আকৃষ্ট করেছে যে "ছোট জিনিশের বড় নাম কেন?" এই নিন্দার আশঙ্কা সত্ত্বেও আমি আমার এই বইয়ের নাম ঠিক কত্তে গিয়ে ঐ নামের অনুকরণ না করে থাকৃতে পাল্লাম

না। এস্থলেও কৃপালু পাঠকের ক্ষমা প্রার্থনা করি। মুদ্রিত প্রার্থনা-গুলিতে যে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার কথা নানা আকারে বলা হয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ বিষয়ে বিনীত ভাবে পাঠকগণের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

এই পুস্তিকার মুদ্রণ-ব্যয় অবসর-প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ ধর্ম্মানুরাগী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয় থেকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁর নিকট যে গভীর কৃতজ্ঞতা অনুভব কচ্ছি তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের
৬১তম জন্মোৎসব।
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ সন।

লেখক

সূচী

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক

বিষয়			পৃষ্ঠাঙ্ক

ব্রহ্মপ্রেম-সুধাসিন্ধু

—·:✻:·—

প্রথম তরঙ্গ

প্রথম বিন্দু—নতুন ধরণে পুরণো কথা

অনেক দিন থেকে ইচ্ছে যে তোমার প্রেমসুধা-সিন্ধুর কথা বলি। তোমার কথা এত দিন যা বলেছি তাতে তৃপ্তি হয়নি। তৃপ্তি হবার কথাও তো ছিল না। সে'সব কথা কেবল এ'সকল কথা বল্‌বার আয়োজন। আয়োজন তো এক রকম হয়েছে, এখন কেবলই মনে হোচ্ছে তোমার প্রেমের কথা বলি। না বলে যদি মরি, তবে আদত কথা,—যার জন্যে অত দিন আয়োজন কল্‌লাম,—তাই অ-বলা রইল। যদি আর কেউ এ'কথাটা বল্‌তো, তবে আমি বল্‌বার লোভ সম্বোর্‌তে পাত্তাম। আমি বল্‌বার জন্যে তত ব্যস্ত নই যত শুন্‌বার জন্যে। আমি যে বল্‌তে চাই তা'ও অনেকটা শুনবার জন্যেই। আমি বল্‌তে গিয়ে তো তোমার কাছে শুনেই বল্‌ব। বল্‌বার সময়টাতে একটু 'আমি'র ভাব থাক্‌বে, বলা হয়ে গেলে আর সে'ভাব থাক্‌বে না। এ'র পর যখন এ'সকল কথা শুন্‌ব, তখন মনে হবে অন্যের

কথাই শুন্‌ছি, আমার কথা নয়। আগে তোমার প্রেমের কথা যা বলা হয়েছে, তা' তো অনেক শুন্‌লাম। শুনে তো তৃপ্তি হোচ্ছে না। নতুন কথা এ'যুগে শুনিয়েছ,—নতুন কথা নতুন ভাবে। এ' নতুন কথা নতুন ভাবে কোনও মানুষ এখনও ভাল করে বলেনি। এক শুনেছিলাম তোমার সে' কেশবের কাছে। সে'কথা এখনও কাণে লেগে আছে। কিন্তু আর শুন্‌লাম না। এ'র পর তুমি একটা নতুন ভাব শিখিয়েছ। সে'ভাবটা কেশব জান্‌তেন কি না জানি না। এক এক সময় মনে হয় জান্‌তেন, আর বেঁচে থাক্‌লে বোধ হয় সে'ভাবেই বল্‌তেন। কিন্তু তাঁকে নিয়ে গেলে, তাঁর মুখে শুনবার আশাটা আর পূর্ণ হোল না। তোমার প্রেমোন্মত্ততার কথাটা কিন্তু যা' শুনেছিলাম, সে'টা ভুলিনি। সে'কথাটাই মনকে এই ক' বছর মাতিয়ে রেখেছে। সে'কথাটা এখন ভাল করে বল, তাই চাই। কেশবের কথা লোকে সে'কেলে বলে অগ্রাহ্য কচ্ছিল। তাঁর ধরণটা আমারও শেষটায় সে'কেলে সে'কেলে বোধ হোচ্ছিল। তাই তুমি এ'কেলে নতুন ধরণের কথা অনেক বের কল্‌লে। এ'সকল কথাকে সে'কেলে বল্‌বার যো নেই। এ'সকল কথা না মান্‌লে তর্ক দিয়ে কাট্‌তে হবে। সে' কাট্‌বার চেষ্টা তো কারো নেই, তাই মনে হয়, তর্কের কথা এখন আর বেশী না বল্‌লেও চলে। আদত কথাটা তো ঠিকই আছে, যেমন

কেশব বলেছিলেন তেমনই আছে। তুমি তোমার সন্তানের জন্যে ব্যস্ত। আমি অনেক সন্দেহ করেও এ'কথাটা কোনও রকমে ছাড়াতে পাল্‌লাম না। আমার তার্কিক মন তোমার শেখান তর্কে পরাস্ত হয়েছে। দেখা দিতেও ছাড়নি। কথা কইতেও ছাড়নি। আমি দেখে শুনে পরাস্ত হয়েছি। তবু দেখ আমি তোমার হাতে একেবারে ধরা দিইনি। তোমার প্রেমে ডুবিনি, মজিনি। অথচ সাধ তোমার প্রেমের কথা বলি। না ডুবালে, না মজালে, কেমন করে বল্‌ব? তাই অত দিন বলিনি। মনে হয়, আগে ডুবি, আগে মজি, তার পর বল্‌ব। আবার মনে হয় যেটুকু দেখেছি, যেটুকু শুনেছি, তার কথা বলি। বল্‌তে বল্‌তে ডুব্‌ব, মজ্‌ব, বল্‌তে গিয়ে শুন্‌ব, শুনে শুনে ডুব্‌ব, মজ্‌ব আর আমার ডোবা মজা দেখে অন্য লোকও ডুব্‌বে, মজ্‌বে। অন্য লোকের ভাবনাটা কিন্তু আমার ভাল লাগ্‌ছে না। অন্যের ভাবনা থাক্। তোমাতে আমাতে কথা চলুক্। তুমি বল, আমি শুনি; আমি বলি, তুমি শোন। আমার বলাটা তোমারই বলা হবে, আমি তোমার কাছ থেকে না শুনে যেন একটীও কথা না বলি। শুনি, শুনি, শুনি, কেবলই শুনি, আমার শোন্‌বার আশটা পূর্ণ হোক্। বল, বল, বল, কেবলই বল, তোমার বাণীসুধা-সাগরে আমি ডুবি, ডুবি, ডুবি, সাঁতার ভুলে ডুবি, গভীর থেকে আরো গভীরে ডুবি, ডুবেই থাকি, ডুব্‌বার আশ

পূর্ণ হোক্। জানি আশ পূর্ণ হবে না, আশ ক্রমশই বাড়্‌বে, কিন্তু আশ যেমন বাড়্‌বে, তেম্‌নি মিট্‌বেও; পিপাসা আর জল দু'ই তোমার হাতে।

দ্বিতীয় বিন্দু—দু'ট 'আমি'

আমি জানি তোমার কাছ থেকে উঠে গেলে আর আমার এই মধুর ভাব থাক্‌বে না। তোমার রাজ্যে মরুভূমি আছে, গরম বাতাস আছে, অন্ধকার আছে, নিরাশা আছে, বিরহ আছে, বিচ্ছেদ আছে। যত জ্ঞানের কথা আমাকে শিখিয়েছ, সবই ব্যর্থ হয়ে যায় ঐ গরম বাতাসে পড়ে, ঐ অন্ধকারে পড়ে। আমি জানি প্রেমে না ডুব্‌লে আমার নিস্তার নেই, নিরাপদ নেই। কেমন করে ডুবি বল। এই তো তোমার প্রেম। প্রেম তো একেবারে দেখ্‌ছি, ধর্ছি, কেমন করে অবিশ্বাস কর্‌ব? যে ভাবে দেখ্‌তে চেয়েছিলাম সে'ভাবেই দেখাচ্ছ। কোনও যুক্তি থাক্‌বে না, তর্ক থাক্‌বে না, একেবারে চোখে দেখ্‌ব, একেবারে প্রাণে অনুভব কর্‌ব। এ'ই চেয়েছিলাম, এ'ই তো দেখালে, ছোঁয়ালে, আস্বাদন করালে। তবে থাক, প্রেমিক হয়ে থাক, প্রেমচোখ্‌ মেলে থাক, প্রেমবাহুতে আলিঙ্গন করে থাক, বুকে চেপে রাখ, আঁক্‌ড়ে ধরে থাক। কত বার এই চোখ্‌ ছাড়িয়ে গিয়েছি, বুক ছেড়ে গিয়েছি, হাত ছেড়ে গিয়েছি, এমন জায়গায় গিয়েছি যেখান থেকে আর তোমার ডাক শোনা যায় না। এই পালানটা বন্ধ না কল্‌লে আর চল্‌ছে না। এই দেখ, তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতেই

যেন পালাবার ইচ্ছে হোচ্ছে। কে পালাতে চায়? আমার ভিতরে দু'ট মানুষ আছে না কি? আমি তো ছেলে বেলা থেকেই তোমাকে চাই। কত ডাক তো তোমার জন্যে অগ্রাহ্য কল্লাম। তবুও তোমাকে পেলাম না কেন? আমার ভিতরে কে আছে যে তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে চায়? আমি বুঝি না, তুমি বুঝে এ'র প্রতিকার কর। আমি আমার ঠিক্ 'আমি'টাকে যদি বুঝে থাকি, তবে আমার বোধ হয় সে তোমাকে দেখ্‌তে চায়, নয়নে নয়নে রাখ্‌তে চায়, তোমায় দেখে প্রেমাশ্রুতে ভাস্‌তে চায়, তোমার কাছে বোসে থাক্‌তে চায়, তোমার সঙ্গে প্রেমে এক হয়ে যেতে চায়। যদি আমার মধ্যে আর একটা কেউ থাকে, যে তোমায় চায় না, সে'টা কে, তা আমায় বলে দেও। আমায় বল্‌লেই বা কি হবে? আমার এমন বিষম শত্রুকে তাড়াবার ক্ষমতা আমার নেই, তা' তুমি জান। তুমি তাকে তাড়াও। আমার ভিতরে যেন আর দু'ট না থাকে। তোমার আমার মাঝে যেন কেউ না থাকে। আমি তোমার গুণ গেয়ে যাই, তোমার সঙ্গে কথা বলে যাই, তোমার দিকে চেয়ে থাকি, তোমার বাণী শুনি, তোমার কাজ করি, তোমা থেকে বেশী দূরে না গিয়ে, যত টুকু নিতান্ত যেতে হয়, কাজে পড়ে যত টুকু ভুল্‌তে হয়, তত টুকু গিয়ে আর ভুলে, বেশী না যেতে যেতেই আবার তোমার কাছে ফিরে আসি। এ'রকম কত্তে কত্তে এক দিন

দেখ্‌ব তোমার আমার মাঝে আর কেউ নেই, সব দূরত্ব চলে গেছে, প্রেমের বাতাস ছাড়া আর কোন বাতাস নেই, প্রেমান্ন ছাড়া আর কোন অন্ন নেই, প্রেমজল ছাড়া আর কোন জল নেই, এই জীবনরাজ্যের জলবায়ু একেবারে বদলে গেছে। তোমার ইচ্ছে তো তাই, তবে আর সন্দেহ করি কেন যে নিশ্চয়ই এক দিন এ'সব হবে?

তৃতীয় বিন্দু 'তুমি' ও 'আমি'

যত দিন আমি মনে কত্তাম তুমিছাড়া আরো ঢের বস্তু আছে, তুমি কেবল হাজার বস্তুর মধ্যে একটা বস্তু, তত দিন আমি তোমাকে ধত্তে পারিনি। মনে কত্তাম এ'সকল বস্তুর পেছনে তুমি আছ। সময় সময় সন্দেহ হোতো সত্তি আছ কি না। আমার ভিতরে কেবল আমিই আছি ভাব্‌তাম, তুমি তুলর্ক্ষ্য ভাবে আছ বিশ্বাস কত্তাম, আবার সন্দেহও কত্তাম। আমার সে' ঘোর দুঃখের দিন তুমি ঘুচিয়ে দিয়েছ। এখন দেখ্‌ছি তুমিছাড়া বস্তু আর নেই, এই অসংখ্য রূপ তোমারই রূপ। ভিতরে চেয়েও দেখি তুমি ভিতর পূর্ণ করে রয়েছ, তোমায় আমায় আর তফাৎ নেই। আমার সবই তোমার, আমার নিজস্ব কিছুই নেই। এখন 'আমি'টাকে ধত্তে গিয়েই দেখি ধত্তে পারিনে, যেখানে হাত দিই সেখানেই দেখি তুমি। কিন্তু 'আমি' না বলেও তো থাক্‌তে পারিনে। তোমায় ডুবে গিয়ে, তোমার সঙ্গে মিশে গিয়েও, 'আমি' বলি। এই 'আমি' বলা যাচ্ছে না, যাবেও না। এই যে 'আমি' বলি, একেবারে তোমার হয়েও 'আমি' বলি, এতেই নাকি তোমার প্রেম.* এ'ই নাকি

* Love implies a distinguishing between two, and yet these two are, as a matter of fact, not distinguished from one

তোমার সৃষ্টি?† কথাটা অত দিন শুনছিলাম, এখন দেখ্‌ছি। এই 'আমি'র রহস্য আমি ভেদ কত্তে পাচ্ছিনে। ভেদ কত্তে চাইও না। এই 'আমি'ই যে তোমার প্রেম, তোমার ব্যস্ততা, তোমার মত্ততা, এ'দেখে আমি কৃতার্থ হোচ্ছি। তোমার ব্যস্ততা তো আর কষ্টকল্পনা নয়, তর্ক-বিচার নয়, একেবারে দেখ্‌ছি, শুনছি, ছুঁইছি, আস্বাদ কচ্ছি। কি অদ্ভুত ব্যস্ততা! কোনও মা তো সন্তানের জন্য অত ব্যস্ত নয়। কোনও প্রণয়ী তো প্রণয়িণীর জন্য অত ব্যস্ত নয়। কোন্ মা অত ভিতরে আস্‌তে পারে? কোন্ প্রণয়ী, কোন্ প্রণয়িণী, অত ভিতরে আস্‌তে পারে? তুমি কেন আমার জন্যে ব্যস্ত তা' কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পারিনে। আমার কি আছে যাতে তোমাকে টানে? কিছু তো নেই জানি, আর যদি কিছু থাকে, তা'ও তো তোমারই দেওয়া, তোমারই জিনিস। তোমার প্রেমের হেতু আমি খুঁজে পেলাম না, তোমার প্রেম অহেতুক। ভালই হোলো। রূপ গুণ দেখিয়ে যারা ভালবাসা পায়, তাদের ভয় থাকে কি জানি রূপগুণ চলে গেলে, কি জানি কি দোষ দেখ্‌লে,

---

another.'—Hegel's *Philosophy of Religion.* (English translation) Vol. iii. p. 10.

† "This act of differentiation is merely a movement, a playing of love with itself, in which it does not get to be otherness or other being in any serious sense, nor actually reach a condition of separation and division." —*Ilid*, p. 35.

ভালবাসা চলে যায়। তোমার ভালবাসা সম্বন্ধে সে ভয় নেই। এ' অহেতুক ভালবাসা কোনও দিন যাবে না, কিছুতেই যাবে না। আমার দাবি দাওয়া কিছুই নেই, তুমি মিছেমিছিই ভালবাসছ, তোমার নিজের গুণে, প্রাণের টানে, ভালবাসছ, না বেসে থাক্‌তে পাচ্ছ না তাই বাস্‌ছ। যদি কোনও দিন আমার রূপ হয়, গুণ হয়, ভালবাসা হয়, তাতেও আমার দাবি দাওয়া কিছুই বাড়বে না, সে'সব তোমারই জিনিস হবে, আমি তো একেবারে নিস্ব, একান্ত গরীব, অকিঞ্চন, আমার কিছু নেই, কোনও দিন কিছু হবেও না। আমার এই শূন্য ভাবটা তুমি বরাবর রেখো। আমি যত টুকু শূন্য হতে পারি তত টুকুই তোমায় দেখি, তোমায় মিষ্টি লাগে। যতই আমি ভর্‌তে থাকি, যতই ভাব্‌তে থাকি আমার কিছু আছে, ততই তোমায় হারাই, ততই তোমার মিষ্টতা চলে যায়। আমি যেন চিরদিন গরীব থেকে তোমাধনে ধনী থাকি।

চতুর্থ বিন্দু—দেখ্‌ব, গিল্‌ব

আমার প্রাণের ক্লেশটা তো তুমি দেখ্‌ছ। ক্লেশটা এই ক'দিন খুব বেশি হোচ্ছে। ক্রমশঃ যেন বাড়্‌ছে। বাইরের দুঃখ তো আসবেই। সে কথা তো তুমি আগেই শুনিয়ে রেখেছ। বেশি দিন সংসারে থাক্‌লে সুখও আছে, দুঃখও আছে। আমি তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম, এখনও আছি। কিন্তু আমার ক্লেশ তো এ'সকল বাইরের ঘটনার জন্যে নয়। তুমি আমাকে সকল দুঃখের যে ওষুধ শিখিয়েছিলে, সে ওষুধ আমি প্রাণে লাগাতে পাচ্ছিনে, এ'ই আমার ক্লেশের কারণ। তোমার ভালবাসা যদি আমি প্রাণ দিয়ে ধর্ত্তে পারি, তবে আমি কোনও দুঃখকে দুঃখ মনে করিনে। তোমার ভালবাসা আমি ধর্ত্তে পাচ্ছিনে কেন? আমার প্রাণের ভিতর যে সে'ভালবাসা। প্রাণের ভিতর বল্‌ছি বটে, কিন্তু আমি স্থির হয়ে সে'ভালবাসা দেখ্‌ছিনে, আস্বাদ কচ্ছিনে। তাতে ডুব্‌ছিনে, মজ্‌ছিনে। আমার মন এখনও খুব চঞ্চল; ক্ষণে ক্ষণেই তোমায় ছেড়ে বাইরে চলে যায়। আমার হৃদয়টা শিশুর হৃদয়ের মত, বালিকা বধূর হৃদয়ের মত। ভালবাসা জানে, কিন্তু তাতে ডুব্‌তে পারে না। আর না ডুব্‌লে চলছে না। আজ আমি ভাল করে তোমার ভালবাসাটা দেখ্‌ব, এমন করে দেখ্‌ব যে চোখে সে'ঝাঁজ

লেগে থাক্‌বে। এমন করে গিল্‌ব যে মাছের গলায় বঁড়্‌শির মত তা' আমার হৃদয়ে লেগে থাক্‌বে, আমি আর তোমাছাড়া হোতে পারব না।

পঞ্চম বিন্দু—শিশুপালন

'আমি দেখ্‌ব', 'আমি গিল্‌ব', বলে তো গেলাম। কৈ? সে'রকম দেখ্‌তে, সে'রকম গিল্‌তে, তো পাল্‌লাম না। এ' সকল কথায় আমার অহংকার রয়েছে, নিজের শক্তির উপর নির্ভর রয়েছে। এ'তে হবে না। আমার দেখা, ডোবা, মজা, এ'সবও তো তোমাদ্বারাই হবে। সবই তোমার কৃপা। এই কৃপার উপর আমাকে নির্ভর কত্তে হবে। তোমার কৃপা যখন হবে তখনই আমি তোমার প্রেমে ডুব্‌ব। কিন্তু আমার বুদ্ধি বলে যে তোমার কৃপা তো রয়েইছে। তোমার তো ইচ্ছে যে আমি এখনই তোমাতে ডুবি। কেবল আমি ইচ্ছে কল্লেই ডুব্‌তে পারি। কিন্তু ইচ্ছে তো কচ্ছিলাম, তবু তো ডুব্‌তে পাল্লাম না। এ'রহস্য আমি ভেদ কত্তে পাচ্ছিনে। আমার তো কিছু নেই, জানি; সবই তোমার, আর তোমার ইচ্ছে আমি তোমাতে এখনই ডুবি। তবে আর ডোবা হোচ্ছে না কেন? তবে কি তোমার ইচ্ছে নেই যে আমি তোমাতে ডুবি? তা'ও তো বিশ্বাস হয় না। একটা পথ আছে যার ভিতর দিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। সে পথটা না ফুরোলে বুঝি পুরো মিলনটা হবে না? আমার আত্মা শিশু। আমি সংসারে বুড়ো। লোকে চায় আমাতে বুড়র প্রেম। আমিও ভাবি 'আমি বুড়

হোলাম তবু শিশুর মত চঞ্চল লঘু প্রেম কেন ?' কিন্তু তুমি জান আমি অতি ক্ষুদ্র শিশু। শিশুকে মানুষ কত্তে হবে। তোমার বিধানে আমার আপত্তি করাতে কি লাভ ? আমার শৈশবটা তুমি আমায় ভাল করে বুঝ্‌তে দাও। আর এ'ও বুঝ্‌তে দাও যে আমি যখন নিজের কথা ভাবিনে তখনও তোমার অবিশ্রান্ত যত্ন চল্‌ছে, তুমি আমাকে অজ্ঞাত-সারে মানুষ কচ্ছ। 'মানুষ কচ্ছ' এই ভাবনাতেই কত সুখ ! কষ্ট যে দিচ্ছ তা'ও তো এই মানুষ করার জন্যেই। কিন্তু আমার মন ক্ষণে ক্ষণে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছে। আমার প্রেমদৃষ্টি স্থির কর, আমার বাহুর আলিঙ্গন দৃঢ় কর।

ষষ্ঠ বিন্দু—কাঁদ্‌লে নিশ্চয়ই দিবে

ক্লেশ গেল না। যাবেও না তুমি তেমন করে দেখা না দিলে। তুমি নিশ্চয়ই কিছু আমা থেকে লুকিয়ে রাখ্‌ছ। যে দর্শন দিলে আমার সকল দুঃখ দূরে যায়, তা' তুমি দিচ্ছ না। আর তুমি না দিলে তা' আমার পাবারও যো নেই। সে' দর্শন দিচ্ছ না, অথচ আমায় ভালবাস্‌ছ, আমার ভাল চাইছ। এই এক বিষম সমস্যা। ভালবাস, ভাল চাও, অথচ সে'দর্শন দিচ্ছ না কেন? দিবার আগে কাঁদাতে চাও, বুঝেছি। সে' দুর্লভ জিনিসটা অত সহজে দিতে চাও না। সহজে পেলে বুঝি আদর হবে না? বেশ, কাঁদ্‌তে রাজি আছি। কিন্তু কাঁদবার শক্তি আমার কোথায়? কাঁদাতে যদি চাও তবে কাঁদবার শক্তি দেও। আমি বুঝ্‌ছিলাম যে আমার কান্না যথেষ্ট হয়নি, চাওয়া যথেষ্ট হয়নি, অথচ বড় বড় কথা বল্‌ছি। আবার বুঝি চাও যে ব্যাকুল প্রার্থনা থেকে আরম্ভ করি। আমি খুব রাজি। আমার জ্ঞানের অহংকার, সাধনের অহংকার, তুমি চূর্ণ করে দাও, আমি সমস্ত তোমার কৃপার ফল বলে দেখি। আমার সাধন যে তোমার কৃপাই, তোমার কৃপাছাড়া কিছু নয়, তা'ও তুমি অনেক দিন বুঝিয়েছ, কিন্তু সে'বোঝা হৃদয়ের সহিত হয়নি। আজ তুমি আমাকে বুঝালে যে যে-দর্শন আমি চাই সে'দর্শন তুমি আমাকে খুব না কাঁদিয়ে দিবে না।

তোমার কৃপা তবে হয়নি, এ'কথা অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে স্বীকার কত্তে হোচ্ছে। তোমার কৃপা হয়নি, তুমি এখনই আমাকে সে'দেখা দিতে রাজি নও। না কাঁদ্‌লে,—খুব কঠোর কান্না না কাঁদ্‌লে—রাজি নও, এ'কথা আমাকে স্বীকার কত্তে হোচ্ছে। কতটা কাঁদ্‌লে দেখা দিবে তা' জানিনে, আমি কাঁদ্‌তে রাজি এই জানি। কান্না আমার কাছে তেমন কষ্টকরও হবে না। সে'ভয়ের দিন, নিরাশার দিন, তো গেছে। দেখা যে দাও, তা'তো দেখিয়েছ। দেখা দিতে যে চাও, তা'ও বুঝিয়েছ। অতটা বুঝিয়েছ যে দেখা দিবার জন্যেই আমাকে সৃষ্টি করেছ। একলা তো থাক্‌তে পাত্তে, থাকনি। দেখবার লোক হবে, তোমাকে দেখতে চাইবে, দেখবার জন্যে ব্যস্ত হবে, ব্যস্ত হলে দেখা দিবে, ক্রমশঃ বেশি দিবে, একটা প্রেমের কাণ্ড কর্‌বে, এ'সব ভেবে, এ'সব বুঝেইতো, সৃষ্টি করেছ। তা' হোলে, যখন আমার দেখবার ইচ্ছে একটুও হয়নি, দেখবার শক্তিও হয়নি, 'আমি' বল্‌লে যা বুঝছি তা' যখন আদতেই হয়নি, তখনই দেখা দিবে বলে ঠিক করে রেখেছ। তা' হোলে আমার ব্যস্ততার চাইতে তোমার ব্যস্ততা ঢের বেশী। অতটা জেনে আমার আর কাঁদ্‌তে আপত্তি কি? আমার এক কান্নাতে যদি সহস্র কান্না বারণ হয়, তবে কান্নাই আমার সম্বল হোক্, সর্ব্বস্ব হোক্।

২০।৪।১৮

সপ্তম বিন্দু—দেওয়া নিশ্চিত হয়ে আছে

বলে গেলাম খুব কাঁদ্‌ব, তেমন কাঁদ্‌তে তো পাল্লাম না! কাঁদ্‌ব যে বল্লাম, তাতেও আমার অহংকার ছিল। কাঁদ্‌বার শক্তিই বা আমার কৈ? তোমায় ছেড়ে থাকা আমার এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে তাতে তো খুব কষ্ট হয় না। শুষ্কতা, অপ্রেম, আমার আত্মার হাওয়া হয়ে গেছে, আমি অধিকাংশ সময়ই এ'ভাবে থাকি। তোমার জন্যে ব্যাকুল হওয়া, তোমার কাছে থাকা, আমার পক্ষে একটা সাময়িক আমোদমাত্র। অথচ প্রাণের মধ্যে কি একটা আকাঙ্ক্ষা দিয়েছ,—সেটাকে আকাঙ্ক্ষা বল্‌ব না আদর্শ বল্‌ব?—যাতে তোমায় ছেড়ে স্থির থাক্‌তে পারিনে। যত ক্ষণ তোমায় ছেড়ে থাকি, তত ক্ষণ বারবারই মনে হয় দুর্গতিতে রয়েছি, এই দুর্গতি চলে যাক্। এটা কি তোমার টান? তুমি যে ইচ্ছা কর আমি তোমায় ডুবি, তারই বুঝি এক আভাস এই যে আমি তোমায় ছেড়ে সুখী নই? এই টানটা যদি খুব বুঝ্‌তাম, তবে আর দুঃখ ছিল কি? বুঝি আর নাই বুঝি, এই টানের জোরে আমি এক দিন তোমার হবই হব। তোমার সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা তো এই যে মানুষ তোমায় চিনে তোমায় ভালবাস্‌বে, তোমার প্রতি ভালবাসা তার নিঃশ্বাসবায়ু

হবে। তবে আমি এই টানের উপরেই নির্ভর করি। টানটা একটু একটু অনুভব কচ্ছি, ক্রমশঃ ভাল করে অনুভব কর্‌ব। তার পর এক দিন এমন ভাবে তোমার ভিতর গিয়ে পড়্‌ব যে আর বের হয়ে আস্‌তে পার্‌ব না। আমার চেষ্টায়, আমার কান্নায়, আমি তোমার হব না; তোমার ইচ্ছায়, তোমার চেষ্টায়ই, আমি তোমার হব। বুকের ভিতর থেকে বের করে যখন এক রকম আলাদা করেছ, সৃষ্টির আগেকার সেই অভেদ আর নেই, ভেদ দাঁড়িয়েছে, তখন এই ভেদের মধ্যে অভেদ আন্‌তে বুঝি কিছু সময় লাগ্‌বে? অদ্ভুত তোমার লীলা,—অভেদ থেকে ভেদ, আবার ভেদ থেকে অভেদ! তোমার লীলার উপরই আমি নির্ভর করি। আমি যতই তোমায় ছেড়ে থাকি, ভুলে থাকি, আমার এ'ছাড়া-ভোলার মধ্যেও তুমি আছ তুমি ছাড়ও না, ভুলও না, আর আমার ছাড়া-ভোলাকে অসম্ভব করে দেবার জন্যেই তুমি চেষ্টা কচ্ছ। আমি তোমার কৃপার উপর নির্ভর করি, আমাকে নির্ভর দাও।

২৯।৪।১৮

অষ্টম বিন্দু—হারাণো 'আমি'র আস্বাদন

তুমি অত কাছে এসে দেখা দিয়েছ যে তা' আমার ভাল লাগে না। আমার যে সর্ব্বস্ব গ্রাস করেছ, তা' আমার ভাল লাগে না। আমার ইচ্ছে তুমি বেশ একটু দূরে থাক, একেবারে আমার ভিতরে এসে আমার সমস্ত অধিকার না কর। কিন্তু তোমার ইচ্ছে অন্য রকম দেখ্‌ছি। দেখা দিবার মানে যে এ'রকম, তা' আমি জান্‌তাম না। আমার কিছুই থাকবে না, সবই তোমার হয়ে যাবে, যে চোখ্‌টি দিয়ে তোমায় দেখ্‌ব তা' পর্য্যন্ত তোমার হয়ে যাবে, যে গলাটি দিয়ে তোমায় ডাক্‌ব, তা' পর্য্যন্ত তোমার হয়ে যাবে, আমি এমনটি ভাবিনি। যাহোক্, আমার ইচ্ছামত তো আর তুমি দেখা দিবে না, তোমার ইচ্ছামতই দিবে। আমি যে আমার নিজেকে বজায় রেখে তোমায় দেখ্‌তে চাই, এ' আমার অহংকার, আমার পাপ। তুমি তো আগেই বলেছ আমি যত টুকু নিজেকে হারাব তত টুকুই তোমায় পাব; যখন একেবারে হারাব তখন চিরদিনের জন্যে তোমায় পাব। তাই হোক্, আমি একেবারে হারিয়ে যাই, হারিয়ে গিয়ে তোমাকে পাই। আমি একেবারে যাব, আমার নিজের কিছু থাক্‌বে না, অথচ তুমি আমার হবে, এটা যে আমার

বুদ্ধি ঠিক বুঝ্‌তে পারে তা নয়; কিন্তু বুদ্ধি না বুঝ্‌লেও কথাটা দেখ্‌ছি ঠিক্‌। এই তো দেখ্‌ছি, আগাগোড়া তুমি, আমার চোখের জলটা পর্য্যন্ত, অথচ তুমি আমার, আমি তোমার। এই হারাণ 'আমি'র আস্বাদনটা তুমি আমাকে এমন করে দাও যেন আমার আর আলাদা থাক্‌তে ইচ্ছে না হয়,—তোমাকে খানিকটে দূরে নিয়ে আলাদা করে দেখবার ইচ্ছে আর না থাকে। তোমাতে আমাতে এ'রকম মেশামেশিটা আমি মানুষকে বুঝাতে পারিনে, এ'র জন্যেও বুঝি আমার ইচ্ছে হয় তুমি খানিকটা দূরেই থাক। আমার বুঝিয়ে দরকার নেই। বুঝিয়ে কি লাভ যদি তোমায় লোকে ধত্তে না পারে? আমার হাজার বুঝানতেও দেখি লোকে মনে করে তুমি তফাতে; অত কাছে যে আছ তা' লোকে কিছুতে বুঝে না। বুঝান এখন থাক্‌। তুমি যখন এসে আমাকে একেবারে অধিকার করে ফেল্‌বে, তোমার চোখের জ্যোতি আমার চোখ্‌ দিয়ে বেরোবে, তখন লোকে সহজেই বুঝ্‌বে যে যে-সকল কথা বলেছি সে'সব ঠিক।

নবম বিন্দু—জঙ্গলকাটার কাজ

মেশামেশি পছন্দ কচ্ছিলাম না বলে বুঝি ক'দিন খুব দূরেই রাখ্‌ছিলে? দূরে থাকার সুখটা কি তাই বুঝি দেখাতে চাও? সকাল বেলা একটু দেখা দিয়ে অত দূরে সরে যাও যে সারাদিন আর দেখা পাইনে। দেখা দিতে যে আস না তা' বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আমার মন তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যস্ত নয়। তোমার বিষয় পড়্‌ছি, তোমার প্রসঙ্গ কচ্ছি, তোমার কাজ কচ্ছি, এতেই মনে হয় তোমার সাধন কচ্ছি। কিন্তু আমার মনের ভিতরে একটা কিছু আছে যা বলে 'এ' ঠিক হোচ্ছে না'। এটা আমি না তুমি? এটা অত ভিতরকার, যে এটা আমার বল্‌তে পারিনে। এটা বুঝি তোমার টান, তোমার ডাক, আমাকে পাবার জন্যে তোমার ইচ্ছে? এই ইচ্ছেটা আরো বেশি করে প্রকাশ হয় না কেন? প্রকাশ হোলেই আমার এই উড়ু উড়ু ভাবটা যায়, আমি একেবারে তোমার হয়ে যাই। কতকগুলি জিনিস আমাকে তোমা থেকে দূরে রাখ্‌ছে। সেগুলি তোমার সম্বন্ধীয় জিনিসই, অথচ তারা আমার প্রেম ফুট্‌তে দিচ্ছে না। তোমার বিষয় বই পড়তে গিয়ে পড়াতে আসক্ত হয়ে যাই। তোমার কাছে যেতে, তোমার সঙ্গে কথা কইতে, আগ্রহ

থাকে না। তোমার বিষয় কথা কইতে ভালবাসি। কথা ছেড়ে তোমায় সাম্নে গিয়ে দাঁড়াতে, তোমার সঙ্গে কথা কইতে, ইচ্ছা হয় না। আমি মনকে এই বলে বুঝাই যে তোমার প্রতি ভালবাসা থাকাতেই তো আমার তোমার বিষয় বই পড়তে ভাল লাগে, তোমার বিষয় কথা কইতে ভাল লাগে। কিন্তু এখন দেখছি তা' নয়। তোমার প্রতি ভালবাসা আর তোমার প্রসঙ্গ শুন্‌তে ও কত্তে ভাল লাগা ঠিক এক জিনিস নয়। কেন তবে সারা দিন তোমার প্রসঙ্গ নিয়ে থাক্‌তে পারি, কিন্তু সারা দিন,—সারা দিন তো নয়ই, বেশিক্ষণ,—তোমার সঙ্গে থাক্‌তে পারিনে? তোমার প্রকাশ এখনও খুব উজ্জ্বল হয়নি, তুমি এখনও আমার কাছে খুব মিষ্টি হওনি, তাই আমি বেশি ক্ষণ তোমায় নিয়ে থাক্‌তে পারিনে। আমি বই পড়তে ভালবাসি এই জন্যে যে আশা হয় কোন জ্ঞানী লেখক তোমাকে আরো উজ্জ্বলরূপে দেখতে সাহায্য কর্‌বেন। আমার বই পড়ার আসক্তির মধ্যে আর কিছু আছে কি? কোন কোন সময় বোধ হয় কিছু জ্ঞানের অভিমান আছে। আমি বেশি জেনে লোকের কাছে জ্ঞানীর সম্মান পাব, এই লোভটা বুঝি আছে? ঠিক্ বুঝতে পারিনে। আমি তো যা' তা' পড়তেও ভালবাসি না। যা' তা'র কথা বলতেও ভালবাসিনে। আমি তোমাকে জান্‌তে চাই, আর তুমি তোমার কথা লোককে বলতে বল, তাই বলি। আমি

জ্ঞান দেখিয়ে সম্মান পাব বলে তো জ্ঞান প্রচার করি বলে বোধ হয় না। হয়ত তোমার আদেশ পালন কত্তে গিয়ে কখন কখন অহংকার আর সম্মানের ইচ্ছেও আসে। আমি তা' তো মনে মনে পুষি না। যা' আসে তা' তুমি দূর কর। আমি মানের পথে যাব না, তা'তো অনেক দিন আগেই ঠিক্ করেছি। যদি মানের ইচ্ছে মনের কোথাও লুকিয়ে থাকে, তা' তুমি টেনে বের করে এনে আমার সুমুখেই প্রেমের আগুনে পুড়িয়ে দাও। এই যে বই পড়ার আসক্তি, এটাও আমার যাক্। কেবল যেখানে তোমার তত্ত্ব ভাল করে বোঝার আশা আছে, সেখানেই যেন যাই। কত জঙল ভাঙিয়েছ, কত বৃথা পরিশ্রমের পর তোমার কথা কিছু জেনেছি! একেবারে বৃথা পরিশ্রম নয়। সে' পরিশ্রমে কোন না কোন কাজ হয়েছে। কোন্ পথে গেলে তোমায় পাওয়া যায়, কোন্ পথে গেলে তোমায় পাওয়া যায় না, এ'কথা যে বলতে পাচ্ছি, তা' তো পাত্তাম না যদি ঐ পরিশ্রম না কত্তাম। কিন্তু এই বয়সে আর সে খাটুনির ইচ্ছে হয় না। এখন কেবল তোমার সম্বন্ধে ছাঁকা কথা শুন্‌তে ইচ্ছে হয়। কিন্তু খাটুনিটা ছাড়াচ্ছ কৈ? খাঁটি কথা যেমন লোকে কইছে, তেমনি অসার কথাও কইছে। আর এমন সাজিয়ে গুজিয়ে কইছে যে সে'সব কথাতে লোক ভুলে যাচ্ছে। তাদের কথার অসারতা না বুঝে তোমার সম্বন্ধে ভুল

ভাবছে। তাই দেখছি জঙলভাঙা কাজ থেকেও আমাকে একেবারে অব্যাহতি দিচ্ছ না। আমি জঙল ভাঙতে রাজি আছি যদি তুমি আমার চক্ষুর অঞ্জন হয়ে,—কেবল তা' নয়, দৃষ্টির বিষয় হয়ে,—থাক। তোমাকে সাম্‌নে নিয়ে, তোমাকে দেখতে দেখতে, আমি যত কঠিন কষ্টকর কাজ হোক্, কত্তে পারি।

দশম বিন্দু—দেখে দেখান

তুমি তো আমাকে সময় সময় বলেছ যুক্তিতর্ক কত্তেও যেন আমি তোমার সঙ্গেই করি, তুমি আমাকে যা' শিখিয়েছ তা' ভুলে যেন আমি বৃথা তর্ক না করি। তুমি যখন আমাকে দেখা দিয়েছ আর তোমার সঙ্গে কথা কইবার অধিকার দিয়েছ, তখন আর আমি অন্যের কাছে শিখ্‌তে যাই কেন? তুমি কিন্তু আমাকে সময় সময় মানুষের কাছেও পাঠিয়ে দেও। তুমি বল ঐ পথ দিয়ে, উপদেশ আর বই পড়ার পথ দিয়ে,—না এলে সব তত্ত্ব শিখ্‌তে পার্‌বে না। তাই তো মানুষের কাছে যাই। জানি এ তোমার কৌশলমাত্র। কোনও মানুষ আমার মনের ভিতর আস্‌তে পারে না, মনের ভিতর কেবল তুমি। বই পড়্‌ব, মানুষের কথা শুন্‌ব, কিন্তু শিক্ষাটা তুমিই দিবে। মনকে বুঝাবে কেবল তুমি। ইদানীং কিন্তু যা' পড়ালে তাতে সুখের সঙ্গে কষ্টও ঢের পেলাম। মানুষ তোমার তত্ত্ব জানে না, তোমাকে দেখেনি, তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যস্তও নয়, অথচ তোমার কথা বল্‌তে আসে। পাতের পর পাত, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, তোমার বিষয় বকে, তবুও কোন কথা পরিষ্কার কত্তে পারে না। স্পষ্ট স্ববিরোধী কথা কয়, বুঝেও যেন বুঝে না, জেনে শুনেই যেন অসঙ্গত

কথা বলে। কেন এমন করে? টাকার লোভে না মানের লোভে? যে তোমায় জানে না, তোমায় বুঝে না, তোমায় ধর্‌বার চেষ্টা পর্য্যন্ত কচ্ছে না, সে তোমার সম্বন্ধে অত কথা কয় কেন? বলুক্, আমি যেন ঐ সকল লোকের কথায় না ভুলি। আমার দেখা ধন সর্ব্বদা আমার চোখের সুমুখে থাক, কখনও হাতছাড়া হয়োও না। আমি তোমায় দেখে লোককে দেখাতে চাই। ধরে ধরাতে চাই, ভালবেসে ভালবাসাতে চাই। আমি ভাব্‌ছিলাম আমার কাজ শেষ হয়ে আস্‌ছে, তা'তো দেখি নয়। আমার বুঝানই শেষ হয়নি। তার পর দেখান, ধরান, ভালবাসান, এখনও আরম্ভ হয়নি বল্লেও হয়। আমি আগে ভাল করে দেখি, ধরি, ভালবাসি; তার পর আর বোধ হয় বেশি বল্‌তে হবে না। দেখে কথা কইলে সে'কথায় লোক তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে ব্যস্ত হবেই। ধরে কথা কইলে লোক ধত্তে চাইবেই। আর ভালবেসে কথা কইলে সেই কথার মধ্যে একটা সুভ্রাণ লোকে পাবেই। এ'সব তো আমার হয়নি। 'আমি দেখ্‌ছি' বল্‌লে লোকে ঠিক বিশ্বাস করে না যে আমি দেখ্‌ছি। লোকের কি দোষ দিব? আমার কথার মূল্য আমার কাছেই নেই। আমার দেখা অত কম হয়, যেন চমকমাত্র হয়, যে আমি নিজেই সে' দেখায় সন্তুষ্ট নই। সে' দেখায় আমার মনের গতি, জীবনের গতি, বদলায় না। অথচ 'দেখিনি'ই বা কি করে বলব?

তুমি যে প্রাণরূপে এসে দেখা দিচ্ছ, এ'তো আর আমার কল্পনা নয়। কল্পনা আর প্রকাশের তফাৎ তো অনেক দিন আগেই বুঝিয়েছ। তবে এই বিদ্যুতের ন্যায় নিমেষের চমক্‌কে তুমি স্থায়ী কর। তুমি কেবল আকাশের বিদ্যুৎ না থেকে আমার ঘরে বিদ্যুতের স্থায়ী আলোক হয়ে বসো। কেবল চোখের নিমেষে নয়, স্থির দৃষ্টিতে, কাজকর্ম্মে, ঘরে বাইরে, অচল আলোকরূপে থাক, তবেই আমার মনও বুঝ্‌বে, অন্য লোকেও বুঝ্‌বে।

-।৬।১৮

একাদশ বিন্দু—এই প্রেমলীলা অফুরন্ত

এই তুমি আমার আত্মা, এই তুমি আমার বিশ্ব, তুমি সব, তুমি এক, অখণ্ড। তুমি নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়, তোমার ক্ষয় নেই, তোমার কিছু কোন দিন নষ্ট হোতে পারে না। আমি তোমার লীলা। এই আমার দেখা না দেখা, শোনা না শোনা, স্পর্শ করা না করা, বোঝা না বোঝা, এ'সব তোমার লীলা, নিত্যের অনিত্য লীলা। এই যে আমার অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি, নিদ্রা, এতে কোন প্রকৃত বস্তু ক্ষয় হয় না, নষ্ট হয় না। আমি যাকে মৃত্যু বলে ভয় কচ্ছি তা'তেও কিছু যাবে না, নষ্ট হবে না। এখন যা' যেমন তোমাতে আছে, তা' তেমনি তোমাতে থাক্‌বে। ভয়ের তো কোন কারণ দেখি না, তবে ভয় পাই কেন? মনে করি জিনিসগুলি আমার, কেবলই আমার, তোমার অর্থে আমার নয়, আর যাবে যে আমারই যাবে, তোমার যাবে না, এই ভেবেই ভয় পাই। এই যে তোমাতে সব দেখাচ্ছ, এতে তো আর কোন ভয়ের কারণ দেখি না। তোমার জিনিসগুলি এখনও তুমি কত সময় লুকিয়ে রাখ্‌ছ, তোমার নিত্য ভাবের মধ্যে রাখ্‌ছ, লীলার আকারে প্রকাশ কচ্ছ না। নিদ্রার সময় একেবারেই লুকিয়ে ফেল্‌ছ, তাতে তো ভয় করি না। তবে আর

শরীরটা যাবে, তাতে ভয় করি কেন? তোমার জিনিস তোমাতে থাক্‌বে, তুমি যেমন করে হোক্, যখন ইচ্ছে হোক্, প্রকাশ কর্‌বে, লীলাপ্রবাহে প্রবাহিত কর্‌বে, তাতে আমার কি আসে যায়? মূল্যবান্ জিনিস যা', যা নিয়ে কারবার করা আবশ্যক বোধ কর, তা' নিয়ে তো বরাবর কারবার কর্‌বেই, সে'বিষয়ে তোমাকে আর কে শেখাবে? যা' কারবারের অবান্তর উপকরণ মাত্র, তা' বরাবর দেখাবার দরকার কি? যদি আর না থাকে, না দেখি, তাতে ক্ষতি কি? আমার মধ্যে সে'রকম কত জিনিস আছে তা' তো আমি জানিনে, তুমি জান। তুমি যা' রাখ্‌বার রাখ্‌বে, যা' রাখ্‌বার নয়, বরাবর দেখাবার নয়, তা' তোমার নিত্য স্বরূপের মধ্যে একেবারে লুকিয়ে ফেল্‌বে। তাতে কারো কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু এই যে তোমার আমার ভালবাসা, বলা-কহা, লেনা-দেনা, এ'র চেয়ে মূল্যবান্ জিনিস তো আর দেখিনে। এ'র জন্যেই তো তুমি সব কচ্ছ। তোমার জগৎলীলার সব আয়োজন তো এ'রই জন্যে। তোমার সৃষ্টির সার্থকতা তো এখানেই। এ গেলে যে তোমার সবই যায়, সবই নিরর্থক হয়, তাই মনে হোচ্ছে এ কখনও যাবে না। কেবল মনে হোচ্ছে বলে তো তৃপ্ত হোতে পাচ্ছিনে। এই যে তোমার দৃষ্টি, এই যে তোমার জীবন্ত স্পর্শ। এ'সবই বল্‌ছে তোমার এই লীলা নিত্য, অবিনাশী, অফুরন্ত। আমি ভাল করে

তোমার দিকে তাকাই, ভাল করে এই স্পর্শ অনুভব করি, যাতে এ সমুদায়ের মানেটা, মর্ম্মটা, একেবারে আমার মনে এমন করে মুদ্রিত হয়ে যায় যে তা' আর কখনও পুঁছবে না।

দ্বাদশ বিন্দু—আশা ও নিরাশা

অসুখ কল্‌লে তোমাতে মগ্ন না হয়ে এ'কাজ সে'কাজ করে বেড়াই। মনে করি ধ্যান বড় কঠিন কাজ, এই শরীর নিয়ে তা' কত্তে পার্‌ব না। খুব যখন অসুখ করবে, তখন তো তবে একেবারেই তোমাকে ভুলে থাক্‌ব। তা' হবে না। তোমাকে দেখা ও তোমার সঙ্গে কথা কহা, সহজ করে দিতে হবে। আদত কথাটা এই যে তোমার সঙ্গে ভাবটা জমেনি, তোমাতে মনটা বসেনি। মানুষকে যখন খুব ভালবেসেছিলাম তখন তার জন্যে কি ব্যস্ততাই না ছিল! সর্ব্বদা তো কাছে বোসে থাক্‌তেই ভাল লাগ্‌তো। অসুখের সময়তো আরো চাইতাম কাছে রাখ্‌তে। সে'ব্যস্ততা তোমার বেলায় নেই, তাই বুঝেছি বেশি ভালবাসিনে। তা' তো অনেক দিনই বুঝেছি, কেবল নির্ভরটা তোমার ভালবাসার উপর। তুমি যখন সত্তিই প্রাণভরে আমায় ভালবাস্‌ছ, তখন আমার মনটাকে তুমি ভালবাসাবেই, এই ভরসা। কত শেখালে, তবু মনের উড়ু উড়ু ভাব যায় না কেন? যখন তোমায় ভুলে থাকি, তখনো তো তোমাকেই দেখি, তোমাকেই ছুঁই, তোমাতেই বাস করি। তোমাছাড়া কিছু নেই, এ'তো বারবার বলেছ। তোমাকেই দেখি, অথচ চিনি না, এই তোমার অদ্ভুত লীলা। তোমার দৃষ্টিটা ঠিকই

থাকে, এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমার উপর থেকে সরে যায় না, অথচ আমি তোমায় দেখি না। আমাকে তোমায় না দেখিয়েও তুমি নিশ্চিন্ত নও। তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌লে আর তোমাকে এই টুকুও জান্‌তাম না, পশু পক্ষীর মত, প্রাকৃত মানুষের মত, একেবারে তোমায় না জেনেই থাক্‌তাম। আমার চোখ্‌ তোমার দিকে ফিরাবে, আমার হৃদয় তোমার দিকে ফির্‌বে, তুমি আমার জন্যে যেমন ব্যস্ত আমি তোমার জন্যে তেমনি ব্যস্ত হব, ইটী না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি নিশ্চিন্ত নও, এই আমার ভরসা। বারবারই তো চোখ্‌ ফিরে, হৃদয় ফিরে, তোমার দিকে। ফিরে, কিন্তু আবার ঘুরে যায়। আমি কত দিন মনে করেছি আজ থেকে বুঝি প্রাণ একেবারেই তোমার দিকে ফির্‌ল, আর বুঝি ঘুর্‌বে না। কিন্তু কোথায় যায় সে'ভাব? তাতেও ঘাব্‌ড়াই না যখন জানি তোমার চেষ্টা,—আমাকে একেবারে তোমার কর্‌বার চেষ্টা,—ঠিক্‌ আছে। এই দেখ আবার আমি তোমার দিকে চোখ্‌ ফিরালাম, আবার তোমাকে প্রাণ দিলাম। আমি চাই আজ থেকে তুমি আমাকে একেবারে তোমার করে ফেল। আমার প্রাণটা যদি একবার তোমার হয়ে যায় তবে চোখ্‌টা ফির্‌বে জানি। সময় সময় মন তোমায় ভুল্‌বে। মনে হবে তোমাছাড়া অন্য জিনিস দেখ্‌ছি, তোমার কাজছাড়া অন্য কাজ কচ্ছি, কিন্তু বেশিক্ষণ সে'ভাবে থাক্‌তে পার্‌বে না; তোমার জন্যে, তোমার সঙ্গে মিল্‌বার জন্যে, ব্যস্ত হয়ে

উঠ্‌বে। আমার অনেক কথা এখনও তোমার কাছ থেকে জান্‌বার আছে। কিন্তু বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে যে-পর্য্যন্ত আমার মনটা উড়ু উড়ু ভাব ছেড়ে তোমাতে না বোস্‌ছে, সে' পর্য্যন্ত সে'সব কথার উত্তর পাব না। তোমার ইচ্ছে তবে আজ থেকেই পূর্ণ হোক্‌। এই যে আমার হৃদয় ফির্‌ল তোমার দিকে, আর যেন সে না ঘুরে। তুমিছাড়া যেন তার ভিতর আর কিছু না থাকে যার জন্যে, যাকে নিয়ে থাক্‌বার জন্যে, সে তোমাকে ছেড়ে দিবে, তোমাকে ভুলে থাক্‌বে।

১৯।৬।১৮

ত্রয়োদশ বিন্দু—জেগে ঘুমান

আমি ঘুম দেখে ভয় পাই, কিন্তু ঘুমই তো দেখি আমার স্বভাব। যাকে জেগে থাকা বলি তাতেই বা কতটুকু জেগে থাকি? যাকে জীবন বলি,—যা কিছু জেনেছি, অনুভব করেছি, ভোগ করেছি,—তার অধিকাংশটাই ঘুমে থাকে; কেবল ২।৪টী জিনিশ প্রকাশিত হয়ে জাগ্রৎ জীবন গঠন করে। সেই অধিকাংশটা তোমাতে থাকে, তোমার চির-জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে। তুমিই আমার জাগরণ। তুমি আমাকে এমনি করে গড়েছ যে এই নিদ্রা-জাগরণ নিয়েই আমার জীবন। আমি জেগেই থাকি আর ঘুমিয়েই থাকি, আমি তোমাতেই থাকি, তোমার কোলে থাকি, তোমার ভালবাসার ভিতরে থাকি। তোমার ভিতরে যখন থাকি, তখন আর আমার মরণের ভয় নেই। আমি কিন্তু এই থাকাটা বুঝি না, বুঝ্লেও ভুলে যাই, তাই ভয় পাই। তুমি যখন অমর, আর তোমার সঙ্গে আমি পুত্ররূপে এক, তখন আমার মরণের কোন মানেই নেই। আর তোমার এই ভালবাসা যখন আছে, তখন জাগরণ আর জাগ্রৎ লীলা সম্বন্ধেও ভয় নেই। আমাকে ভাল করে দেখা দাও, প্রাণ-রূপে দেখা দাও, প্রেমিকরূপে দেখা দাও, চোখ্ভরে দেখি, প্রাণভরে দেখি, দেখে ঐ রূপে ডুবি, মজি, তা'হোলে আর

আমার কোন ভয় থাক্‌বে না। আমি পরলোকে তোমাতে চিরজাগ্রত থাক্‌তে চাই, কিন্তু এখানেই যে আমার তোমাতে জেগে থাকা ভাল করে হোল না। আমার জাগরণের অধিকাংশ সময়ই আমি তোমায় ভুলে থাকি, আর যখন তোমাকে মনে করি তখনও ভালবাসার সহিত মনে করি না। তোমাকে দূরে থেকে দেখি, দেখেও কাছে যেতে চাই না, আমি তোমার প্রেমে জেগে থাক্‌তে চাই না। এই জাগরণটা কেমন তা' আমাকে দেখাও। একটা সমস্ত দিন যদি তোমাকে দেখ্‌তে দেখ্‌তে যায়, তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে যায়, তবে আমি তোমার নিত্য প্রেমধামের আভাস কতকটা পাব। আমাকে এখন সাধনের সময় দিয়েছ, কিন্তু কৈ, এখনও তো দাসত্ব গেল না, তোমায় ভুলে কেবল অন্ধভাবে গাধার খাটুনি তো গেল না, তোমার সন্তানের স্বাধীন প্রেম আর মিষ্টতা তো পেলাম না। এ'সবই তো সহজ, হাতের কাছে বলে মনে হয়, তবুও পাই না কেন? আজ থেকেই তা'হোক্‌, তোমার কাছে বারবার আসি, তোমার প্রেমে ডুব দিই, তোমার সঙ্গে কথা কইতে কইতে, তোমায় দেখ্‌তে দেখ্‌তে, দিনগুলি যাক্‌।

১৫।৭।১৮

চতুর্দ্দশ বিন্দু—কেন ভালবাস?

তোমার জন্যে ব্যস্ত হব বলেছিলাম, ব্যস্ত হোলাম কৈ? ছোট ছেলের মত তোমার কাছে এক এক বার আসি, একটু দেখি, একটু প্রেম অনুভব করি, তার পর খেলা কত্তে ছুটে যাই। তোমার কাজটা যদি তোমার কাজ বলে কত্তাম, তবে আর তা' কত্তে গিয়ে তোমায় ভুল্‌তাম না। কাজটা আমার আমোদ হয়ে পড়েছে, আমোদে পড়ে তোমায় ভুলি। তুমিও যেন আমার আমোদে আমোদ পাও, তা' না হোলে আমায় বার বার ডেকে নেও না কেন? তুমি বল্‌ছ যে এ'কথা ঠিক নয়। তুমি আমাকে বার বার তোমার কাছে ডাক, আমি শুনিনে। কেন শুনিনে? এখনও মা বলে চিন্‌তে পারিনি। এই তো চিন্‌ছি, এই তো তোমার কোলে আমি। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, জ্ঞানে, মোহে, যে-কোন অবস্থায় হোক্‌, তোমার কোল ছাড়া আর কোথাও নই। রহস্যটাও যেন পরিষ্কার হয়ে আস্‌ছে। তোমায় ছেড়ে, তোমাকে বাদ দিয়ে, আমি কখনও আমায় দেখ্‌ব না। সে'দেখার ইচ্ছা আমার বৃথা। এ'তো আর মানুষের সন্তান নয় যে মাকে ছেড়ে থাক্‌বে। আমি তোমার ভিতর, তোমার বাইরে নই, তোমাছাড়া নই। আমার সব তোমার, অথচ আমি তোমায় জান্‌ছি, তোমায়

দেখ্‌ছি, তোমায় খুঁজ্‌ছি, তোমায় পাচ্ছি, তোমায় ভালবাস্‌ছি। আমি তোমার, তুমি আমার। কি অদ্ভুত সম্বন্ধ! আমার বোধ হয়, আমি বুঝেছি। আমার যতটুকু দরকার ততটুকু বুঝেছি, আর যাকে তুমি এই জায়গায় নিয়ে আস্‌বে যে জায়গায় আমি এসেছি, তাকে আমি বুঝাতে পারব। বুঝাতে যদি না-ও পারি, আমার বুঝ্‌লেই হোল। এইটুকু বুঝতে চাই যতটুকুতে তোমার উপর আমার ভালবাসা হয়। ভালবাসাটা হোতে গেলে কিন্তু তোমার ভালবাসাটা আমার বোঝা চাই। তোমার ভালবাসা আমি এখনও ভাল করে বুঝিনি। তুমি যে আমাকে ভালবাস তা' তো ঠিক দেখছি। তা' না হোলে তোমার অত ঐশ্বর্য্য থাক্‌তে আমাকে নিয়ে ব্যস্ত হোতে না। কিন্তু কেন ভালবাস ? আমাতে তোমার ভালবাসার যোগ্য কি আছে ? তোমার জবাব কি এই শুনছি যে ভালবাসার যোগ্য সবই আছে ? আমি এখন যা', তা' দেখে মনে হয় আমাতে তোমার ভালবাসার যোগ্য কিছুই নেই। কিন্তু তুমি তো আমার কেবল বর্ত্তমান নয়, তুমি আমার ভবিষ্যৎও দেখ্‌ছ। আমি তোমার ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য পেয়ে যা' এক কালে হব, তুমি তা'ও দেখ্‌ছ। তা' দেখেই বুঝি ভালবাস্‌ছ ? কি অদ্ভুত কথা! আমার সে'রূপ,—তোমাতে আমার যেরূপ, তোমার অনন্ত জ্ঞানের কাছে আমার যেরূপ,—তা' তো আমি দেখি না, কোন

মানুষই দেখে না, কিন্তু তুমি দেখ। সে'রূপ দেখেই তুমি মুগ্ধ! আমার আর কি বল্‌বার আছে? কেবল বলি, তুমি তো আমার রূপ দেখে মুগ্ধ, আমাকে তোমার রূপ কিছু কিছু না দেখালে আমি তোমাকে কেমন করে ভালবাস্‌ব? আমাকে দেখাও, আমাকে দেখাও, আমাকে দেখাও। এই দুরন্ত শিশুকে ধূলখেলা ছাড়াও, তোমার কাছে স্থির ক'রে বসাও, তোমাতে চক্ষু স্থির কর, তোমার বাণী কাণে শুনাও। তুমি যে আমাকে ভালবাস, তুমি যে আমার জন্যে ব্যস্ত, আমার কাছে প্রকাশিত হবার জন্যে ব্যস্ত, এইটুকু আমাকে বুঝালেই আমি স্থির হয়ে যাই, তোমার কাছে বার বার আসি, তোমার দিকে টান বাড়ে, একটু গাঢ় ভালবাসার আস্বাদন পাই। এইটুকু না দিলে আর চল্‌ছে না। এ' আমার প্রতিদিনের আহার হোক্, প্রতিদিন অন্ততঃ চার বেলার। মোহের শিকল বেঁধে কাজ করালে আর চল্‌বে না, ভালবাসার সেবা শেখাও, সে' সেবার আস্বাদন দেও।

২৫।১।১৯

পঞ্চদশ বিন্দু—নিত্যযোগ

তুমি অনিদ্র, চির জাগ্রত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাধার, সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপী, এক, অখণ্ড। এই তুমি অন্তরে বাইরে, অন্তর বার এক করে আছ। এই এক অখণ্ড ভাবের মধ্যে আবার মাতা-পুত্রের সম্বন্ধ, প্রেমিক-প্রেমপাত্রের সম্বন্ধ। এই তো তুমি আমার জন্যে ব্যস্ত রয়েছ, আমার সুখের জন্যে, আমার শ্রেয়ের জন্যে। আগাগোড়া তোমাকে দেখি, আগাগোড়া তুমি, অথচ এই ভালবাসা, এই ব্যস্ততা। রহস্যভেদ হোচ্ছে না। যাহোক্, যতটুকু দেখালে, আপাততঃ তাই দেখে তৃপ্ত থাকি। তুমি আমাতে, আমি তোমাতে, আমি তোমার, তুমি আমার। তুমি আমাকে অনন্ত প্রেমের সহিত ভালবাস! আমায় যত্ন করার চেয়ে তোমার শ্রেষ্ঠতর কাজ আর নেই, এই জেনে তৃপ্ত থাকি। এ'র চেয়ে পরম জ্ঞান, এ'র চেয়ে মূল্যবান্ জান্‌বার বিষয়, আর কি আছে? আমি চিরদিনের তোমার, তুমি চিরদিনের আমার, আমার ধ্বংস নেই, মরণ নেই, আমার উন্নতির শেষ নেই, আমার উপর তোমার ভালবাসার শেষ নেই, আমার সম্বন্ধে তোমার যত্নের শেষ নেই, এ'র চেয়ে ভাল কথা আর কি জান্‌ব, কি শুন্‌ব? এই ভালবাসা সর্ব্বদা দেখাও, চোখের সুমুখে রাখ, চোখ্ এ'তে স্থির হোক্, হৃদয় এ'তে মজুক্,

জীবন এ'তে ঘিরে থাক্, ভরে যাক্। আমার ভয় তুমি দেখ্‌ছ, আমার অস্থিরতা তুমি দেখছ। কবে এ'সব যাবে বল। 'কবে' আর না, এখনই যাক্। আমার পরিত্রাণ, তোমার সঙ্গে আমার অভঙ্গ যোগ, নাকি তোমাতে সিদ্ধ হয়ে আছে?* সে'টা কেবল নাকি প্রকাশ হওয়া চাই? প্রকাশের আর দেরি কেন? দেরিই বা কৈ? যখন তোমার কাছে আসি, তখনই তো সেই যোগ দেখি। আর আমি দেখতে চাইলেই তো দেখতে পারি। আমার প্রেমচক্ষু ফুটাও, যাতে সেই নিত্যযোগ বারবার দেখ্‌তে ইচ্ছে হয়, সেই নিত্যযোগে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়। যোগ ভাঙাও কেন বল্‌তে পার? ভাঙানটা বুঝি তোমার বিধানের অঙ্গ? কিন্তু সে কেবল আমি বালক বলে। তোমার বড় ছেলেদের যোগ তো নাকি ভাঙেনা? আমি সেই অভাঙা যোগের একটু একটু আভাস পাই, আর সেই আভাস থেকে বুঝ্‌তে পারি আমার পক্ষেও সে' যোগ কোন দিন সম্ভব হবে। সম্ভব কর, শিগ্‌গীর সম্ভব কর। চোখ্ তোমাথেকে মাঝে মাঝে ফির্‌তে পারে, কিন্তু প্রাণটা যেন কখনও ফেরে না। প্রাণটা তোমাতে বাঁধা থাক্। প্রাণের বাঁধন যেন কখনও ছিঁড়ে না।

২৭।১।১৯

---

* "Here the contradiction is already implicitly solved; evil is known as something which in the spirit is virtually and absolutely overcome."—Hegel's Philosophy of Religion, Eng. Trans. Vol. iii. p. 130.

ষোড়শ বিন্দু—জ্ঞানের প্রমাণ প্রেম

তুমি বলেছিলে, তোমাকে যে-দিন ভালবাসব সে-দিন বুঝ্‌ব তোমাকে ঠিক জেনেছি। ভালবাসা কৈ হলো? তোমাকে একেবারে ভুলে না হোক্‌, তোমায় ছেড়ে তো প্রায় সারা দিনই কাটাই। তোমার কাছে যেতে ইচ্ছে হয় না। যখন যাই তোমার কাছে, তখনও তোমাতে চোখ্‌ স্থির রাখ্‌তে পারিনে। তোমার সৌন্দর্য্যে ভুলিনি। তাই বুঝেছি তোমাকে জানা হয়নি। জান্‌লে এমন হোত না। জান্‌লে তোমার জন্যে ব্যস্ত হোতাম, তোমার অদর্শন কষ্টকর হোত, তোমার দর্শন মধুর হোত। জ্ঞানের বড়াই ভেঙে দিলে। অত পড়াশোনা, অত চিন্তা আলোচনাতেও, তোমাকে জানা হয়নি। তবে কি জ্ঞানচেষ্টা বৃথা হয়েছে? অত শ্রম কি নিষ্ফল হয়েছে? তা'ও তো ভাব্‌তে পাচ্ছিনে। এই যে তোমাকে অত কাছে জেনে, তোমাকে একেবারে আত্মার আত্মা জেনে, সার বস্তু জেনে, তোমার সঙ্গে কথা কইতে পাচ্ছি, তা'তো সম্ভব হোত না জ্ঞান পাবার চেষ্টা না কল্লে। ঠিক জ্ঞান যে হয়নি, যে-জ্ঞানে প্রেম হয়, মুগ্ধ ভাব হয়, মগ্ন ভাব হয়, তা'ও তো এই জ্ঞানচেষ্টার ভিতর দিয়েই দেখাচ্ছ। এখন দিব্য জ্ঞান কেমন করে হয় বল। যে-পথ দিয়ে এনেছ সেই পথ দিয়েই হবে বল্‌ছ। এই শ্রবণের পথ,

মননের পথ, নিদিধ্যাসনের পথ, আরো ঐকান্তিক ভাবে ধ্যান-ধারণা অভ্যেস করে সমাধিস্থ হবার পথ। আমার আলস্যই আমার পথের কণ্টক। 'আমার চরণ চলিতে নারে, তবু নয়ন দেখ্‌তে চায়।' তোমার একটু আভাস যখন পাই, তখন তো তোমাতে ডুব্‌তে আমার ইচ্ছে হয়। কিন্তু আভাসে আর হবে না। ভাল করে দেখা দিতে হবে আর সাধনে শ্রম করবার শক্তি দিতে হবে। যা' পরম শ্রেয়ঃ তাই দুর্লভ করে রেখেছ, এই বিধানের বিপক্ষে আর আমি কি বল্‌ব? ঠিক্‌ই হয়েছে। আমাকে তো সময় দিয়েছ, এখন শক্তি দেও। এক দিকে তো সুলভের চূড়ান্ত তুমি, ইচ্ছা কল্‌লেই তো তোমাকে দেখা যায়। একেবারে প্রাণের প্রাণ হয়ে আছ। সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপী হয়ে আছ। তোমার দিকে চেয়ে থাক্‌লেই হোল। এই চেয়ে থাকার ক্লেশটুকু নিতে পারি না কেন? এমনও হবে যে চেয়ে থাকায় ক্লেশও হবে না, চেয়ে থাক্‌লে সুখই হবে। মোহ এখনও ঘুচেনি। এই যে বল্‌ছি তুমি সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপী, তা ঠিক বুঝিনি। যে মুহূর্ত্তে ঠিক সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপী, অন্তরাত্মা বলে দেখি, সেই মুহূর্ত্তে দেখা মধুরই লাগে। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই মোহ আসে। তখন তোমার সাক্ষাৎ অখণ্ড ভাব তিরোহিত হয়ে গিয়ে লৌকিক ব্যাবহারিক ধারণা আসে, আর আমি তোমাথেকে চোখ্‌ ফিরিয়ে নিই। ঐ যে মুহূর্ত্তের ঠিক চাহনি, স্থির দৃষ্টি, সেটী স্থায়ী হোলেই বুঝি

হৃদয় তোমাতে মজে থাক্‌বে, তোমার অদর্শন কষ্টকর হবে, তোমার দর্শন লোভের জিনিস হবে ? আমার সেই দৃষ্টিরূপী জ্ঞান হয়নি, তাই আমি গরীব, তাই আমার মনে হয় আমার কিছুই হয়নি। ঐ লোভটুকু না হোলে কিই বা হোল ? অন্য সমস্ত চেষ্টা তো দেখি কেবল জঙলকাটা। আমাকে এক বিন্দু প্রেম, তোমাতে একটু লোভ, শীগ্‌গীর দিতে হবে। তা' না হোলে মনে করব সারা জীবনটা বৃথা হোল। তোমার সত্য যদি আমাকে দিয়ে প্রচার করাতে হয়, তবে সত্য লাভের প্রমাণ একটু প্রেম আমাকে শীগ্‌গীর দেও। তোমার প্রেমরাজ্যের অসীম সম্পত্তি আমার কাছে অনাবিষ্কৃত রয়েছে। সে' সব তুমি যখন আমাকে দিবার উপযুক্ত বোধ কর তখন দিও। প্রাণের একটু টান না হোলে আমার আর চল্‌ছে না। যদি সেই টানটুকু পাই, তোমার কাছে বোস্‌বার ইচ্ছে যদি আমার একটু হয়, তবে বুঝ্‌ব এই সংগ্রামময় জীবন বৃথা হয়নি।

২০।২।১৯

সপ্তদশ বিন্দু—ভালবাসা স্বাধীন

আমার উপর তোমার ভালবাসাটা কি, তা' অনেক সময় বুঝ্‌তে চেষ্টা করি। আমি যাদের ভাল্‌বাসি, তাদের আমি কি চাই তা' ভেবে তুমি আমার কি চাও তা' বুঝ্‌তে চেষ্টা করি। তুমি আমার কি চাও তা' তো সাক্ষাৎ ভাবেও দেখ্‌ছি। তুমি আমার প্রকৃত মঙ্গল চাও। আমার খাওয়া-পরা, সুখ-স্বচ্ছন্দতা চাও কেবল উপায়রূপে। এ' সকল যে আমার প্রকৃত মঙ্গল নয় তা' বুঝ্‌তে পাচ্ছি। আমার প্রকৃত মঙ্গল দেখ্‌ছি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগ। তুমি আমাকে যত বস্তু দিয়েছ সমুদায়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জিনিস দেখ্‌ছি তোমার পরিচয় পাওয়া। তুমি যে সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, তুমি যে আমার প্রাণ, জীবনের আধার, আশ্রয়, একমাত্র, অখণ্ড, প্রেমময়, পূর্ণ পবিত্রস্বরূপ,—এ' যে জান্‌তে দিয়েছ, এই তোমার শ্রেষ্ঠ দান। তোমাকে দেখা, তোমাকে ভালবাসা, তোমার সঙ্গে ইচ্ছাযোগে যুক্ত হওয়া, এ'ই আমার পরম মঙ্গল। এই পরম মঙ্গল যে তুমি আমাকে দিচ্ছ, আরো দিবে, আরো সত্যরূপে, পূর্ণরূপে, দিবে, এ'তেই আমার উপর তোমার ভালবাসা। আমি অনেক সময় ভাবি আমার সঙ্গে অন্য প্রাণীর বেশী তফাৎ কি? তারা দুদিন খেয়ে দেয়ে আমোদ করে মরে যাবে। আমিও তো

তাদেরই মত একটা জন্তু, আমার উপর তোমার কি বেশি একটা ভালবাসা? তুমি এ'র উত্তরে বার বার দেখিয়ে দেও যে জন্তু হিসেবে আমি তো তাদের ছেয়ে ঢের বড়ই, তার উপর আমাকে এই যে জিনিসটা দিয়েছ, তা' তো আদতেই তাদের দাওনি। তুমি আমার কাছে আত্মপ্রকাশ করেছ, আর আত্মপ্রকাশ করে আমার ভালবাসা চাইছ, আনুগত্য চাইছ। তোমার সঙ্গে এই আধ্যাত্মিক যোগে আমার জন্তুত্ব গিয়েছে, আমার আত্মত্ব হয়েছে। এই সম্বন্ধটা কিন্তু আমি জেনেও ভাল করে জান্‌ছি না, ধচ্ছি না। আমার আত্মত্ব জেগেও জাগ্‌ছে না। আমি তোমার সঙ্গে প্রেমভক্তির যোগসাধন কত্তে পাচ্ছিনে। আমার প্রকৃত মঙ্গললাভের দিকে অগ্রসর হোতে পাচ্ছিনে। এই-মাত্র তো তুমি বল্‌লে যে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার অর্থ এই যে তুমি আমার পরম মঙ্গল চাও। চাও কেমন করে বুঝ্‌ব যখন দেখ্‌ছি আমার প্রকৃত মঙ্গল থেকে আমি কত দূরে প'ড়ে আছি? তোমাকে দোষ দিচ্ছি, কিন্তু তুমি দোষ নিচ্ছ না। তুমি বল্‌ছ, 'পরম মঙ্গলের পথ আমি তোমায় বার বার দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি সে পথে চল্‌ছ না, আমি কি করব?' তা'ও তো বটে। এ' তো আর নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার কথা নয়। এ' যে স্বাধীনতার রাজ্য। তুমি স্বাধীন প্রেম, স্বাধীন সেবা, চাও। তুমি জোর করে আমায় প্রেমিক করবে না। তা'

করার কোন মানেও নেই। আমি তবে তোমায় চোখে চোখে রাখব, তোমাকে হৃদয় দিব, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হবে। তুমি আমাকে যখন আমার পরম মঙ্গল দেখিয়েছ, আর সে মঙ্গল যখন আমারই হাতে, তখন আমি সে মঙ্গলকে পায়ে ঠেলব না।

১৫।৪।১৯

অষ্টাদশ বিন্দু—চাওয়া পাওয়া এক

তুমি আমাকে এত দয়া করেছ যে আমি তোমাকে চাওয়া মাত্রই পাই। চাওয়া মাত্রই পাই, অথচ তোমাকে হারিয়ে ফেলি। দিনের অধিকাংশ সময় তোমার সহবাসশূন্য হয়ে শুষ্ক কাজে বা আমোদে কাটাই। দোষ দিই তোমাকে, 'তুমি আমাকে মুক্তি দিলে না'। মুক্তির মন্ত্র তুমি আমাকে কবে শিখিয়েছ, আমি ক্রমাগতই তা' ভুলে যাই। প্রার্থনা কর্‌লেই তোমাকে পাই, আর তুমি বলেছ, "অনবরত প্রার্থনা কর"। তোমাকে পাবার এমন সহজ উপায় পেয়েও আমি বলি 'তোমাকে পেলাম না'। আমি তো তোমায় পেয়েছি। তুমি যখন ডাক্‌লেই আস, তখন আর তোমার দিক্ থেকে কি কর্‌বার আছে ? আমি তোমায় ডাকিনে তাই পাইনে। এ-বিষয়ে তোমার আর কিছু কর্‌বার নেই। আমি যদি নিয়ত প্রার্থনাশীল হোতে পারি, তবেই তোমাকে আমার পাওয়া হোল। আর আমি তোমায় দোষ দিব না। এখন থেকে প্রার্থনা আমার নিত্য সম্বল হোল। এই প্রার্থনাই দেখ্‌ছি তোমার কৃপার স্রোত। আমি এই কৃপার স্রোতে না পড়ে আর যত চেষ্টা করি না কেন, তোমাকে পাব না। এই প্রার্থনার মধ্যে তুমি সমুদায় ভেদাভেদতত্ত্ব লুকিয়ে রেখেছ। আমি যে তোমার নিকট প্রার্থনা করিনে,

তোমাকে চাইনে, তোমাকে পাইনে, এই আমার তোমা থেকে ভেদ। আর ভেদ তো যেমন তেমন নয়। এই অবস্থাই সমুদায় পাপের, সমুদায় দুঃখের, কারণ। আর আমি যে তোমার কাছে প্রার্থনা করি, তোমাকে চাই, এ'তে আমার তোমার সঙ্গে অভেদ ; আমার, স্বাধীনতা, আমার স্বাধীন ইচ্ছে, আমি তোমাতে বিলুপ্ত কত্তে চাই। এই প্রার্থনায় তোমার কৃপা অবতীর্ণ হয়ে তোমার সঙ্গে আমার মৌলিক অভেদ দেখিয়ে দেয়,—তুমি আমার প্রাণ, আমার আত্মা, আমার বিশ্ব, আমার সর্ব্বস্ব রূপে প্রকাশিত হও। আমি যে তত্ত্ব বুঝ্বার জন্যে এত চেষ্টা করি, সেই তত্ত্ব এই অবস্থায় তুমি যেমন করে বুঝাও, তেমন কোন অবস্থায় নয়। আমি তবে এই প্রার্থনা নিয়েই থাক্‌ব। প্রার্থনা আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস হোক্, আমার অন্ন হোক্, আমার জল হোক্, আমার বিশ্রাম হোক্, আমার আমোদ হোক্। প্রার্থনা যে আমার এ'সব হয়নি, আমি যে প্রার্থনা ছেড়ে প্রায় সব ক্ষণই থাকি, তাতে বুঝ তে পাচ্ছি আমি কত পাপী, আমি তোমার ধর্ম্ম-জগৎ থেকে কত দূরে। আমার জ্ঞানালোচনায়, আমার বক্তৃতায়, উপদেশে, আমার কাজকর্ম্মে, কি লাভ যদি আমি তোমার এই নিয়ত-প্রবাহিত কৃপাস্রোতে না পড়্লাম? আর দেরি করব না, এই আমি পড়লাম তোমার কৃপাস্রোতে, আমাকে তুমি এতে ভাসিয়ে নেও।

১০।৭।১৯

ঊনবিংশ বিন্দু—'তুমি' ছাড়া 'আমি' নই

আমি আমাকে তোমাছাড়া ভাব্‌তে চাই, তাই আমার ভয় হয়, দুঃখ হয়। আমি তো কখনও তোমাছাড়া নই। আমি তো আমাকে,—আমার জীবনের অসংখ্য কথা,—ক্রমাগতই ভুল্‌ছি, ভুলে থাক্‌ছি। যখন আমি তা' ভুলে থাকি, তখন তো আর তা' নষ্ট হয় না, তোমাতে থাকে। আবার তুমি তা' প্রকাশ কর। তোমার নিত্য প্রবাহশূন্য ভাব থেকে এ'সকল তত্ত্ব ক্রমাগতই আমার প্রবাহময় জীবনে আস্‌ছে। আস্‌ছে, আবার চলে যাচ্ছে। আমি যখন ঘুমিয়ে যাই, 'আমি'-ভাবনা পর্য্যন্ত আমার থাকে না, তখনও আমার জীবন, আমার ব্যক্তিত্ব, তোমাতে অক্ষুণ্ণ ভাবে থাকে। থাকে, আবার জাগ্রৎ জীবনে প্রকাশিত হয়। আমি কখনও তোমাকে ছেড়ে নই, তোমার নিত্য স্বরূপের অঙ্গীভূত হয়ে আমি সর্ব্বদা রয়েছি। জন্ম, মৃত্যু, জীবনের অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহ, এ'সকল তো কিছুই নতুন নয়, সকলই তোমার প্রবাহাতীত নিত্য স্বরূপের অঙ্গীভূত। আমি যখন এই রূপে আমাকে তোমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত বলে দেখি, তখন আমার কোন দুঃখ থাকে না, কোন ভয় থাকে না। কিন্তু এই দিব্য দৃষ্টি আমার বেশি ক্ষণ থাকে না। আমি ক্রমাগতই এই দৃষ্টি হারিয়ে সাংসারিক ধারণায় গিয়ে পড়্‌ছি। আর

কত দিন এই ভাবে যাবে? আমাকে তোমার সত্য লোকে, ধ্রুব লোকে, নিয়ে যাও। জীবনের সাধ পূর্ণ কর। তুমিছাড়া আমি, আর আমিছাড়া তুমি, এই ভ্রম আমার মন থেকে একেবারে দূর করে দেও। আমি তোমাতে নিত্য বাস করি, জীবনে তোমার দিব্য অভিপ্রায় দেখি; নিত্য লীলা দেখি। ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে তোমাকে সহজে দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। কিন্তু ছোট বড় ভেদই বা কেন করি? তুমি যাতে আছ, তুমি যা কচ্ছ', তা' ছোটই বা ভাব্‌ছি কেন? তোমার আবির্ভাবে তো সবই বড়, সবই মহিমান্বিত হোচ্ছে। আর আমার জীবনে বড় ঘটনাই বা কম কল্লে কি? কি সব কাজ করাচ্ছ ভাব্‌লে অবাক্ হয়ে যাই। এ'সব কাজের উপর এখনই কত লোকের জীবন-মরণ, সুখ-দুঃখ, নির্ভর কচ্ছে! পরে আরো কত লোক এ'সকল কাজের প্রভাবের ভিতর আস্‌বে। আমাকে আর সংসারে ফেলে রাখ্‌লে হবে না। আমাকে সত্য লোকের, ধ্রুব লোকের বাসিন্দা কত্তে হবে। আমার চিন্তা, ভাব, কথা, কার্য্য, সব তোমাদিয়ে ঢাক্‌তে হবে, তোমাময় কত্তে হবে।

৭।৮।১৯

বিংশ বিন্দু—ভেদাভেদতত্ত্ব

আবার এলাম তোমার কাছে সমস্যা নিয়ে। লোকে আমাকে বলে, "তুমি যদি ঈশ্বরের সঙ্গে একই হোলে, তবে তিনি তোমাকে ভালবাসেন আর তুমি তাঁর উপাসনা কর এ'র মানে কি? এক বস্তুতে ভালবাসা, উপাসনা, কেমন করে হয়? লোককে আমি বুঝাই যে অভেদের মধ্যে ভেদ আছে, ভেদের মধ্যেও অভেদ আছে, তাতেই ভালবাসা, উপাসনা, এ'সব সম্ভব হয়। লোককে বলি আর আমার মনকেও বুঝাই। মন বুঝে অথচ বুঝে না। দিন কয়েক বুঝে, আবার না বুঝে উতালা হয়। এই উতালা ভাব নিয়ে আজ তোমার কাছে এলাম। আমায় আজ একটু ভাল করে বুঝাতে হবে আমি তোমার সঙ্গে এক হয়েও কেমন করে ভিন্ন আর কেমন করেই বা তুমি আমাকে ভালবাস। যখন আমি এই তত্ত্ব বুঝ্‌তে পারিনে তখন আমার মনে হয় একত্ব ভাবনাটা না থাক্‌লেই তো ভাল ছিল, তোমায় ভিন্ন বস্তু বলে ভালবাস্‌তুম্‌, তোমার ভালবাসা নিঃসন্দেহে ভোগ কত্তুম্‌। কিন্তু তোমার কাছে এলেই দেখি সে'ভাব চলে যায়। তোমাকে তো ভিন্ন ভাব্‌তে পারিনে। এই যে তুমি আমার প্রাণরূপে, আত্মারূপে, প্রকাশ পাচ্ছ। জাগ্রদবস্থায় অনেক সময় অহংকারে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেকে

তোমা থেকে ভিন্ন মনে করি। তুমি নিদ্রা এনে, আমার অহংকার, আমার 'আমি, আমি.' ঘুচিয়ে দেও। আমার অহংকার, আমার আমিত্ব, তোমায় ডুবে যায়, হারিয়ে যায়। আমি যে তোমা থেকে স্বতন্ত্র কিছু নই তা' স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারি। আমি স্বাধীন স্বতন্ত্র হোলে আর তুমি আমাকে এমন করে আত্মহারা কত্তে পাত্তে না। না, না, আমি তোমাছাড়া কিছু নই। তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার আত্মা, আমি তোমাতে, তুমি আমাতে ; আমি তোমা থেকে অভিন্ন। আর এই জগৎ, এই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ, এ'সব তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়েই, তোমার ঐশ্বর্য্যরূপেই, আমার কাছে, আমার বিষয়রূপে, প্রকাশিত হয়। আমি তোমার সঙ্গে এক না হোলে তোমাকে দেখ্‌তাম না। তবে তোমা থেকে আমি ভিন্ন কোথায়? ভিন্নত্বটা আমাকে ভাল করে দেখাও। আমি তোমার সঙ্গে এক হয়েও তো দেখছি আমি তোমার সব জানিনে। তোমার ঐশ্বর্য্য তুমি আমাকে একটু একটু করে জানাচ্ছ। এক স্থানে, এক বারে, তোমার ঐশ্বর্য্য কত অল্প জান্‌ছি! আমার জীবন প্রবাহময়। তুমি তোমার অনন্ত রূপ, অনন্ত ঐশ্বর্য্য, আমার নিকট ক্রমাগত প্রকাশিত কচ্ছ, ক্রমাগত আমাথেকে তিরোহিত কচ্ছ। কেবল তাই নয়। আমাকে তুমি বিশেষ সময়ে জন্ম দিয়ে আস্তে আস্তে ফুটিয়ে তুল্‌ছ। জ্ঞান, প্রেম, বল, ক্রমশঃ আমার মধ্যে সঞ্চারিত কচ্ছ। যেমন আমার মধ্যে,

তেমনি আরো অসংখ্য জীবাত্মার মধ্যে। তারা তো আমি নয়। আমি তো তারা নই। এই তো স্পষ্ট ভাবে ভেদের ভূমি দেখাচ্ছ। আমার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, আমার জ্ঞান-অজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, সমুদায় প্রবাহের মধ্যেও তোমার ভিতরে আমার সসীমত্ব ও ব্যক্তিত্ব অব্যাহত রাখ্‌ছ। তোমার সৃষ্টি তবে ঠিক, এ' আমার কাল্পনিক ব্যাপার নয়। আমার ব্যক্তিত্ব তুমি কালে সৃষ্টি কচ্ছ, এ'র আরম্ভ আছে, উন্নতি আছে। যা খুঁজ্‌ছিলাম, এত ক্ষণে তা' যেন দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমাছাড়া যে 'আমি'কে খুঁজি, তা' কখনও পাব না। আমাছাড়া যে 'তুমি'কে খুঁজি, তা'ও পাও না। তোমার ভিতর আমাকে পেলাম, আমার ভিতর তোমাকে পেলাম। তুমি অনাদি, অনন্ত, এক, অখণ্ড। আমি তোমারই ভিতর জন্মেছি, বাড়্‌ছি। আমার সীমা আছে। আমার ন্যায় অসংখ্য সন্তান তোমার আছে। আমি তোমার জ্ঞানে, তোমার প্রেমে, তোমার শক্তিতে গড়া। তুমি আমার জীবনের উপাদান, অথচ আমি ছোট, তুমি বড়। আমি তোমার ক্ষুদ্র তরঙ্গ, তুমি অনন্ত সিন্ধু। আমি তোমার শিক্ষায় কৃতার্থ হোলাম। আমার সমস্যা পূর্‌ল। কিন্তু দেখ্‌ছি তোমার যোগ-রাজ্যের ভাষা সংসারের ভাষা থেকে ভিন্ন। তোমার সান্নিধ্য ছেড়ে যখন আমি সংসারে যাই, তখন এই ভাষা আমি লোককে তো বুঝাতে পারিই না, আমার মনও তা' বুঝে না। লোকে বলে, আর আমার মনও

বলে, যে এ'ভাষা আপাত-বিরোধযুক্ত। তা' হোক্। লোকে ভাষা তৈরি করেছে এই জায়গায় আস্‌বার আগে। এই জায়গার ভাষা এখনও হয়নি। ভাষার দরকার নেই। তুমি আমাকে প্রত্যক্ষ ভাবে তোমার সঙ্গে আমার অভেদ ও ভেদ দেখালে। আমি তা' দেখেই সন্তুষ্ট, ভাষায় যদি বল্‌তে না পারি, বুঝাতে না পারি, তাতে দুঃখু নেই।

১৩।৮।১৯

একবিংশ বিন্দু—দেখি অথচ বুঝি না

তোমার ভিতর আমাকে, আমার ভিতর তোমাকে, দেখে আমি কৃতার্থ হচ্ছি। তুমি আর আমার অনুমানের বিষয় নও, অন্ধ বিশ্বাসের বিষয় নও, তোমায় প্রাণরূপে, আত্মারূপে, বিশ্বরূপে, দেখে আমি সন্দেহমুক্ত হয়েছি। কিন্তু আমি যে তোমাকে বুঝেছি মনে করি, তা' দেখ্‌ছি ভুল। তুমি আমায় দেখা দিয়ে আমার সন্দেহ দূর করেছ, আমার সাধ্যি নেই যে তোমাকে সন্দেহ করি। তুমি একেবারে দৃষ্টির সমস্ত বেড় ঘিরে রয়েছ। যত দূর দৃষ্টি যায়, চিন্তা যায়, তত দূর তুমি। যেখানে না যায় সেখানেও তুমি। তুমি একমাত্র, অনন্ত, অখণ্ড বস্তু। তুমি ছাড়া আর কিছু থাক্‌লে বরঞ্চ তোমাকে সন্দেহ কত্তে পাত্তাম; তুমি একেবারে সর্ব্বরূপে প্রকাশ পেয়েছ। আমি যে তোমার সঙ্গে এক অথচ ভিন্ন হয়ে তোমাতে রয়েছি, তাও স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি, তাতেও সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি কেমন করে এক অখণ্ড হয়েও আমায় তোমা থেকে ভিন্ন করে সৃষ্টি কল্‌লে, আর ভিন্ন করে লালন-পালন কচ্ছ, তা' দেখেও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। আমি তোমাতে থেকেও যে তোমার সব জানিনে, তা' তো স্পষ্টই দেখ্‌ছি। যা' একবার,—একবার কেন, সহস্রবার,—জানিয়েছ, তা'ও যে আমার

কাছ থেকে লুকিয়ে যায়, আবার আমার কাছে আসে, তা' তো প্রতিমুহূর্ত্তেই দেখ্‌ছি। এই দেখা না দেখায়, এই লুকচুরিতেই, তো আমার জীবন। আমার আর সন্দেহ নেই যে তোমার মধ্যে তুট থাক্ আছে,—অসীম আর সসীম, মাতা আর পুত্র। তুয়ে এক, অথচ ভিন্ন। আমি দেখ্‌ছি, অথচ বুঝ্‌ছি না। তুমি যা' কচ্ছ,—অসীম হয়ে, অসীম থেকেই, নিজের ভিতরে সসীমকে সৃষ্টি করা, পালন করা,—এ' তো কোন জীব পারে না। তাই কি এ' বুঝি না? নিজের ভিতরে যা নেই তা' বুঝ্‌ব কি করে? বুঝিনে অথচ দেখ্‌ছি, তুমি চোখ ধরে দেখাচ্ছ। ভালই হোল। বোঝাটাকে অনেক সময় বড় বেশি বাড়াই, আর বোঝাটাতে অনেক সময় বোধ হয় অহংকারও আসে, যদিও অহংকারে বারবারই আঘাত কচ্ছ। ভালই হোল, ধর্ম্মে যে রহস্য থাক্‌বে, সবই আলোক হয়ে যাবে না, এ'টা তুমি স্পষ্ট দেখাচ্ছ। কি অদ্ভুত রহস্য,—তুমি মা, আমি ছেলে, অথচ তোমার সঙ্গে আমি এক, এক অথচ ভিন্ন! এক অথচ অত ভিন্ন যে তুমি আমার জন্য নিত্য ব্যস্ত। এই ব্যস্ততাটা তো আর কেউ আমাকে কাল্পনিক বলে বুঝাতে পার্‌বে না। কেন যে তুমি ব্যস্ত তা'ও আমি বুঝি না, কেবল দেখি যে তুমি ব্যস্ত। এই ব্যস্ততাই তোমার মহিমা, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার মাধুর্য্য। তুমি যদি একাকী হোতে, এই ছেলে না গড়তে, এই ছেলের জন্যে শয়নে স্বপনে জাগরণে

ব্যস্ত না হতে, এই বিচিত্র জগৎ তার ভোগের জন্যে বিস্তার না কত্তে, তবে কোথায় থাক্‌ত তোমার মহিমা, তোমার সৌন্দর্য্য, তোমার মাধুর্য্য ? যে একাকী থাকে, কারো জন্যে ভাবে না, কারো জন্যে ব্যস্ত হয় না, তার জীবনের কি মূল্য ? কি অদ্ভুত তত্ত্ব দেখাচ্ছ, কি অদ্ভুত কথা শুনাচ্ছ ! আমি এই তত্ত্ব দেখে, এই কথা শুনে, কেমন করে শুষ্ক, উদাসী, প্রেমহীন জীবন কাটাই ! তোমার ব্যস্ততার এক কণা আমাকে দেও। আমার ব্যস্ততা তোমার ব্যস্ততার পরিচয় দিক্।

১২।৮।১৯

দ্বাবিংশ বিন্দু—জাগিয়েছ তো আরও জাগাও

আমি যে তোমাতে রয়েছি, তুমি যে আমাতে রয়েছ, এ'তে আর আমার সংশয় নেই। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে, আমি তোমার, তুমি আমার, ছাড়াছাড়ি হবার নয়। ছাড়াছাড়ি হওয়া অসম্ভব, এ'তো দিব্য চক্ষুতে দেখ্‌ছি। আমি তোমায় ভুলি, ক্রমাগতই ভুলি, কিন্তু এই ভোলাতে তোমার আমার মেশামেশি, তোমার আমার অভিন্নত্ব, ঘুচে না। আমি তোমায় ভুলেও তোমাতেই থাকি, তোমার দৃষ্টির ভিতরেই থাকি। আমার ভালবাসা ক্ষণিক,—এই আছে এই নেই। আমি যখন তোমায় মনে করি, তোমায় দেখি, তখনও ভাল করে ভালবাস্‌তে পারিনে। আর তোমায় নিয়ে যে সারাদিন কাটান, তা' তো হয়ই না। কিন্তু তোমার ভালবাসা তো আর এমন ক্ষণিক নয়, এমন তরল নয়। এই যে তোমার দৃষ্টি আমার উপর, এ'তে আমি প্রেম দেখ্‌ছি। এই যে তোমার ব্যস্ততা আমার জন্যে, এ'তে আমি প্রেম দেখ্‌ছি। এই তোমার প্রেম একেবারে আমার প্রাণের ভিতর। আমার প্রাণ যেমন সত্য, তুমি আমার প্রাণ ইহা যেমন সত্য, তুমি আমায় ভালবাস ইহাও তেমনি সত্য। এই তোমার ভালবাসা, এই তোমার আমার প্রতি আপনা

ভাব, আমার ভালবাসার জন্যে, সুখের জন্যে, সুখের চেয়ে আরো ভাল জিনিসের জন্যে, তোমার ব্যস্ততা। সেই ভাল জিনিস তুমি নিজে। তোমায় আমি জানি, তোমায় আমি চিনি, তোমায় আমি আপন মনে করি, তোমায় আমি ডুবে থাকি, মজে থাকি,—এ'ই আমার সব চেয়ে ভাল জিনিস। এই জিনিষ আমি সকল সময় চাইনে, অনেক সময়ই কেবল বাইরের দেখাশোনা, কথাবার্ত্তা, এ'সকল সুখ নিয়ে থাকি। সে আমার খেলা। তুমি আমাকে অনেক খেলা কত্তে দেও। কিন্তু খেলার ভিতরেই মনে করে দেও যে এ' খেলা, খেলা ছেড়ে তোমার কাছে যেতে হবে, তোমায় দেখ্‌তে হবে, তোমায় আপন ভাব্‌তে হবে, তোমাতে তন্ময় হোতে হবে। অনাদি ঘুম থেকে জাগিয়েছ এই দেখার জন্যে, এই মঙ্গল সম্ভোগ করবার জন্যে। এ'র চেয়ে মঙ্গল আর নেই। এই মঙ্গল দিবার জন্যেই তুমি ব্যস্ত। ব্যস্ততাটা বুঝি না অতিরিক্ত খেলায় মত্ততার জন্যে। কিন্তু খেলা ভাঙলে বুঝি। বুঝি সে খেলার মধ্যেও ব্যস্তই ছিলে। আমার জীবনের লক্ষ্য আমি ভুলি, কিন্তু তুমি ভুল না। আমার সাধন ক্ষণিক, তোমার সাধন অনন্ত। এই যে দিব্য জ্ঞান জাগিয়েছ, এ'জাগরণ বুঝি আর যাবে না? নিদ্রাটা অনাদি বলেই বোধ হয়। কখনও যে পূর্ব্বকার কোন জন্মে তোমাকে চিনেছিলাম, তা' তো মনে হয় না। জানিনে কোন দিন হয়ত মনে

হবে। কিন্তু আর যে একেবারে ঘুম পাড়াবে, তা' তো বোধ হয় না। এই জাগরণের জন্যেই এই সমস্ত আয়োজন। এই জাগরণে, এই চেনায়, এই ভালবাসায়ই, তোমার সৃষ্টির সার্থকতা। তোমার ভালবাসা তো আছেই। যখন একেবারে ঘুমিয়েছিলাম, তখনও তোমার ভালবাসা ছিল। তখনও জান্‌তে এক দিন এই ভাবে জাগাবে, ভালবাসাবে। আমার ভালবাসা বাড়ানতে, আমার ভালবাসা স্থায়ী করাতেই, তোমার সৃষ্টির সার্থকতা। তবে ঘুম কমে যাক্, খেলা কমে যাক্, ভোলা কমে যাক্, শৈশব গিয়ে বাল্য আসুক্, বাল্য গিয়ে যৌবন আসুক্। জ্ঞানে জাগাও, প্রেমে জাগাও, চেষ্টায় জাগাও, তোমার নিজ চিরজাগ্রৎ ভাবে জাগ্রত কর।

২।১০।১৯

ত্রয়োবিংশ বিন্দু—প্রেমধাম

আমি তোমার অবোধ শিশু, তোমার প্রেমধামের উঠনে পড়ে ধুলখেলা খেল্‌ছি। এক একবার তোমার ধামের দরজায় গিয়ে দাঁড়াই। দেখি তোমার বড় ছেলেরা তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছেন। তোমার সৌন্দর্য্য দেখ্‌ছেন, তোমার মাধুর্য্য আস্বাদন কচ্ছেন। তোমার প্রেমতরঙ্গ তাঁদের হৃদয়ে এসে লাগ্‌ছে, তাঁদের প্রেমতরঙ্গ তোমার পায়ে গিয়ে ঠেক্‌ছে। তাঁদেব দৃষ্টি তোমাতে নিবদ্ধ, তাঁদের হাত তোমার পাদ স্পর্শ করে আছে, তাঁদের মাথা তোমার বুকের উপর রয়েছে, তাঁদের বাহু তোমাতে জড়ান রয়েছে। তাঁদের প্রেমসঙ্গীত নিয়ত উচ্ছ্বসিত হোচ্চে, তার আর বিরাম নেই। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার এই দৃশ্য আমার চোখের আড়াল হয়ে যায়, আমি তোমার উঠনে এসে ধুল খেলায় ব্যস্ত হই। আমার প্রেম ক্ষণিক, চঞ্চল, তরল ; তোমাব বড় ছেলেদের প্রেম স্থায়ী, স্থির, গম্ভীর। যাহোক্, এক দিন তোমার প্রেমধামে আমাকে নিয়ে গিয়ে তোমার ঐ ছেলেদের কাছে বসিয়ে দিবে, এই আশা আমার আছে। এই আসায়ই আমি তোমায় ডাক্‌ছি, এই আশায়ই এক এক বার তোমার ধামের দরজায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছি। তোমার বড় ছেলেদের যা অধিকার, তা' তো তুমি আমার জন্যেও

রেখেছ। এই তো আমি তোমার হয়েই আছি। তোমার প্রেমদৃষ্টি আমার উপর রয়েছে, তোমার প্রেমবাহুতে আমি বেষ্টিত, তোমার বুকে আমার মাথা, তোমার পায় আমার হাত। আর বাকি কি রৈল? এই তো আমি তোমার ঘরে এসেই বোস্‌লাম। তোমার বড় ছেলেদের সঙ্গে আমার তফাৎ কি রৈল? তফাৎ এই রৈল যে তাঁরা তোমার সঙ্গে নিত্য যোগে যুক্ত হয়ে আছেন, তাঁদের যোগ আর ভাঙে না, ভাঙ্‌লেও বুঝি মুহূর্ত্তের জন্যে ভাঙে, আবার জোড়া লেগে যায়। আর আমার এই যোগ ক্ষণেকের জন্যে। আমি একটু পরেই তোমাকে ভুল্‌ব, তোমাকে ছাড়্‌ব, তোমার প্রেম আর অনুভব কত্তে পার্‌ব না। তোমার পা থেকে আমার হাত সরে যাবে, তোমার বুক থেকে আমার মাথা সরে যাবে, আমি একেবারে সংসারী হয়ে যাব। আমি চাই যে এ'টা আর না হয়, আমাকে এই ধামে চির দিনের মত রেখে দাও। শত শত হাজার হাজার বছর আগে যাঁদের এই স্থূল জগৎ থেকে নিয়ে গিয়েছ, তাঁদের প্রেম অত দিনে কত বেড়েছে! এখানেই তাঁদের প্রেমে লোক মুগ্ধ হয়েছিল, তোমার কৃপায় অত দিনের সাধনে তাঁদের প্রেম কি অপূর্ব্ব আকার ধারণ করেছে! এখানে যে ভক্তমিলন দেখি, তাই কি সুন্দর! সেখানকার মিলন না জানি কত অদ্ভুত, কত মনোমুগ্ধকর! এই মিলন সংঘঠন করাই তো তোমার

উদ্দেশ্য। আমাকে ভাল করে দেখাও তোমার প্রেমধাম। তুমি আর তোমার ধাম একই। তুমি একাকী নও, তুমি নিয়ত ভক্তবেষ্টিত। এক বিন্দু প্রেমও বিনষ্ট হয় না, ক্রমশঃ বাড়ে, বেড়ে প্রেমধামের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে,— তুমি এই সত্য আমাকে শিখাও, বিশ্বাস করাও, এই সত্যে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর।

১৬।১১।১৯

চতুর্ব্বিংশ বিন্দু—প্রত্যেক আত্মার মূল্য অনন্ত

এ' কি অপূর্ব্ব অনুভব! একেবারে অপূর্ব্ব নয়, আরো কত বার এ' জানিয়েছ, কিন্তু ধরে রাখতে পারিনে। আজ যেন একটু বিশেষ ভাবে জানিয়েছ। আমাকে ছেড়ে তোমায় ভাবতে যাই। ভাবতে যাই আমাকে ছেড়েও তুমি থাক্‌তে পার। আমি যেন তোমার পক্ষে অপরিহার্য্য নই। তুমি বল্‌ছ এ' ভুল। আমায় ছেড়ে তোমার ভালবাসা হোতে পারে না। আরো বল্‌ছ তোমার কাছে আমার মূল্য অনন্ত। এ'কথাও আগে শুনেছি। কিন্তু আমি এরকম কোন কথাই ধরে রাখতে পারিনে। আমার মনে হয় তোমার কত সন্তান আছে, আমাকে না হোলেও তোমার চলে। এই ভাবতে গিয়ে তোমাকে মানুষের মত করে ফেলি। মানুষ এক সন্তান হারিয়ে অন্য সন্তান নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে। মানুষ সন্তানে সন্তানে তারতম্য করে। তুমি বল্‌ছ তোমাতে এই তারতম্য নেই। প্রত্যেক সন্তান তোমার কাছে সমান। প্রত্যেকের মূল্য অনন্ত, প্রত্যেকটিকে তুমি এমন করে ভালবাস যেন সেটীছাড়া তোমার আর সন্তান নেই। তোমার কাছে আমার মূল্য অনন্ত, আমাকে না হোলে তোমার চলে না। তোমার সৃষ্টির সমস্ত

উদ্দেশ্য আমাতে কেন্দ্রীভূত। আমার না থাকা আর সৃষ্টি না থাকা একই। এ' কি অনুভব! আমি ভাল করে এটা অনুভব করি। এ'যে একেবারে সকল সমস্যার পূরণ। এ'যে প্রেমসাধনের অচল ভিত্তি। এ'যে প্রেম-স্রোতের উৎস। আমাকে এই অনুভব উজ্জ্বলরূপে দাও। আমার চক্ষু ভাল করে ফুটাও। এই সংসারের ধুল এসে আমার চোখে পড়্‌ছে, তা' বারণ কর। আমি এই বোস্‌লাম। আমি তোমার প্রেমমুখ পানে তাকিয়ে থাক্‌ব, চোখ্‌ ফিরাব না। আমাকে আর অন্ধকারে ফেলে রাখ্‌লে চল্‌বে না। আমাকে আলোকরাজ্যে নিয়ে যাও। আমাকে দীন দরিদ্র সেবক করে তোমার ঘরের এক কোণে রাখ, কিন্তু ঘর থেকে তাড়িও না, অন্ধকারে পড়্‌তে দিও না।

১১।৩।২০

পঞ্চবিংশতি বিন্দু—মহামন্ত্র

তুমি, আমি, জগৎ, এই তিনকে আমি এখনও এক ভাব্‌তে শিখিনি। কত বার এক ভাব্‌তে শিখালে, তবু শিখ্‌লাম না। শিখ্‌লাম না বলেই তোমাকে হারাই, নিজেকেও হারাই। কি এক মন্ত্র নিয়ে আস যা শোনা-মাত্রই তোমাতে আমায় দেখি, আমাতে জগৎ দেখি, জগতে আমায় দেখি, তোমাতে জগৎ দেখি, জগতে তোমায় দেখি। সব ভেদের মধ্যে অপূর্ব্ব অভেদ দেখিয়ে দেও। এই মন্ত্র কিন্তু ধরে রাখ্‌তে পারিনে। মন্ত্র আমার সাধন হয়নি। এই তো মন্ত্র এখন শুন্‌ছি,—আর তো কিছুই আলাদা কত্তে পাচ্ছিনে। তুমিছাড়া আমি নই, আমিছাড়া তুমি নও, তোমাছাড়া জগৎ নয়, জগৎছাড়া তুমি নও, আমি-ছাড়া জগৎ নয়, জগৎছাড়া আমি নই। কি অপূর্ব্ব বন্ধন! আমিছাড়া তুমি নও,—কি আশ্চর্য্য কথা! তোমাতে আমার নিত্য স্থান রয়েছে, আমি একেবারে তোমার স্বরূপের অন্তর্গত, আমি না হোলে তুমি অপূর্ণ হোতে, তোমার পূর্ণতা আমার অপেক্ষা রাখে। কি অদ্ভুত কথা! আমি ভাবি আমি তোমার আকস্মিক কার্য্য, ছিলাম না, হয়েছি, আবার না থাকতেও পারি। আমার আসা যাওয়াতে যেন তোমার কিছুই আসে যায় না। আমাকে ছেড়েও যেন

তুমি পূর্ণ, অনন্ত। তুমি বল্‌ছ এ’ আমার ভুল, আমি তোমাকে চিনি না বলেই এ’রকম ভাব্‌ছি,—তোমার ভিতর আকস্মিক, অবান্তর, অদরকারি, কিছুই নেই, তোমাতে যা’ কিছু আছে সবই তোমার নিত্য, পূর্ণ, অনন্ত স্বরূপের অঙ্গীভূত। আর, আমি তো যেমন-তেমন বস্তু নই, যদি যেমন-তেমন বস্তু তোমাতে কিছু থাকেই। আমি একেবারে তোমার স্বরূপের প্রকাশ, তুমি আমাতে স্বয়ং প্রকাশিত। আমি তো এখন আমাকে কিছুতেই তোমাথেকে স্বতন্ত্র কত্তে পাচ্ছিনে। আর এই গম্ভীর মুহূর্ত্তে,—এই স্বরূপাভি-ব্যক্তির সময়ে,—যখন দেখ্‌ছি আমি তোমাথেকে স্বতন্ত্র নই, তখন এই তত্ত্ব নিশ্চিত। অন্য মুহূর্ত্তগুলি তো কল্পনায় দূষিত, অবিদ্যায় আচ্ছন্ন। আমি তোমার,—তোমার ভালবাসার বস্তু। আমার সৃষ্টিতে, লালন-পালনে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, তোমার গভীরতম অভিপ্রায়, তোমার জগৎসৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম উদ্দেশ্য, প্রকাশ পাচ্ছে। এই যে তোমার সঙ্গে আমার মিলন, তোমাকে আমার চেনা, তোমাতে আমার আকৃষ্ট হওয়া, এ’ অপেক্ষা তোমার ব্যস্ততার উচ্চতর উদ্দেশ্য আর কিছু তো বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তোমার সমুদায় সৃষ্টির গতি, পরিণতি, এই মিলন ব্যাপারে। কি নির্ব্বোধ তবে আমি, যে আমি তোমাকে আমাছাড়া ভাবি! দেখ্‌ছি আমি তোমার জ্ঞানে রয়েছি অনন্ত কাল, আর থাক্‌বও অনন্ত কাল। তোমার সঙ্গে আমার এই মিলন ঘটাবার জন্যে

তোমার সমুদায় জগৎ এত দিন কাজ করেছে, আর চিরদিনই কাজ করবে। আমি তোমার স্বরূপবৈভব কতটুকু দেখেছি? তোমার স্বরূপমাধুরী কতটুকু আস্বাদন করেছি? আরো কত দেখাবে, কত আস্বাদন করাবে! অনন্ত বৈভব, অনন্ত মাধুরী তো ফুরাবে না। এই যে দেখাচ্ছ। এই দৃষ্টি যত ক্ষণ থাকে তত ক্ষণ আমি আর আমাকে তোমাছাড়া, আর তোমাকে আমাছাড়া, ভাবতে পারিনে। দেখি তুমি আমাতে, আমি তোমাতে,—অপূর্ব্ব ভেদাভেদ, অপূর্ব্ব মিলন, অপূর্ব্ব তোমার স্বরূপবৈভব, অপূর্ব্ব তোমার স্বরূপমাধুরী! কিন্তু এই দৃষ্টি তো আমি ক্রমাগতই হারিয়ে ফেলি। এই যে মন্ত্র শুনাচ্ছ, তা' ক্রমাগতই ভুলে যাই। আমাকে এই মহামন্ত্রে সিদ্ধ কর, সিদ্ধ কর, সিদ্ধ কর।

২৮।৮।২০

ষড়বিংশতি বিন্দু—ক্ষণিক ও স্থায়ী প্রকাশ

তোমার সঙ্গে আমার এ' কি নিগূঢ় সম্বন্ধ! তুমি সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বময়, অনন্ত জ্ঞান। তোমার এক কণা জ্ঞানে আমার জীবন। তুমি আমার আত্মা, আমার জীবন তোমার প্রবাহমাত্র। তোমার সঙ্গে আমি এক, অথচ তুমি অনন্ত, আমি ক্ষুদ্র। তুমি জ্ঞেয়, আমি জ্ঞাতা। তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা। তুমি পালয়িতা, আমি পালিত। তুমি জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, আনন্দ দিয়ে আমাকে অনুক্ষণ পালন কচ্ছ। আমি তোমাতে, তুমি আমাতে। তুমি মা, আমি ছেলে,—তোমার সঙ্গে এক অথচ ভিন্ন। মা-ছেলের ভেদাভেদের এ' কি রহস্য! রহস্যই বটে। আমি এ' বুঝিনে, অথচ স্বীকার না করে থাক্‌তে পারিনে। অত গভীররূপে, নিগূঢ়রূপে, তোমার হয়েও আমি প্রেমে তোমার হোলাম না, তোমার প্রেম ধত্তে পাল্লাম না, তোমার প্রেমে মজ্‌তে পাল্লাম না। তোমার প্রেম তো এই প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। তুমি অপ্রেমিক হোলে একাকী থাক্‌তে, তোমাতে আমার জন্ম সম্ভব হোত না। এই যে আমাকে নিত্য সৃষ্টি কচ্ছ, এই তো তোমার প্রেমের সাক্ষাৎ প্রকাশ। কিন্তু আমি কি ভয়ে রয়েছি দেখ। তোমাকে কত বার পেলাম, কত বার হারালাম। আমাকে অভয়

দাও। তোমার প্রেমধামে আমাকে একটু স্থান দাও। তোমাতে অনুক্ষণ বাস কচ্ছি, চিরদিন বাস করব। তোমার অমরত্বে আমি অমর, তা'তো প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। কিন্তু আমি তোমার ঘুমন্ত শিশু হয়ে থাক্‌তে চাইনে। আমি প্রাকৃত নিদ্রা, মোহের নিদ্রা, দুইই ছেড়ে সর্ব্বদা তোমার জ্ঞানে, তোমার প্রেমে, জাগ্রত থাক্‌তে চাই। তোমার নিত্য কল্যাণকার্য্যে তোমার হাতের যন্ত্র হোতে চাই। এই যে বিদ্যুতের মত আমার কাছে মুহূর্ত্তের জন্যে প্রকাশিত হও, তাতে আর চল্‌বে না। আমি বহু দিন এই ক্ষণিক প্রকাশে সন্তুষ্ট হয়ে ঠকেছি। আমাকে এমন দেখা দাও যাতে আমি আর তোমায় না ভুলি, না ছাড়ি। দেখা আর ভালবাসা, জ্ঞান আর ভক্তি, তো দেখ্‌ছি এক। তোমাকে দেখে তো ভাল না বেসে থাক্‌তে পারিনে। তবে দেখা দেও, দেখা দেও, দেখা দেও। তোমার প্রাণরূপী, আত্মারূপী, আশ্রয়রূপী, পিতৃরূপী, মাতৃরূপী প্রকাশ আমার জীবনে স্থায়ী কর।

৭।১২।২০

সপ্তবিংশতি বিন্দু—শান্তি সুখের উৎস

এই তুমি, তুমি আত্মা, তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি জীবন, তুমি বিশ্ব। তুমি দ্রষ্টা, তুমি দৃষ্ট। তুমি শ্রোতা, তুমি শ্রুত। তুমি স্প্রষ্টা, তুমি স্পৃষ্ট। তুমি আঘ্রাতা, তুমি আঘ্রাত। তুমি আস্বাদয়িতা, তুমি আস্বাদিত। তুমি মন্তা, তুমি মত। তুমি বোদ্ধা, তুমি বুদ্ধ। তুমি স্মর্ত্তা, তুমি স্মৃত। সমুদায় দেশ, সমুদায় কাল, অন্তর্ভূত করে, এক, অখণ্ড অনন্তরূপে তুমি বিরাজ কচ্ছ। কিন্তু এই এক, অখণ্ড, অনন্তের ভিতরে কি অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয় রূপে আমি ক্ষুদ্র, সান্ত, তোমার সঙ্গে অভিন্ন অথচ ভিন্নরূপে বর্ত্তমান রয়েছি! তোমার এক, অখণ্ড আত্মজ্ঞান আমার আত্মজ্ঞানরূপে প্রকাশিত রয়েছে। তোমার বিচিত্র বিশ্বরূপ খণ্ডরূপে আমার নিকট প্রকাশিত কচ্ছ, আবার লুকিয়ে ফেল্‌ছ। তোমার অনন্ত স্বরূপকে বেড় দিয়ে কেমন করে সন্তান সৃষ্টি কচ্ছ, তা' কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, অথচ দেখ্‌ছি এ'ই তোমার নিত্য ক্রিয়া। আমাকে আর আমার মত অসংখ্য মানবাত্মাকে নিয়ে তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যস্ত রয়েছ। সান্ত তোমার অনন্ত স্বরূপের অন্তর্গত। অপূর্ণকে নিয়েই তুমি পূর্ণ। এই তোমার প্রেম, অনাদি, অনন্ত, নিত্যব্যস্ত, অবিশ্রান্ত। এই প্রেম দেখে আমি আর অপ্রেমিক, উদাসী,

থাক্‌তে পাচ্ছিনে। আমার ইচ্ছে হোচ্ছে আমার হৃদয় তোমার অনন্ত হৃদয়ের সঙ্গে মিশে যাক্, আমি তোমার নিত্য প্রবাহিত প্রেম-স্রোতে ভেসে যাই। এই স্রোতে ভাস্‌তে পাচ্ছিনে বলেই আমার যত দুঃখ, যত পাপ। তুমি তোমার অসংখ্য সন্তান নিয়ে নিত্য ব্যস্ত, আর এই প্রেমব্যস্ততাতেই তোমার চির-শান্তি, চির-আনন্দ। তুমি সন্তানগত-প্রাণ, তোমার নিজের কোন অভাব নেই, অভাববোধ নেই, সন্তানের হিতচিন্তা ছাড়া তোমার আর কোন চিন্তা নেই। এই নিরবচ্ছিন্ন সন্তান-বাৎসল্যেই তোমার শুদ্ধতা, পূর্ণ পবিত্রতা। আমি অপ্রেমিক, স্বার্থপর, নিজের ক্ষুদ্র চিন্তা, ক্ষুদ্র বাসনা কামনা নিয়েই সর্ব্বদা ব্যস্ত। তাতেই আমি অশান্ত, অসুখী। তাতেই আমি পাপী, অপবিত্র। আমাকে শান্ত সুখী করা, নিষ্পাপ পবিত্র করা, তোমার ইচ্ছা : কিন্তু আমার শত চেষ্টাতেও তোমার ইচ্ছা আমার জীবনে পূর্ণ হোচ্ছে না। আমার সমুদায় চেষ্টার ভিতরে অবিদ্যা, অহংকার রয়েছে, তোমাথেকে স্বতন্ত্রতা-বোধ রয়েছে। আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি এই জন্যেই আমার সকল চেষ্টা নিষ্ফল হোচ্ছে। আমি অকিঞ্চন, অনন্যশরণ হয়ে তোমার কৃপার উপর নির্ভর কত্তে পাচ্ছিনে। আমাকে তোমার উপর একান্ত নির্ভর দাও। আমার চক্ষু তোমাতে স্থির হোক্, আমি অনিমেষ দৃষ্টিতে তোমার অবিশ্রান্ত ব্যস্ত প্রেম দেখি। আমার হৃদয় ঔদাস্য, উপেক্ষা, অপ্রেম, স্বার্থপরতা ছেড়ে

তোমার অনন্ত হৃদয়ের সঙ্গে এক হোক্। আমার সমস্ত মনোবৃত্তি তোমার অবিশ্রান্ত সেবাকার্য্যের সঙ্গে যোগ দিক্। আর বিলম্ব কেন গো? এখানকার জীবনবেলা তো অবসান-প্রায়। জীবন্মুক্তির আস্বাদন দিয়ে, নিত্যধামের আভাস দেখিয়ে, মহাযাত্রার জন্যে প্রস্তুত কর, যেন প্রসন্ন মনে তোমার হাতে হাত দিয়ে লোকান্তরের পথে পা দিতে পারি।

৯।১১।৩৫

অষ্টাবিংশতি বিন্দু—নিজপ্রেমে ব্রহ্মপ্রেম দর্শন

তুমি আমাকে বারবার বল যে আমার আত্মজ্ঞানে যেমন তোমার আত্মজ্ঞান প্রকাশিত, তেমনি আমার নিজ প্রেমে তোমার প্রেম প্রকাশিত। আমাকে এই প্রকাশটা ভাল করে দেখাতে হবে। তুমি বল্‌ছ, আমি যে আমাকে নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত, এতেই তোমার ব্যস্ততার সাক্ষাৎ প্রকাশ। আমার নিজের জন্যে ব্যস্ততা তো আমাকে কখনই ছাড়ে না। শরীর রক্ষার চেষ্টা, ভাবনা-চিন্তা, লেখা-পড়া, তোমার ধ্যান-ধারণা, তোমার কাছে অভিযোগ-প্রার্থনা, এসব কাজেই তো আমি আমার সুখের জন্যে, শান্তির জন্যে, পরম শ্রেয়ের জন্যে, চির-ব্যস্ত। এই ব্যস্ততা কি সত্যি তোমার ব্যস্ততা? আমার জাগরণ থেকে নিদ্রা পর্য্যন্ত সমস্ত দিন রাতই তো এই ব্যস্ততা চলে। এই ব্যস্ততাই কি তোমার প্রেম? তুমি এমন স্পষ্টরূপে আমাকে এই সত্য দেখাচ্ছ যে আমি তা' কোন ক্রমেই অস্বীকার কত্তে পাচ্ছিনে। তা'হোলে আর এমন অস্থির হয়ে তোমার প্রেম খুঁজে বেড়াই কেন? এই দৃষ্টিটা হারিয়ে ফেলি। অবিদ্যা অহংকার এসে এই দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে ফেলে। এখন তো আর সে আচ্ছাদন নেই। মুহূর্ত্তের জন্যে তুমি সে' পর্দ্দাটা তুলে নিয়েছ। দেখ্‌ছি তুমি নিজে আমাকে,—তোমার বুকে নিদ্রিত আমাকে,—

জাগাও, আমার চোখ্ খুলে তোমার বিশ্বরূপ দেখাও। নিজে আমার মুখ ধুয়ে দেও। আমাকে কাপড় পরাও, আমাকে উপাসনায় বসাও। আমাকে দর্শন স্পর্শ দিয়ে আমার প্রাতঃকালীন আহার করাও। আমাকে সঙ্গে নিয়ে উষাভ্রমণে যাও। আমাকে তোমার নানা রূপ দেখিয়ে, নানা কথা শুনিয়ে, প্রতি পাদক্ষেপে আমাকে চালিয়ে, নিরাপদে আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে আন। আমার পড়া-শোনায় আমার সাক্ষাৎ গুরু হয়ে আমাকে জ্ঞান শিক্ষা দাও। কোন্ গুরু অত ভিতরে এসে, অত উজ্জ্বলরূপে, সত্য প্রকাশ কত্তে পারে? অত দৃঢ়রূপে মনের ভিতরে সত্য মুদ্রিত কত্তে পারে? আমার লেখার সময় আমার মনে স্মৃতির স্রোত বইয়ে কত মহামূল্য সত্য এনে উপস্থিত কর! হাতের কলমটাকে নিজ শক্তিতে চালিয়ে সে'সব সত্য লিপিবদ্ধ কর। সভা-সমিতিতে তোমার কথা কহাতে গিয়ে এই ভাবেই মনে স্মৃতির স্রোত বহাও, বাগ্‌যন্ত্রকে চালিত করে সত্য উচ্চারণ করাও, যে সকল হৃদয় মন আমার বাইরে, আমার অনায়ত্ত, সে'সব হৃদয়ে ভাবের উদয় কর, সে'সব মনে সত্য মুদ্রিত কর। আমাকে নিজে স্নান করাও, আহার করাও। সেই শৈশবে, বাল্যে, স্নেহশীলা মা, আত্মীয়া বা ধাত্রী যেমন করে স্নান করাতেন, তার চেয়ে আরো কত ধৈর্য্য, কত বেশি যত্নের সহিত, স্নান আহার করাও। তাঁরা তো গায়ে জল ঢেলে দিতেন মাত্র, মুখে অন্ন তুলে দিতেন মাত্র। তাঁরা তো

শরীর স্নিগ্ধ কত্তে পাত্তেন না। তাঁরা তো অন্নের আস্বাদন দিতে পাত্তেন না, অন্ন পরিপাক কত্তে পাত্তেন না। আমার প্রিয়জন-মিলনে, আমার বন্ধুসমাগমে, আমার হৃদয়ে যে প্রেমের উদয় হয়, যে প্রেমের মিষ্টতা আমাকে তৃপ্ত করে, আমার হৃদয়ের ক্লেশ দূর করে, সে'প্রেমকে আমি কেবল আমার প্রেম মনে করি; তুমি এখন বল্‌ছ সে'প্রেম তোমার, তুমি আমার হৃদয়ে তা' সঞ্চারিত কর, তা' জাগিয়ে রাখ। এ'প্রেম নিয়েই আমি তোমার কাছে যাই। তখন তুমি অদ্ভুত ভাবে তা' বাড়িয়ে দেও, আর আমার হৃদয় তোমার অনন্ত হৃদয়ের সঙ্গে এক হয়ে যায়। তখন তো কেউ আমার শত্রু থাকে না, পর থাকে না, তখন সকলে আমার আপন হয়ে যায়, সকলের সুখে আমার সুখ হয়, সকলের দুঃখে আমার দুঃখ হয়। তখন তোমার এই শিক্ষার সত্যতা আমি উজ্জ্বলরূপে দেখ্‌তে পাই যে যাকে আমি মোহে পড়ে কেবল আমার প্রেম বলি,—যে প্রেম সাক্ষাৎ নিঃসন্দিগ্ধ, অপার, অনন্ত, বিশ্বব্যাপী,—সে'প্রেম তোমার, তুমি অন্তরতর, অন্তরতম; তুমি প্রেমিকতম, তুমি প্রিয়তম।

১০।১১।৩৫

ঊনত্রিংশৎ বিন্দু—অভয় পদ

অভয়ে, আমি তোমার ছেলে হ'য়েও রাত্ দিন কি ভয়ের ভিতর রয়েছি তা' তুমি দেখ্ছ। এই ভয় আমি কিছুতেই ছাড়াতে পাচ্ছিনে, তাতে মনে হয় আমি তোমাকে এখনও ভাল করে মা বলে চিন্‌তে পারিনি। মায়ের প্রেমদৃষ্টির মধ্যে থেকে, মায়ের কোলে বোসে, তাঁর বাহু-বেষ্টনের ভিতরে থেকে, ছেলে তো কখনও ভয় পায় না। আমি তো যখন তখন বলি, "এই তোমার অনিমেষ দৃষ্টি, এই আমি তোমার কোলে রয়েছি, তোমার গাঢ় আলিঙ্গনের ভিতর রয়েছি, এই আলিঙ্গন কখনও শিথিল হয় না।" মুহূর্ত্তের জন্যে আমার এই অনুভূতি হয় বটে, আর যখন হয় তখন আমার কোন ভয়ই থাকে না। কিন্তু এই দিব্য অনুভূতি হারিয়ে আমি আবার ভয়ে পড়ি। আমার ভয় তুমি দেখ্ছ। আমার সর্ব্বদাই ভয় হয় কি জানি আমি কোন অপরিচ্ছন্নতা বা স্বাস্থ্যের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে আমার মৃত্যু ডেকে আনি। মৃত্যু তো তোমার নিয়মে খুব কাছেই এয়েছে; হাজার সতর্কতা দ্বারাও তা' এড়াবার যো নেই। আমার ভয় হয়, কি জানি আমার কোন অপরাধে আমার রোগ বা মৃত্যু আসে। আমার তো সে'জন্যে কোন অপরাধ কর্‌বার ইচ্ছে নেই, আমি তোমার

নিয়ম পালনে যথেষ্ট যত্নবান্। তবুও অসংখ্য ক্ষুদ্র বিষয়ে ব্যস্ত হোতে গিয়ে কেন মনকে অস্থির অশান্ত করি? আর আমার সর্ব্বদাই ভয় হয় কি জানি কারো প্রতি কোন অপরাধ করি, অপরাধ মাথায় নিয়ে এই লোক ছাড়ি। আমার তো কারো প্রতি কোন অবিচার কর্‌বার কিছুমাত্র ইচ্ছে নেই, পরের স্বার্থে আঘাত করে নিজের স্বার্থ সাধন কর্‌বার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি নেই। আমি বার বার তোমাকে হৃদয় দেখাই, সে'খানে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কোন ইচ্ছা দেখ্‌তে পাই না। তবে আর সর্ব্বক্ষণ এই ভয় কেন যে আমি বুঝি অপরাধী? এই ভয় আমাকে তোমার গভীর ধ্যান-ধারণা থেকে, তোমার সঙ্গে প্রাণভরা প্রেমের সম্বন্ধ থেকে, দূরে রাখ্‌ছে। কাজের ভাল মন্দ সম্বন্ধে বুঝি ভুল কল্লাম, এই ভয়েও মন অস্থির হয়; অতি সহজ বিষয় বারবার চিন্তা করে ক্লান্ত অবসন্ন হই। এ'সকল ভয় আমি শত চেষ্টাতেও তাড়াতে পাচ্ছিনে। বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে আমি প্রেমশূন্য, একান্ত বিধি-নিষেধের কিঙ্কর, আমার অহংকারমূলক কোন চেষ্টায় এই রোগ থেকে মুক্ত হোতে পারব না। অভয়ে, তোমার অভয়রূপ, তোমার অনিমেষ দৃষ্টি, তোমার প্রেমপূর্ণ মৃদু মধুর হাসি, আমাকে ভাল করে দেখাও। তোমার প্রেমস্পর্শ আমার কাছে স্পষ্ট হোক্, স্থায়ী হোক্। তোমার আলিঙ্গন আমার কাছে সকল সত্যের মধ্যে সত্যতম হোক্। অভয়ার কোলে

কোনও ভয়ের সম্ভাবনা নেই, তা' নিশ্চয়ই জানি! সে'কোল ছেড়ে আমি থাক্‌তে চাইনে, সে'কোলে আমি রাত্‌ দিন বোসে থাক্‌তে চাই। সে'কোলে আমি সর্ব্বক্ষণ থাক্‌ব, এই ভাবনামাত্রে আমার সকল ভয়, সকল দুঃখ, চলে যাচ্ছে। জীবনের এই কঠোর সংগ্রাম দূর হোক্। তোমার শান্তিময় কোলে আমাকে অচল স্থান দেও। সেখানে বসিয়ে যত চিন্তা দেও, যত কাজ দেও, সব আমি প্রসন্ন মনে কর্‌ব। সে'চিন্তায়, সে'প্রেমে, তো কোন ভয় নেই, মা। তোমার দৃষ্টির আলোকে, তোমার অঙ্গুলির নির্দ্দেশে, যা কর্‌ব তাতে অতুল শান্তি, অতুল আনন্দ, পাব ; সে'চিন্তা, সে'কাজ, শেষ হোক্, এই ইচ্ছে কখনও হবে না।

"তোমার অভয় পদ সর্ব্বরত্নসার
আমি চাহি গো এবার।
কোন অভাব রবে না আমার,
পূর্ণ হবে হৃদয় ভাণ্ডার॥" (ব্রহ্মসঙ্গীত)

১১।১১।৩৫

ত্রিংশৎ বিন্দু—অচ্যুত পদ

মা, তোমার অন্তঃপুরে এসে, এই আত্ম-দর্শনের স্থানে বোসে, তোমাকে আত্মারূপে দেখা, তোমাকে বিশ্বাধার, বিশ্বাত্মা, বিশ্বরূপে উপলব্ধি করা, আর তোমার দর্শনরহিত হয়ে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ান, তোমার সম্বন্ধে নানা ভাবের কথা শোনা, নানা কল্পনা জল্পনা করা, এ'দুয়ে কত তফাৎ! এই যে তোমাকে নিজ আত্মারূপে দেখ্‌ছি, বিশ্বাত্মা রূপে দেখ্‌ছি, এ'তে তো একেবারে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে গেল, তোমাতে আমাতে সব তফাৎ চলে গেল, সব দুঃখ দূর হোল, সুখের উৎস খুল্‌লো। যখন তোমার এই ভিতরকার ঘর ছেড়ে, তোমার দিকে পেছন ফিরে, সাংসারিক জীবনে যাই, তখন সংসার কেমন দেখায়, তোমার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কি রকম হয়, তা' তো তোমাকে অসংখ্য বার বলেছি। এই দু'ভাবের সংগ্রাম শেষ করে দিতে হবে। না দিলে আর তোমার সাধনা, তোমার সেবা, আমাদ্বারা চল্‌বে না। তোমার কাছে বোসে তো দেখি সবই তুমি, তুমিছাড়া আর কিছুই নেই। "তুমি আর আমি, মাঝে কেহ নাই।" সমুদায় আলো তোমার চোখের জ্যোতিঃ, সমুদায় শব্দ তোমার বাণী, সমুদায় স্পর্শ তোমারই স্পর্শ, সমুদায় ঘ্রাণ তোমার গায়ের গন্ধ, সমুদায় স্বাদ

তোমারই আস্বাদন, সমুদায় চিন্তা তোমার অনুপ্রাণন, সমুদায় কার্য্য তোমার নিত্য ব্যস্ততা। এ' দেখে তো আর হৃদয় শুখ্‌নো থাক্‌তে পারে না, আপনা আপনিই প্রেমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে। এই অবস্থায় যদি আমাকে সর্ব্বদা রাখ, তবে আমার আর কোন দুঃখ থাকে না, অভিযোগ থাকে না, সংগ্রাম থাকে না, বিনা আয়াসে, প্রসন্ন চিত্তে, তোমার সমুদায় আদেশ পালন করি। কিন্তু আমাকে তো বেশি ক্ষণ এই অবস্থায় থাক্‌তে দেও না। তোমা থেকে আমার চক্ষু ফিরে যায়, সংসারটাকে অবিশ্বাসী অধার্ম্মিক লোক যেমন তোমাশূন্য মনে করে, আমারও প্রায় তাই মনে হয়। তোমার কাছে থাক্‌তে জগৎকে যেমন দেখেছিলাম, তার অস্পষ্ট স্মরণমাত্র মাঝে মাঝে হয়। আমার প্রেমস্রোত শুকিয়ে যায়। আমার কাজ নীরস, আয়াসসাধ্য, এমন কি ক্লেশকর, হয়ে যায়। এই ভাবে, এই ছুটানায়, এই উঠা নাবায়, তো জীবন শেষ হয়ে এল। তোমার অচ্যুত পদের কথা, 'ব্রাহ্মী স্থিতি', 'ব্রহ্মসংস্থা'র কথা, যোগময় জীবনের কথা, যা' প্রথম বয়সেই শুনিয়েছিলে, যার কথা জীবনে কত বার বলেছি, তা তো এখনও পেলাম না। পেলাম না, অথচ 'পাব না', এমন কথা তো মনে হয় না। জীবনের এই সন্ধ্যাকালেও মনে হয় সে' অচ্যুত পদ পাবার সময় এখনও আছে। মনে হয় সে' পদ বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই পাব, নিজের মনকে আর জগতের লোককে

দেখিয়ে যাব যে ধর্ম্ম সত্য, ধর্ম্ম সুখের উৎস, বলের উৎস, সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-চেষ্টার সুদৃঢ় ভিত্তি। আজ থেকে আবার নতুন চেষ্টা আরম্ভ হোক্, তোমার নিত্য ক্রিয়াশীলা কৃপাকে নতুন ভাবে দেখি, সে' কৃপাকে সম্বল করে তোমার সঙ্গে নিত্য যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হই। তুমি তো আমাকে তোমার কাছে বোসে থাক্‌তেই বল্‌ছ। তোমাকে ছেড়ে যোগ-বিহীন ভক্তিবিহীন হয়ে কাজ কত্তে তুমি তো বার বার নিষেধই কচ্ছ। অসংখ্য নিষ্ফল চেষ্টার পরেও সফলতায় আশা দিচ্ছ। এমন কি, নিষ্ফল চেষ্টাগুলি সফলতাকে খুব কাছে এনেছে, এই আশ্বাস দিচ্ছ। তবে মা অভয় দেও। তোমার কৃপাস্রোত আমাকে ভাসিয়ে তোমার ঘাটে পঁহুছিয়ে দিবে, তোমার নিয়োগ ব্যর্থ হবে না, সার্থক হবে, জীবন ধন্য হবে, এই ভরসা দেও।

১২।১১।৩৫

একত্রিংশৎ বিন্দু—চির শান্তি, চির আনন্দ

কি দুঃখভার নিয়ে তোমার কাছে এয়েছি তা তুমি দেখ্‌ছ। এই দুঃখটা কার? দুঃখটা আমারই। কিন্তু আমি তো তোমার; আমার দুঃখ কি তোমার নয়? আমার আত্মত্ব, আমার আত্মজ্ঞান, আমার বিশ্বজ্ঞান, আমার বিষয়জ্ঞান, সবই তো তোমার। তোমার যত টুকু আমার জীবনরূপে প্রকাশিত কর তত টুকুকেই 'আমি' বলি। তোমার প্রকাশ অপ্রকাশ ক্রমাগতই চল্‌ছে। জ্ঞান-অজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, জাগ্রৎ-নিদ্রা, তোমার এই লীলা অবিশ্রান্ত। এই লীলাতেই আমার আমিত্ব। তুমি এই পরিবর্ত্তন-প্রবাহের অতীত। তুমি নিত্য জ্ঞান, ধ্রুবা স্মৃতি, অনিদ্র, চিরজাগ্রত। তোমার এই নিত্য রূপ উপলব্ধি করামাত্রই, তোমাতে আমাকে মিশিয়ে দেওয়ামাত্রই, আমার দুঃখাগ্নি নিবে যায়। তোমার স্বরূপগত পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দ এসে আমার হৃদয়ের ভার সরিয়ে দেয়, আমাকে দুঃখাতীত করে। তাই আমি এলাম তোমার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়া কত্তে। আমি আমার মধ্যে আর কোন ফাঁকি, কোন অবাস্তবতা, কোন কৈতব, রাখ্‌তে চাই না। আমাকে "প্রোজ্‌ঝিত-কৈতব ধর্ম্মে"* প্রতিষ্ঠিত কত্তে হবে। আমাকে

* ভাগবত ১।১।২

তোমার সঙ্গে অভঙ্গ যোগে যুক্ত কত্তে হবে। এই তো সেই অভঙ্গ যোগের অবস্থা। যে অসংখ্য বিচিত্রতায় আমার যোগ ভঙ্গ করে তা' দূর করে এই অন্ধকারের মধ্যে, এই অন্ধকারকে প্রকাশিত করে, তুমি আত্মারূপে প্রকাশিত হয়েছ। তোমাতে আমাতে কোন ব্যবধান নেই, বিচ্ছেদ নেই। এই আবার তুমি অন্ধকার দূর করে, তোমার বিচিত্র বিশ্বরূপের কতক অংশ নিয়ে, বিশ্বাত্মারূপে, অথচ আমারই নিজ আত্মারূপে, প্রকাশিত হয়েছ। তোমার বিশ্বাত্মারূপকে আমি আমার আত্মারূপেই দর্শন কচ্ছি। তোমার বিশ্বাত্মারূপকে আমি নিজ আত্মারূপে ভিন্ন অন্য রূপে ভাব্‌তেই পাচ্ছি না। আমার এই আপাত-ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র নয়, এ' তোমার সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয় আত্মজ্ঞানেরই প্রকাশ। আমি যে এতে দেশ, কাল ও সসীম ব্যক্তিত্বের সীমা দেখ্‌ছি, তোমার জ্ঞানে সে' সীমা নেই। আমি যে সীমা দেখ্‌ছি সে' সীমাকেও তোমার অসীম স্বরূপের অন্তর্গত বলেই জান্‌ছি। দেশ-কাল-গত জগৎ একটা পর্দ্দা হয়ে আমাকে তোমাথেকে স্বতন্ত্র করে দিচ্ছিল, তুমি সে' ব্যবধান দূর কল্‌লে। আমি তোমারই রইলাম, তুমি আমারই রইলে। আমার অজ্ঞানতা, বিস্মৃতি, নিদ্রা আমাকে তোমাথেকে বিচ্ছিন্ন কত্তে পাল্‌লো না। এগুলি তোমার নিত্যজ্ঞান, ধ্রুবা স্মৃতি, অনাবৃত জাগরণের লীলামাত্র, এগুলিতে আমার

কিছু নষ্ট করে না, আমার সবই তোমাতে থাকে। আমি তোমার অমরত্বে অমর। তোমার স্বরূপে আমার স্থিতি দেখে আমার মৃত্যুভয় চলে যাচ্ছে। আমি তোমার জ্ঞানে জ্ঞানী, তোমার প্রেমে প্রেমিক, তোমার ইচ্ছায় ইচ্ছাযুক্ত, তোমার শক্তিতে শক্তিমান্, এই দেখে আমার সব রকম ভয়ই চলে যাচ্ছে। আমি সর্ব্বক্ষণ তোমার কোলে, আমার অমঙ্গল অসম্ভব। আমি তোমার অনিমেষ দৃষ্টি হারাই, তোমার স্পর্শ হারাই, তোমার গাঢ় আলিঙ্গন অনুভব করি না, তাই অত ভয়, অত দুঃখ, ভোগ করি। তুমি আমায় দূরে যেতে দিও না, তোমায় ছাড়তে দিও না। আমাকে তোমার সঙ্গে অভঙ্গ যোগে যুক্ত করে চির শান্তিতে, চির আনন্দে, প্রতিষ্ঠিত কর।

২৭।১১।৩৫

দ্বাত্রিংশৎ বিন্দু—জীবনের স্বার্থকতা

তোমার সঙ্গে এক হয়ে, তোমার সঙ্গে মিশে গিয়ে, আমি বিনষ্ট হই না, নিজের প্রকৃত স্বরূপই উপলব্ধি করি। আমি তোমার প্রিয়। তুমি বলছ "প্রিয়োঽসি মে" (গীতা ১৮।৬৫)। এ'তো এখন প্রত্যক্ষ দেখ্ছি। আমাকে স্বরূপে জাগিয়ে স্পষ্টরূপে তা' দেখাচ্ছ। আমিও বলি তোমাকে "প্রিয়োঽসি মে"। তোমার যে প্রকৃত স্বরূপ, আমার মাতৃরূপ, তা' প্রকাশিত হোলে তাকে আমি ভাল না বেসে থাক্তে পারিনে। ভাল করে, স্পষ্ট হয়ে, দাঁড়াও আমার সুমুখে আমার মা হয়ে ; দাঁড়িয়ে দেখে নেও আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি কি না। এই তো আমার মা তুমি। তোমার সঙ্গে আমার নিত্য একত্ব, আর এই প্রকাশগত ভেদ, দুইই আমি স্পষ্ট দেখ্ছি। আমার জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনে এই ভেদাভেদ প্রকাশ পাচ্ছে। কিন্তু আমি তোমার কাজমাত্র দেখে সন্তুষ্ট নই। তোমার হৃদয়টী প্রত্যক্ষভাবে দেখ্তে চাই। তাও তুমি দেখাচ্ছ। এই তোমার হৃদয়, যাকে আমি কেবল আমার হৃদয় বলে ভুল কচ্ছিলাম। এ' হৃদয় কেবল আমার নয়, এ' তোমারও হৃদয়। কেবল তোমার নয়, আমারও বটে। মা-ছেলে একত্র না হোলে হৃদয় হয় না। এই মা-ছেলের মিলিত

হৃদয়। আমি ঘুমিয়ে পড়লেও এই হৃদয় তোমাতে থাকে। আমার ঘুম তো প্রায় অভঙ্গ। কিন্তু আমি না থাক্‌লে. তোমার কোলে নিদ্রিত সন্তান না থাক্‌লে, তোমার হৃদয় থাক্‌তো না. তোমার কোন কাজও থাক্‌তো না। তোমার হৃদয় তো নিত্যকালই রয়েছে। সন্তান জাগ্রত হোক্ বা নিদ্রিতই হোক্, তার জন্যেই তুমি কাজ কচ্ছ। কিন্তু যত ক্ষণ সন্তানকে জাগ্রত রাখ, কেবল বাইরের জাগরণে জাগ্রত নয়, যত ক্ষণ তার হৃদয় জাগ্রত, যত ক্ষণ তোমার সন্তান-স্নেহ সে জানে, সে স্বীকার করে, কেবল বুদ্ধিতে স্বীকার নয়, হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালবেসে স্বীকার করে, তত ক্ষণই তোমার সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তোমার সন্তানের জীবন ধন্য হয়। "তোমার প্রেম লাগি তাহাতে, তাহার প্রেম লাগি তোমাতে, আনন্দলহরী তাহে উঠে বারবার; মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার"। (ব্রহ্মসঙ্গীত) আমার জীবনে এরূপ মুহূর্ত্ত কচিৎমাত্র আসে। তাই জীবনটাকে ব্যর্থ বলেই মনে হয়। প্রেম না আসাতে অশান্তি যায় না, দুঃখ যায় না, পাপ যায় না, জীবনের ব্যর্থতা আর কাকে বলে? এমন জীবনকে দিয়ে তোমার তত্ত্ব, তোমার ধর্ম্ম, প্রচার করবার অভিপ্রায় তোমার কেন হোল? তোমার অভিপ্রায় তো ভুল হোতে পারে না। আমার জীবন বুঝি তবে সার্থক হবে? এই ব্যর্থতাবোধের ভিতর দিয়েই বুঝি সার্থকতায় নিয়ে যাবে? এই ব্যর্থতাবোধ, দীনতাবোধ,

তো সকল সময় থাকে না। মুহূর্ত্তের প্রেমানুভূতি আর প্রেমের ব্যাখ্যা নিয়ে অনেক সময়ই সন্তুষ্ট থাকি, দীনতা ভুলে যাই। গাঢ় দীনতাবোধের ভিতর দিয়েই বুঝি ধনী করবে? ধনী তো হয়েই আছি। তোমার পূর্ণপ্রেম তো প্রত্যেক সন্তানেরই সম্পত্তি, সেই সম্পত্তি অর্জ্জনে দীর্ঘ প্রক্রিয়া দরকার না হোতেও পারে? এক দিন ঘরের চাবি খুলে বল্‌বে "এসব তোমার, আমার যা কিছু সব তোমার"। সেদিন থেকেই কি অবাধ সম্ভোগ আরম্ভ হবে? আমাকে চেষ্টা-চরিত্র করে তোমার প্রেম অর্জ্জন কত্তে হবে, এই ভ্রমথেকেই বুঝি যত কষ্ট আর যত সংগ্রাম আসে। এই ক্লেশ আর সংগ্রামটা বুঝি আমার শৈশব ও বাল্যের পক্ষে অনিবার্য্য? আমার নাবালকত্ব যে দিন শেষ হবে সে'দিন বুঝি এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই দেখ্‌ব আমার বিনা চেষ্টায়, বিনা সাধনে, তোমার অহেতুকী কৃপায়, আমি তোমার অতুল অনন্ত প্রেমধনে ধনী হয়েছি? সে' দিন, সে' মুহূর্ত্ত, কবে আস্‌বে? মিথ্যা তৃপ্তি দূর করে, সে'দিন, সে' মুহূর্ত্তের জন্যে প্রতীক্ষা কত্তে সমর্থ কর।

২৮।১১।৩৫

ত্রয়স্ত্রিংশৎ বিন্দু—আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি

আমার জীবনের কোন মুহূর্ত্তকে আমি ব্যর্থ মনে করি কেন? তোমার জগতে, যেখানে তুমি কাজ কচ্ছ, সেখানে তো কিছুই ব্যর্থ হোতে পারে না। বিশেষতঃ যেখানে তোমার অনুভূতি বর্ত্তমান, সেখানে তো ব্যর্থতার কোন কথাই হোতে পারে না। সেখানে অল্লাধিক সার্থকতা আছেই আছে। আমার নিদ্রা দেখে আমি ভয় পাই, নিরাশ হই। নিদ্রাতে যে কিছুই নষ্ট হয় না, তা'তো তুমি সারা-জীবনই দেখাচ্ছ। আমার জাগ্রদবস্থার সমুদায় অনুভূতি, সমুদায় সম্ভোগ, আমার নিদ্রাকালে তোমার সুমুখে জ্বলন্ত থাকে। আমি তা' ভুলি, তুমি তা' ভুল না। তা' স্মরণ রেখে, জীবন্ত ভাবে দেখে, তুমি কি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার? আমার আপাত ব্যর্থতা তুমি নিশ্চয়ই সার্থক কর্‌বে। আমার অসিদ্ধকে নিশ্চয়ই সিদ্ধ করবে। আমার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তৃপ্ত করবে। তুমি আমার ভালবাসা চাও। তেমন করে তো ভালবাসতে পারিনি। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা অতৃপ্তই রয়েছে। সে' অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তুমিই দিয়েছ। তা' কখনও অতৃপ্ত থাক্‌তে পারে না। অতৃপ্ত বাসনার ভিতরেই তৃপ্তির বীজ রয়েছে। তোমার নিত্য স্বরূপে তা' তৃপ্ত হয়েই আছে, কেবল তা' আমাতে তৃপ্তিরূপে প্রকাশ হোতে বাকি।

এই তো প্রকাশের প্রতিশ্রুতি পাচ্ছি। "প্রিয়োঽসি মে" তোমার এই বাণী সমুদায় উচ্চ আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির প্রতিশ্রুতি। এই বাণী যত ক্ষণ কাণে বাজে তত ক্ষণ কোন ভয় থাকে না, নিরাশা থাকে না। এই বাণী তো কখনও নীরব হয় না। আমার ভয় নিরাশার ভিতরেও অস্ফুট ভাবে এই বাণী শোনা যায়। যে এই বাণী শুনেনি তার ভয়ও নেই, নিরাশাও নেই। আমি শুনেছি বলেই ভয়, নিরাশা। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্বাস! আমার মন থেকে সমস্ত ভয়, সমস্ত নিরাশা তুমি একেবারে তাড়িয়ে দাও। এ'সমস্তই অসঙ্গত, আমার স্বরূপ-বিরুদ্ধ। এই তো মা-ছেলের নিত্য যোগ, নিত্য প্রেম, অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য প্রেম। প্রেম যে যায়, প্রেম যে যেতে পাবে, এ'ই তো অসম্ভব। প্রেম ঢাকা থাকে বলে ভয় করি বুঝি গেল। ভয়ের ভিতর যে লুকিয়ে থাকে তা' বুঝতে পারিনে। তোমার প্রেম তো যায়ই না, আমার প্রেমও যায় না,—আমার দৃষ্টির আড়ালে যায়, আমার কাছ থেকে লুকায়, তোমার কাছ থেকে লুকাতে পারে না। তোমার নিত্যধামের সব জিনিষই,—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, সবই—ঐ রকম; লুকায় কিন্তু নষ্ট হয় না। তবে আমার কল্পনা জল্পনা, ভয় ভাবনা, তুমি একেবারে দূর করে দাও, তোমার নিত্য প্রেমের নিত্য আস্বাদন পেয়ে আমি সকল ভ্রম, সকল পাপ, সকল দুঃখ থেকে চিরমুক্ত হই।

৪।১২।৩৫

চতুস্ত্রিংশৎ বিন্দু—নিত্য যোগের আশ্বাস

আমার অহংকার-মূলক সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, তাতে আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এই চেষ্টার ভিতরে তোমার যে বিশুদ্ধ চেষ্টা রয়েছে তা তো ব্যর্থ হোতে পারে না। সে' নির্ম্মল চেষ্টা আমাকে তোমার দিকে কত দূর এনেছে, তা' আমি বল্‌তে পারিনে। এক এক বার যে সব তুমিময় হয়ে যায়, তোমাতে আমাতে কোন তফাৎ থাকে না, আমার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা, সব তোমার সঙ্গে এক হয়ে যায়, তাতেই কি তোমার সেই চেষ্টার সফলতা দেখ্‌তে পাই? তা'হোলে আর সে' ভাব হারাই কেন? তুমি বল্‌ছ তা' আমি হারাই বটে, কিন্তু তোমাতে তা' স্থায়ী ভাবে থাকে। তাতে আমার লাভ কি? তোমার ভাণ্ডারে প্রভূত অন্ন সঞ্চয় হয়ে আছে, আমি কিন্তু ক্ষুধায় মচ্ছি, এতে আমার লাভ কি? তোমাতে সঞ্চিত অন্ন এসে আমাকে আমার দৈনন্দিন জীবনে পুষ্টি দিবে, এ'ই তো চাই। আমার চেষ্টা থামিয়ে দিতে ইচ্ছা হোচ্ছে, ওতে তো কিছু হোচ্ছে না। থামিয়ে যে কি করব, কেমন করে জীবন কাটাব, তা কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। চেষ্টা থামানও তো সম্ভব নয়, সে' চেষ্টার ভিতর যে তুমি কাজ কচ্ছ। সে' চেষ্টাটাকে যে কেবল আমার

চেষ্টা বলে মনে করি, তাই ভুল. আর তাতেই সব মাটি কচ্ছে। তোমার অহেতুকী কৃপার উপর নির্ভর কত্তে ইচ্ছে হয়। কত বার অকিঞ্চন ভাবে তোমার সেই কৃপার শরণ নিলাম, কিন্তু সেই অকিঞ্চন ভাব তো ধরে রাখ্‌তে পারি না। ধরে রাখ্‌তে না পাল্লেও তোমার কৃপা আমাকে ছাড়ছে না, আমার অজ্ঞাতভাবে আমাকে সার্থকতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সময় সময় ব্যর্থতার কষ্ট অসহ্য হোচ্ছে, ইচ্ছা হোচ্ছে যে কোন রকমে এই কষ্ট শেষ হোক্। সার্থকতা না এসে অন্য রকমে কষ্ট দূর হবার তো কোন সম্ভাবনা নেই। জীবন তো তোমার নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত, সেখানে ব্যর্থতার স্থান নেই, বিনাশের স্থান নেই। তোমার নিত্য স্বরূপ—আ! এই তো নিত্যধাম যেখানে প্রতিমুহূর্তে বাস কচ্ছি আর অনন্ত কাল বাস করব। এই তো তোমার প্রেমময় কোল, তোমার বাহু-বেষ্টন। কে আমাকে এই কোল থেকে, এই বাহু-বেষ্টন থেকে, কেড়ে নিতে চায়? আমার সত্যি আত্মা তো তা' চায় না। আমার অন্তরতম স্থানে বোসে তুমি তো নিত্য অনন্ত প্রেমের কথাই বলছ। এই তো প্রাণের প্রতি স্পন্দনে তোমার প্রেমব্যস্ততাই দেখছি। কিন্তু এই স্থান ছেড়ে আমি যখন-তখনই বের হয়ে পড়ি। অত দূরে যাই যে তোমার ডাক আর শুনতে পাই না। আমার এই চঞ্চলতা, এই ঘোরা ফেরা, ছেড়ে আমি একেবারে তোমার কৃপার উপর নির্ভর

কত্তে চাই। সে' কৃপা তো আমাকে কখনও ছাড়বে না, কখনও বিনাশে নিয়ে যাবে না। আমার উচ্ছৃঙ্খল ইচ্ছা আমাকে কোথায় এনেছে দেখ। আমি এই বিনাশের ছায়া দেখে ভয়ে জড়শড় হয়েছি। আমি তোমার নিরাপদ কোলে আশ্রয় নিতে চাই। আমাকে স্পষ্ট বল তুমি আমাকে আশ্রয় দিলে কি না। আমি তোমার আশ্বাসবাণী শুনতে চাই। আমার সমস্ত চেষ্টার ভিতরে আমি তোমার অহেতুকী কৃপা দেখতে চাই, যে কৃপা অটলভাবে, নিশ্চিত-রূপে, আমাকে তোমার সঙ্গে নিত্যযোগে যুক্ত করবে।

১৯।১২।৩৫

পঞ্চত্রিংশৎ বিন্দু—প্রেমাকাঙ্ক্ষায় প্রেমের বীজ

তুমি আমার কাছে যেমন ভাবে প্রকাশিত হয়েছ, আমি জানি না এমন ভাবে আর কারো কাছে প্রকাশিত হয়েছ কি না। তুমি আত্মা, আর এই আত্মা সর্ব্বত্র, সর্ব্বরূপী। অনন্ত আকাশে, অনন্ত কালে, এই আত্মা। বিচিত্র তোমার রূপ, অসংখ্য তোমার রূপ, তুমি আত্মা, তুমি একমাত্র, অদ্বিতীয়, অথচ একাকী নও। তোমার আত্মত্বে আমার আত্মত্ব, অথচ আমি একাকী নই। তোমার আত্মত্বের এক কণা পেয়ে আমি আত্মা, তুমি এই কণাকে অতিক্রম করে অনন্ত দেশে স্বপ্রকাশ রয়েছ, অনন্ত কালে অসংখ্য লীলা কচ্ছ। আমি তোমার সে' প্রকাশ, সে' লীলা, আভাসে জান্‌ছি, আমি তা' সম্যক্‌রূপে ধারণা কত্তে পাচ্ছি না। আমি যে তা' সম্যক্‌রূপে ধারণা কত্তে পাচ্ছি না, এতেই তুমি আমার উপাস্য, আমার চিরকালের সম্ভজনীয়, চির সম্ভোগের বস্তু। আমি ক্ষুদ্র হয়েও তোমার অনন্ত স্বরূপের অংশ; অসংখ্য লীলার একটী লীলা, তোমার পূর্ণ প্রেমের পাত্র, তোমার অমরধামের বাসিন্দা। তোমার উপর আমার প্রেম এমন ক্ষুদ্র, এমন চঞ্চল, যে তা' আমার কাছেই গণনার অযোগ্য, তোমার কাছে এ' আরো কত ক্ষুদ্র, উপেক্ষণীয়, তা জানিনে। কথাটা বলে থমকে গেলাম। আমার কাছে

আমার প্রেম নগণ্য বলে কি তোমার কাছেও তা নগণ্য হোতে পারে? তুমি আমার সারাজীবন আমাকে প্রেমে জাগাতে চেষ্টা কচ্ছ। সে' চেষ্টার কি ফল হয়েছে তা' আমি জানি না। আমি তো কেবল আমার মধ্যে প্রেমের আকাঙ্ক্ষামাত্র দেখ্‌ছি। আকাঙ্ক্ষা কত্তে গিয়ে বোধ হয় ক্ষণেকের জন্যে একটু প্রেমও জন্মে? আমি এই এক বিন্দু ক্ষণিক প্রেমছাড়া আমার ভিতরে আর কিছু দেখ্‌ছি না। কিন্তু তুমি যে আমাকে প্রেমিক কর্‌বার জন্যে অসংখ্য চেষ্টা কচ্ছ সে' চেষ্টা তো ক্ষণিক নয়, নগণ্য নয়, উপেক্ষণীয় নয়। আমার প্রেমিক হওয়া অসম্ভব হোলে তুমি আমাকে কবে ছেড়ে দিতে! ছেড়ে যে দাওনি তাতেই বুঝ্‌ছি তুমি আমার আশা ছাড়নি। তুমি যা' ছাড়নি আমি তা' ছাড়ি কেন? আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষার ভিতরে তুমি তোমার সমস্ত চেষ্টার সফলতা দেখ্‌ছ। আমিও যেন একটু সফলতা দেখ্‌ছি। প্রেমের আকাঙ্ক্ষাই কি প্রেমের বীজ নয়, বীজাকার প্রেম নয়? এই বীজাকার প্রেমকে তুমি ফুটিয়ে তুল্‌বে। এ'কে ফুল ফল করে আমার জীবন ধন্য কর্‌বে। আমার এক এক সময় মনে হয় সে' দিনের আর বেশি দেরি নেই। আমি তোমাকে যে ভাবে দেখি, তুমি আমার কাছে যে ভাবে প্রকাশিত হও, আত্মারূপে, বিশ্বরূপে,—সে' প্রকাশের কথা আমি আর কারো কাছে শুনি না। আমার মনে হয় এই যে তোমার প্রেমাভাস,

আমার মধ্যে তোমার প্রেমরূপে প্রকাশ, তা'ও একেবারে নতুন। আমি তো আর কোথাও এরূপ প্রকাশের কথা শুনি না। কোনও বইয়ে পড়ি না যে তুমি মানব-জীবনের প্রতি স্পন্দনে তাকে নিয়ে ব্যস্ত। এই তো সে ব্যস্ততা আমি দেখ্‌ছি, অনুভব কচ্ছি। তোমার প্রেমের ঢেউ এসে আমার গায়, আমার হৃদয়ে, লাগ্‌ছে। আমি এই ঢেউ ভোগ করি। তোমার এই ঢেউএর শব্দে তোমার আশ্বাসবাণী শুনি, তোমার প্রতিশ্রুতি শুনি, যে আমি আর কখনও ঘুমাব না, তুমি যেমন সর্ব্বদা প্রেমে জেগে আছ, আমি তেম্‌নি সর্ব্বদা তোমার প্রেমে জেগে থাক্‌ব।

১১।১।৩৬

ষট্‌ত্রিংশৎ বিন্দু—মায়ের দাবি

তুমি আমার মা। তোমার ভিতরে আমি রয়েছি। আমার জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, সবই তোমার। তোমাতে থেকেই আমি অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয়রূপে তোমাথেকে ভিন্ন হয়ে নিজের সসীমত্ব অনুভব কচ্ছি। আমি কতক জানি, অনেকই জানি না। সেই অনেক তোমাতেই রয়েছে। প্রতিক্ষণে তুমি আমার সসীম জীবন হয়ে ব্যক্ত হোচ্ছ, আবার আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত হয়ে যাচ্ছ। তুমি জ্ঞানময়, সর্ব্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র। তুমি যে বিনা কারণে, বিনা প্রয়োজনে, এই সৃষ্টিকার্য্য কচ্ছ, তা হোতে পারে না। এই সৃষ্টিতে নিশ্চয়ই তোমার অভিপ্রায় আছে। সেই অভিপ্রায় যে আমি একেবারে বুঝ্‌তে পাচ্ছি না তা নয়। এই যে তোমাথেকে অনির্ব্বচনীয়রূপে ভিন্ন সন্তানকে সৃষ্টি করে তাকে পালন কচ্ছ, পোষণ কচ্ছ, জ্ঞান, প্রেম, শক্তি, এ'সকল শ্রেয়ঃ দিয়ে, মঙ্গল দিয়ে, মণ্ডিত কচ্ছ, এতেই তো তুমি মহিমাময়, মঙ্গলময়। এই শ্রেয়ঃ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, এ'র আর কি অন্য প্রয়োজন থাকৃতে পারে? তুমি প্রেমময়, প্রেমের আর কি উদ্দেশ্য থাকৃতে পারে? প্রেম স্বয়ংই উদ্দেশ্য। তোমার সন্তানকে তুমি ভালবাস, তাকে ব্যক্ত না করে, তাকে আপেক্ষিকভাবে স্বতন্ত্র জীবন না দিয়ে, সেই জীবনকে পোষণ

বর্দ্ধন না করে, তুমি থাক্‌তে পার না। তোমার নিজ প্রেম-স্বরূপই তোমাকে এই কাজ করাচ্ছে, অন্য কোন শক্তি তোমাকে বাধ্য করে এই কাজ করাচ্ছে না। তুমি যে এই কাজ সর্ব্বদা চালাবে, তাও স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি তোমার স্বরূপের অন্তর্গত, তোমার নিত্যত্বের ভাগী। আমার মরণ অসম্ভব। আমার নিদ্রা-জাগরণ, স্মৃতি-বিস্মৃতি, আমার সসীম জীবনের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী ; কিন্তু আমার চির-নিদ্রা, চির-বিস্মৃতি, তোমার অভিপ্রেত হোতে পারে না। তাতে আমার অর্জিত সম্পত্তি ব্যর্থ হয়ে যায়, আমার উন্নতি অসম্ভব হয়ে যায়। তুমি মা হয়ে এই ব্যর্থতা, এই অসম্ভাবনা, ঘটাতে পার না। আমি যে মুহূর্ত্তে তোমার সন্তানত্ব অনুভব করি, সেই মুহূর্ত্তেই এই ভয় চলে যায়। তোমার মাতৃত্বের সঙ্গে কোন মানুষ-মায়ের মাতৃত্বের তুলনা হয় না। মানুষ-মা এমন করে অনিমেষ নয়নে সন্তানের দিকে তাকিয়ে থাকৃতে পারে না। কেবল নিদ্রায় নয়, জাগরণেও সে যখন তখনই সন্তানকে চক্ষুর আড়াল করে, তাকে ভুলে যায়। কোন মানুষ-মা সন্তানকে অনবরত এমন গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে রাখে না। সন্তান মাকে ছেড়ে, মাকে ভুলে, অনেক সময় কাটায়। সে বড় হয়ে মায়ের যত্ন-নিরপেক্ষ হয়। তুমি আমাকে কখনও তোমার কোল থেকে নাবাও না, কখনও তোমার যত্ন-নিরপেক্ষ কর না। মানুষ-মায়ের প্রেমের দাবিও খুব অল্প। তিনি জানেন তাঁর সন্তান তাঁছাড়া অন্যকে ভালবাস্‌বে, হয়ত বেশিই

ভালবাস্‌বে। তাতে তিনি ক্ষুন্ন হন না। তোমার দাবি অনন্ত, তুমি আমার সমগ্র হৃদয় চাও, অন্য সকল প্রেমপাত্রকে তোমার অন্তর্ভূ্ত করে ভালবাস্‌তে বল। আমি এই দাবী জেনেও তোমাকে সমগ্র হৃদয় কেন, হৃদয়ের এক টুক্‌রোও দিতে পেরেছি কি না সন্দেহ। আমি তোমাকে ভালবাস্‌তে শিখিনি। ভালবাস্‌তে শিখিনি, তাই আমার সুখ নেই, শান্তি নেই। তাই আমি সর্ব্বদা ভীত, উদ্বিগ্ন। আমার দুর্দ্দশা তুমি দেখ্‌ছ। আমি নিজের চেষ্টায় প্রেমিক হোতে পাচ্ছিনে। আমার যে নিজের কোন শক্তি আছে এই ভুল ধারণাই বুঝি আমাকে দরিদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত করে রেখেছে। আমি সমুদায় অহংকার ত্যাগ করে তোমার অহেতুকী কৃপার শরণাপন্ন হই। তুমি আমাকে প্রেমধনে ধনী করে সমুদায় অশান্তি, সমুদায় দুঃখ, সমুদায় ভয় থেকে মুক্ত কর।

৮।২।৩৬

সপ্তত্রিংশৎ বিন্দু—মায়ের ব্যস্ততা

আমি যে তোমাতে ঘুমিয়ে পড়ি তাতে আর সন্দেহ নেই। আমার জাগ্রৎ অবস্থায়ও আমার অর্জিত জ্ঞান ক্রমশঃই তোমাতে লুকিয়ে যায়। সময় সময় একটু অন্ধকার-জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই থাকে না। সেটুকুও যখন তোমাতে লুকিয়ে যায় তখন আমি তোমাতে সুষুপ্ত হয়ে পড়ি। তুমি আবার আমাকে জাগ্রত কর। ক্রমশঃ নতুন জ্ঞান ও স্মৃতির উদয় করে আমার জাগ্রৎ জীবন রচনা কর। আমার নিজস্ব, তোমাথেকে স্বতন্ত্র, কিছুই নেই। এই তো তোমার সঙ্গে আমার একত্ববোধ। এই বোধই অধ্যাত্ম জীবনের মূল, আমার সম্বল, আমার শান্তি, আমার শক্তি। আমার জীবনের প্রতি পাদক্ষেপে তুমি আমার নিয়ন্তা, চালক, গুরু, নিত্যসঙ্গী। তুমি আমার মা। তোমাতে আমার নিত্যবাস। নিদ্রা-জাগরণে তোমাতে আমার নিত্যবাস। কোন মানুষ-শিশু মানুষ-মায়ের উপর অত নির্ভর করে না। তোমার দুগ্ধ না হোলে আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচ্‌তে পারি না। প্রতিক্ষণে তোমার জ্ঞান, শক্তি, প্রেম, শান্তি, আনন্দ এসে আমাকে জীবিত রাখ্‌ছে। আমি তোমার কোলে আছি, তুমি আমাকে জড়িয়ে আছ, এ'সকল কথাকে লোকে কবিত্ব মনে করে। আমি তো দেখ্‌ছি এ'সকল কথা অত ঠিক যে এস্থলে

মানুষ-মায়ের উপমাই হেরে যাচ্ছে। তোমার সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ যোগ তা মানুষ-মায়ের সন্তান কোলে করা আর সন্তানকে জড়িয়ে থাকাদ্বারা প্রায় কিছুই বুঝান যায় না। তোমার সঙ্গে এই যোগ আমি সময় সময় উজ্জ্বলভাবে অনুভব করি। সময় সময় তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিন্তু আবার উজ্জ্বল হয়। তুমি আমার জন্যে যেমন ব্যস্ত, সেই ব্যস্ততার এক কণাও যদি আমি পেতাম, তবে আমি তোমার সঙ্গে এই যোগ কখনও ভুল্‌তাম না। আমি তোমাকে ভালবাস্‌লে তোমার ভালবাসা বুঝ্‌তাম, আর বুঝে সুখী হোতাম, আমার এই দুঃখ থাকতো না। আমি এই অপ্রেমের দুঃখ নিয়ে, এই অযুক্ত জীবন নিয়ে, আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে। আমাকে তোমার প্রেমানুভূতি আর তোমার উপর স্থায়ী ভালবাসা দিতে হবে। মুহূর্ত্তের জন্যে তোমার উপর আমার ভালবাসা হয়। মনে হয় বুঝি এখন থেকে এই ভালবাসা বোসেই যাবে, বাড়্‌তে থাক্‌বে, স্থায়ী হবে, গাঢ় হবে। তা' তো হয় না। আমার দুঃখ সংগ্রামও যায় না। তোমার জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশের মত তোমার প্রেমের প্রকাশও তো আমি দেখ্‌ছি। এই যে তোমার বিশ্বরূপ দেখে আমার ভাল লাগ্‌ছে, আমার ভালবাসার উদয় হোচ্ছে। তোমার বাণী শ্রবণেও তাই হোচ্ছে। তোমার ব্যস্ততা-দর্শনে আমার ইচ্ছে হোচ্ছে আমি তোমার মত ব্যস্ত হই। এই যে আমি প্রেম চাইছি, এতে তোমার প্রেমই অনুভব কচ্ছি। আমার

প্রিয়জনের প্রতি আমার যে প্রেম, এ'তো তোমারই প্রেম। আমি তো কাহকে ঘৃণা করি না, কাহকে পর মনে করি না, সুযোগ পেলেই লোককে প্রেম দিই, শক্তি সময় থাক্‌লে আরও কত দিতাম। এই প্রেম তো তোমার। তোমার প্রেমের এই সাক্ষাৎ প্রকাশে আমার দৃষ্টি স্থির কর। আমার হৃদয়ে দিন দিন বেশি বেশি করে প্রেমের সঞ্চার কর। তোমার অনিমেষ দৃষ্টিতে প্রেম দেখি। তোমার নিত্য ব্যস্ততায় প্রেম দেখি। আমার প্রেমহীন জীবনের দুঃখের ভিতরে প্রেম দেখি। আমার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় প্রেম দেখি। আমার চক্ষু তুমি প্রেমাঞ্জনে রঞ্জিত কর। আমার হৃদয় প্রেমরসে সরস কর। শান্তির উৎস, প্রেমের উৎস, প্রেমধনে ধনী করে আমার সমুদায় অশান্তি, সমুদায় দুঃখ দূর কর।

১২।৩।৩৬

অষ্টাস্ত্রিংশৎ বিন্দু—সমাধি

এই তুমি আমার আত্মা। এই আত্মত্বে আমি তোমার সঙ্গে এক। তোমার সঙ্গে এক বলেই আমি তোমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছি। তোমার দর্শন দিবার জন্যেই তুমি আমাকে এই নিভৃত স্থানে নিয়ে এসেছ। এখানে আর কেউ নেই। অন্ধকার ছাড়া আর কোন বস্তুও নেই। তুমি এই অন্ধকারের জ্ঞাতা, এ'র আশ্রয়। এতে তোমার অখণ্ডত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব, ভঙ্গ কচ্ছে না। তুমি এই অন্ধকারবোধরূপে প্রকাশ পাচ্ছ। এই বোধ আমার। এই বোধে তুমি আমি এক। কিন্তু এই একত্ব সত্ত্বেও 'তুমি' 'আমি'র ভেদ গেল না। আমি তোমাকে আমার আত্মারূপে জান্‌ছি। এমন স্পষ্ট ভাবে জান্‌ছি যে ভাবে আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জান্‌তে পারিনি। তোমার এই অভেদ ভাবের ভিতর আমি অনির্ব্বচনীয় ভাবে ভিন্ন হয়ে আছি। ভিন্ন না হোলে আমার এই দেখার আনন্দ থাক্‌তো না। তোমার সঙ্গে আমার এই ভেদাভেদটা আরো স্পষ্টরূপে দেখাচ্ছ আস্তে আস্তে এই অন্ধকার দূর করে। আমার জগৎস্মৃতি তো প্রায় লুপ্ত করে দিয়েছিলে, এখন আস্তে আস্তে সেই স্মৃতি ফিরিয়ে আন্‌ছ। আমার ঘরের স্মৃতি, অন্য বস্তুর স্মৃতি, এনে এই অন্ধকার দূর করে দিচ্ছ। আমিই জগৎ ভুলেছিলাম, তুমি ভুলনি। আমি ভোলা,

তুমি অভোলা। ভোলা অভোলা এক সঙ্গে না থাক্‌লে এই স্মৃতি-বিস্মৃতির, এই জ্ঞান-অজ্ঞানের, ব্যাপারটী হোত না। আমার দৈনন্দিন জীবনে ক্রমাগত এই ব্যাপার, এই লীলা, কচ্ছ। তোমার লীলার বৈচিত্র্যে আমি তোমাকে হারিয়ে ফেলি। তোমার সঙ্গে একত্ববোধ, তোমার সাক্ষাৎ দর্শন, অসম্ভব হয়ে যায়। এখন আমি তোমাকে আমার আত্মারূপে দেখি, বিশ্বাত্মারূপে দেখি। এই যে অল্পে অল্পে তোমার বিশ্বাত্মা-রূপ দেখাচ্ছ, ওতে তোমাকে বিশ্বরূপে দেখা আমার পক্ষে সুগম হোচ্ছে। তোমাকে আত্মরূপে না দেখ্‌লে বিশ্বরূপে দেখা তো সম্ভবই হয় না। তোমার আত্মরূপ দর্শন হারিয়ে যে বিশ্ব দর্শন করি, তাতে তোমাকে দেখেও দেখা হয় না। তাতে শান্তি পাই না, আনন্দ পাই না, বল পাই না। আমার আত্মারূপী তুমি যখন বিশ্বাত্মারূপে প্রকাশিত হও, তখনই কৃতার্থ হই। সেই দেখা যদি সর্ব্বদা দিতে, তবে আর ঘাব্‌ড়াতাম না, বিষাদগ্রস্ত হোতাম না, কার্য্যক্ষেত্র ছেড়ে যখন তখনই নির্জ্জনে তোমাকে খুঁজ্‌তে যেতাম না। নির্জ্জন সাধন আমার ভাল করে হয়নি, তোমাকে এখনও ভাল করে আত্মারূপে ধত্তে পারিনি। আমার আত্মজ্ঞান ও তোমার জ্ঞান এখনো এক হয়নি। অহংকার এখনও চূর্ণ হয়নি। সময় সময় তা একটু ভাঙে, একেবারে ভেঙে যায়নি। তাই আমি তোমাকে হারাই, আর হারিয়ে অশান্ত হই, নানা দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হই, তোমার কাছে শান্তি

খুঁজ্‌তে যাই। শান্তি তো কেবল তোমার দর্শনে, তোমাকে ভালবাসায়, তোমাতে মগ্ন হওয়ায়। আমি আজ সেই মগ্ন ভাব চাই। আমার আত্মারূপী তুমি যে সর্ব্বত্র, সর্ব্বরূপী, আমার জীবনের, আমার জগতের, নিয়ন্তা, আমার চিরসঙ্গী, আমাকে তা উজ্জ্বলভাবে, স্থায়ীভাবে, দেখ্‌তে দেও। আমি অজ্ঞানী, ভোলা, নিদ্রাশীল, ক্ষুদ্র হয়েও আমার অন্তরাত্মা-রূপে তোমাকে ধারণ করে আছি, আর আমার এই উচ্চতর আমিত্বই নিকটে, দূরে, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাধার, বিশ্বরূপী হয়ে বিরাজ কচ্ছে, এই দুর্ল্ভ, মুক্তিপ্রদ দর্শন আমাকে দাও। আমার সকল হৃদ্‌রোগের ওষুধ যে এই দর্শন, এই বিশ্বাস, এই ধারণা, এই ধ্যান, এই সমাধি, তা তুমি বার বার আমাকে বলেছ। কিন্তু এই ওষুধ আমাকে তুমি এখনও ভাল করে খাওয়াচ্ছ না। এই ওষুধ খাওয়া সম্বন্ধে আমার অহংকারমূলক সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এখন তোমার অহেতুকী কৃপার শরণাপন্ন হই। আমার অন্তর-বাহির অধিকার কর, আমাকে সমাধিস্থ করে আমার জীবন সার্থক কর, এই অশান্ত জীবনে তোমার শান্তির রাজ্য স্থাপন কর।

৫।৪।৩৬

একোনচত্বারিংশৎ বিন্দু—কৃপামূলক সমাধি

হৃদয়ের নিভৃত স্থানে, অন্তরতর অন্তরতম হয়ে, তুমি রয়েছ। তোমার বিশ্বরূপ বিদায় করে দিয়ে, কেবল অন্ধকারের আশ্রয়রূপে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ। এখানে আমি তোমায় হৃদয়ে ধারণ কত্তে চাই। এই ধারণাতে হৃদয় গলে যায়। এই ধারণাতে অতুল আনন্দের উদয় হয়। এই ধারণা স্থায়ী ভাবে পাবার জন্যে আমি সারাজীবন আকাঙ্ক্ষা করেছি, সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি তার অধিকারী হোতে পারিনি। আমার সারাজীবনের সাধনা ব্যর্থ হয়েছে, সিদ্ধিলাভ হয়নি, এই ব্যথা নিয়ে আমি দেহত্যাগ কত্তে চাই না। এই সিদ্ধিই একমাত্র শান্তিপ্রদ, আর কিছুতে শান্তি নেই, তা তুমি আমাকে সারাজীবন বলেছ। তোমার চিন্তায়, তোমার প্রসঙ্গে, তোমার কথা বল্‌তে গিয়ে, লিখ্‌তে গিয়ে, আমার সাময়িক আনন্দ হয়েছে, কিন্তু স্থায়ী শান্তি হয়নি। আমার অবশিষ্ট জীবনে আমি অন্য কিছুতে শান্তি পাব না, শান্তি পাবার চেষ্টাও করব না। তোমাকে প্রেমের সহিত হৃদয়ে ধারণ করা সম্বন্ধে আমি নিরাশ হইনি। সিদ্ধিলাভে অসংখ্য বার অসমর্থ হয়েও আশা কচ্ছি সিদ্ধি এখনও পেতে পারি। তোমার প্রেমব্যস্ততার কথা ভেবে আমি অনেক সময় গলে যাই বটে, তোমার সান্নিধ্য বোধ করি, তোমার

প্রেম অনুভব করি। আমি আজকাল সে ভাবনা বেশি ভাব্‌তে চাই না। তাতে ক্ষণিক আনন্দ পেয়েও, তোমার সান্নিধ্য অনুভব করেও, দেখেছি এই ভাবনাতে তোমার সঙ্গে আমার দূরত্ব ঘুচে না। কাজ কর্ম্মের ভিড়ে, তোমার বিচিত্র বিশ্বরূপের মধ্যে, তোমাকে হারিয়ে ফেলি। যখন কোন কাজ নেই, রূপ-রস-স্পর্শাদির বেশি প্রকাশ নেই, যেখানে আমি নির্জন, নিঃসঙ্গ, সেখানে তোমাকে প্রাণরূপে, আত্মারূপে, আমার প্রেমিক আর প্রিয়রূপে, অনুভব কল্লেই তোমাকে আর হারাব না, তোমার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হবে, প্রতিবারে তোমাকে চেষ্টা-চরিত্র করে নিকটে আন্‌তে হবে না, এই উদ্দেশ্যেই এই নিভৃত সাধন চেষ্টা কচ্ছিলাম। অপেক্ষাকৃত নতুন বলেই কি আমি এই সাধনে এগুতে পাচ্ছি না? এই নতুন চেষ্টায় তোমার আশ্বাস চাই। আমাকে নিরাশ করো না। আমাকে বিনষ্ট হোতে দিয়োনা। আমার আগেকার সমুদায় চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, এ' আমি বিশ্বাস কত্তে পাচ্ছি না। তোমার রাজ্যে, তোমার বিধানে, কোন চেষ্টাই তো নিষ্ফল হয় না। এই তো তুমি নিজেই আমাকে চেষ্টা করাচ্ছ। ব্যর্থতাবোধের মধ্যেও, নিরাশার মধ্যেও, তুমি রয়েছ। আমার চিরসঙ্গী তুমি, আমার আকাঙ্ক্ষা তুমি, আমার চেষ্টা তুমি, আমার প্রাণের ব্যথা তুমি, ব্যথার উপশম তুমি। আমার অহংকারমূলক সমুদায় চেষ্টার ব্যর্থতা প্রমাণ করে তুমি

আমাকে দীনভাবে, অসহায় ভাবে, অনন্যশরণ হয়ে, তোমার নিকট ব্যাকুল প্রার্থনা কত্তে সমর্থ কর। যা কিছু নিজের মনে করি তা প্রশ্বাসরূপে ফেলে দিই। তোমার কৃপা নিশ্বাসরূপে আমার ভিতরে প্রবেশ করে আমাকে নবজীবন দিক্, তোমাতে জীবিত করুক্।

৯।৫।'৩৬

চত্বারিংশৎ বিন্দু—আশার কথা

তোমাকে আত্মারূপে পেয়েও আমি এত অস্থির হই কেন? এই তো তুমি সুলভ, সুগম, চির-বর্ত্তমান। যেমন তোমার বিচিত্র বিশ্বরূপে, তেমনি বিশ্বরূপ সরিয়ে দিয়ে, এই অন্ধকার-মধ্যে, তুমি বিদ্যমান। তুমি প্রাণ, তুমি মন, তুমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বোদ্ধা, স্মর্ত্তা, নানা ভাবে, নানা রূপে, এক অখণ্ড বস্তু হয়ে, প্রকাশিত। আমার দৈনন্দিন জীবনের সকল অবস্থায়, সকল কাজে, তুমি জ্ঞানরূপে, শক্তিরূপে, কর্ত্তারূপে, প্রকাশিত হোচ্ছ। তোমাকে প্রয়াস করে ধর্ত্তে যাই কেন? তুমি তো ধরা দিয়েই রয়েছ। তোমার নামই বা অত বার উচ্চারণ করি কেন? নামী যে তুমি, তুমি তো প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাশিত, চোখ্ মেলে তোমাকে দেখ্‌লেই তো হয়। হে আমার আত্মন্, আমার আমিত্ব, আমার সর্ব্বস্ব, তোমার চেয়ে অন্তরতর আর কিছুই তো নেই, আর কেউই তো নেই। তুমি অন্তরতম। আমি যা চাই তা তো পেয়েছি। এই তোমার ভালবাসা। প্রতি মুহূর্ত্তে, জীবনের প্রতি স্পন্দনে, তোমার ভালবাসা। এই ভালবাসা আমার হৃদয়ে, সাক্ষাৎ অনুভবের বিষয়, অনুমান কর্ত্তে হয় না, প্রমাণ কর্ত্তে হয় না। আমার উঠায় বসায়, আমার প্রতি চিন্তায়, প্রতি

পাদক্ষেপে, প্রতি কাজে, এই ভালবাসা। আমার দেখায়, আমার শোনায়, আমার স্পর্শে, আঘ্রাণে, আস্বাদনে, এই ভালবাসা। আমার বই পড়ায়, আমার এই লেখায়, আমার বলায়, এই ভালবাসা। আমি যে প্রেমিককে চাই, প্রিয়কে চাই, যার মত আর কেউ ভালবাসে না, যাকে আমি সব চেয়ে বেশি ভালবাসি, যাকে নিয়ে আমি নির্জ্জনে, গোপনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন কাটাতে পারি, যাকে পেলে সব অভাব পূর্ণ হয়, সেই ব্যক্তি তো তুমি। তুমি এমন কাছে, এমন ঘনিষ্ঠ, এমন ব্যস্ত, এমন আদরযুক্ত যেমন আর কেউ নয়, যেমন আর কেউ হোতে পারে না। আমার সাধনার ব্যর্থতাবোধ, তোমার কৃপার বিপক্ষে আমার অভিযোগ, সব তো এখন চলে যাওয়া উচিত। আমার সব সাধ তো পূর্ণ হোল, আর তো কিছু চাইবার রইল না। এখন যদি আমি শান্ত না হই, সুখী না হই, তবে তার ওজর কোথায়? আমার অত দিনের সুখস্বপ্ন কি তবে সফল হোতে চল্‌লো? আমার দুঃখের নিশা কি অবসান হোল? এই যাকে আমার হৃদয় বলি, এতে যে অসীম, অগাধ, অতলস্পর্শ প্রেম রয়েছে, এতে যে সকল মায়ের মাতৃত্ব, সকল পিতার পিতৃত্ব, সকল পত্নীর পত্নীত্ব, সকল স্বামীর স্বামিত্ব, সকল বন্ধুর বন্ধুত্ব, রয়েছে, তা' কে জান্‌তো? এ' যে জগতের সকলকে আলিঙ্গন কত্তে পারে, এ'র কাছে যে সকলই

আপন, তা' কে জান্‌তো? এই হৃদয়ে যে সমস্ত শান্তির উৎস, সমস্ত তৃপ্তির উৎস, সমস্ত সুখের উৎস রয়েছে, তা' কে জান্‌তো? তুমি আজ আমাকে কি দেখালে, কি শুনালে, কি আশা দিলে, কি প্রতিশ্রুতি দিলে! আমি চেয়ে থাকি তোমার মুখপানে। আমি প্রতীক্ষা করে থাকি দেখ্‌বার জন্যে অতঃপর তুমি আমাকে নিয়ে কি কর। তোমার পক্ষে অসম্ভব কিছুই নয়। তোমার রাজ্যে অদ্ভুত, আপাত-অসম্ভব ঘটনা অনেক ঘটেছে, শুনেছি। তুমি আমাকে প্রেমিক করবে, প্রেমে ডুবাবে, আমার সমস্ত সন্দেহ, অবিশ্বাস, অপ্রেম, একেবারে ধুয়ে ফেল্‌বে, এ'কথা আমার মত অবিশ্বাসীর কাছেও অসম্ভব বলে বোধ হয় না। দেখি তুমি কি কর।

১০।৪।৩৬

৪১এর বিন্দু—অহেতুকী কৃপা

সে-দিন যে ভাবে দেখা দিয়ে কৃতার্থ কল্লে, অত আশান্বিত কল্লে, আজ সেভাবে দেখ্‌তে গিয়ে কৃতকার্য্য হোচ্ছিনে। একেবারে নির্জ্জনে, গোপনে, অন্ধকারের মধ্যে, তোমাকে দেখ্‌তে গিয়ে, ধত্তে গিয়ে, মন তোমাতে মজ্‌ছে না। এই অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে তুমি যে তোমার বিশ্বরূপ আস্তে আস্তে দেখাচ্ছ, স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ, তাতেই বরং তৃপ্তি হোচ্ছে। আমি অজ্ঞানী, ভোলা, নিদ্রালু, আর তুমি সর্ব্বজ্ঞ, চির স্মৃতিশীল, অনিদ্র থেকে আমার কাছে, আস্তে আস্তে, নানা বেশে, আস্‌ছ, আমার জন্যে তুমি যে ব্যস্ত, তারই পরিচয় দিচ্ছ, আমার হৃদয় চাইছ, এই দেখেই তোমার দিকে আকৃষ্ট হোচ্ছি। তোমার এই আত্মপরিচয় দান, আমার জন্যে তোমার ব্যস্ততা, তোমার কৃত আমার সেবা, যত্ন, সারাদিনই তো চলে। আমার হৃদয় যদি সরস হোত, আমার যদি উজ্জ্বল প্রেমানুভব-শক্তি থাক্‌তো, তবে আমি সারাদিনই তোমার সঙ্গিত্ব অনুভব কত্তাম, সারাদিনই প্রেমে মজে থাক্‌তাম, সারাদিনই শান্তি সুখ ভোগ কত্তাম। তাহোলে আমার জীবনব্যাপী চেষ্টা সার্থক হোত। আমি শান্তির উৎস, বলের উৎস, আবিষ্কার করে চিরসুখী, চিরকর্ম্মী, চিরসেবক, হোতাম, আর এই শান্তির উৎস, বলের

উৎস, জগতের লোককে দেখিয়ে কৃতার্থ হোতাম। কিন্তু আমার তো সেই প্রেমানুভব নেই। আমি তোমার প্রেম-ব্যস্ততা শুষ্ক চোখে দেখি, শুষ্ক হৃদয়ে চিন্তা করি, আর দেখার ফল বন্ধুদের বলি, সময়ে সময়ে প্রবন্ধ ও পুস্তকের আকারে লিপিবদ্ধ করি। সময় সময় তোমার প্রেমদর্শনে আমার হৃদয় গলে যায়, আমার অশ্রুপাত হয়, কিন্তু সেই গলা ভাব, সেই অশ্রুপাত, বেশি ক্ষণ থাকে না। আমার হৃদয়ে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চায় হয়নি। আমি হৃদয় দিয়ে তোমাকে আক্‌ড়ে ধত্তে পারিনি। মুহূর্ত্তের জন্যে তোমাকে ধরি, আবার ছেড়ে দিই। মুহূর্ত্তের জন্যে তোমার চরণে মাথা রাখি, আবার দেখি তোমার চরণ থেকে আমার মাথা সরে পড়েছে। এই অবস্থা থাক্‌লে জীবন শান্তিময় হবে না, শান্তিতে মত্তেও পারব না। এই অবস্থার উপরে কি করে উঠি তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তুমি আমাকে বার বার দেখিয়ে দিচ্ছ যে আমার সমুদায় সাধনচেষ্টার মধ্যে একটা নিজের কর্ত্তৃত্ববোধ রয়েছে যা আমার সমুদায় চেষ্টা বিফল করে দিচ্ছে। তোমার সর্ব্বময়ত্ব-বোধের দ্বারা, নিজের অকিঞ্চনত্ব-অনুভবদ্বারা, তো সেই কর্ত্তৃত্ববোধ দূর কত্তে শত চেষ্টা কচ্ছি। কিন্তু তা তো এখনও দূর হোচ্ছে না। দূর না হোলে তোমার সঙ্গে স্থায়ী যোগ স্থাপিত হবে না, তাও বুঝ্‌তে পাচ্ছি। এখন এই বাধা কেমন করে দূর হয় বল। তুমি বার বার বলেছ প্রার্থনা সম্বল কত্তে। তাই

বা পাচ্ছি কৈ ? সাংসারিক গণনায় মনে হয় জীবনের স্রোত ফির্‌বার সময় আর নেই। কিন্তু তোমার কৃপার দিকে তাকালে সবই সম্ভব বলে মনে হয়। আমি অসহায় হয়ে তোমায় কৃপার শরণাপন্ন হই। তুমি আমাকে নতুন করে ব্যাকুল প্রার্থনায় দীক্ষিত কর। প্রার্থনার মধ্যেও কর্ত্তৃত্ববোধ ঢোকে। মনে হয় আমার প্রার্থনার বলে তোমাকে নাবিয়ে আনব। ব্যাকুল প্রার্থনার শক্তিও আমার নেই। তোমার অহেতুকী কৃপাই আমার সম্বল, আমার আশার স্থল। সময়ে সময়ে যে তোমার কৃপার স্পর্শ পাই, আবার তা'থেকে বঞ্চিত হই, এ'র মধ্যে কোন হেতু দেখি না। হেতু খুঁজ্‌তেও যাব না। তোমার অহেতুকী কৃপায় আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, তোমার প্রেমরাজ্য স্থাপিত হোক্, এই আমার কাতর প্রার্থনা।

১৯।৪।৩৬

৪২এর বিন্দু—সমস্যাপূরণ, আদেশপালন

মনে নানা সমস্যাই উঠে। জ্ঞান সম্বন্ধে, কর্ত্তব্য সম্বন্ধে, সমস্যা। তোমাকে ছেড়ে, অহংকারমূলক নিজের চিন্তা দিয়ে, সে'সকল সমস্যা পূরণ কত্তে যাই। একটা সামান্য বিষয় স্থির কত্তে গিয়ে কত বার ভাবি, স্থির করেও নিশ্চিন্ত হোতে পারি না। যা এক মুহূর্ত্তে স্থির করি, পরমুহূর্ত্তে তা অস্থির হয়ে যায়, আবার চিন্তা কত্তে বসি। এই অস্থিরতায় মন তোমাথেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়ে। আগেকার শান্ত সরল ভাব হারিয়ে আর তোমাকে তেমন উজ্জ্বলরূপে অনুভব কত্তে পারিনে, মধুর ভাবে সম্ভোগ কত্তে পারিনে। তুমি আমাকে কত বার বলেছ সব সমস্যা তোমার কাছে আন্‌তে, যদি ভাব্‌তে হয় তবে তোমার কাছে বোসে ভাব্‌তে, তোমার অভিপ্রায় জান্‌বার জন্যে চেষ্টা কত্তে। তোমার এই আদেশ মেনে চল্‌লে আর আমার এই দশা হোত না। আমার মন তোমাতে বোস্‌ত, হৃদয় তোমাতে মজ্‌তো। তোমার আদেশ না মেনে আমার এই দশা হয়েছে। এই দেখ অবাধ্য সন্তান ঘুরে ফিরে, দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়ে, আবার তোমার কাছে এয়েছে। এখন থেকে তোমার কথামতই চল্‌তে চায়। যখন কিছু স্থির কত্তে হয় তখন তোমার কাছে

বস্‌ব। তোমার মুখপানে তাকাব, তোমার ইচ্ছে জান্‌তে চাইব, জান্‌তে পাল্লে তাই কর্‌ব, জান্‌তে না পাল্লে নিজের কল্পনার বশ হয়ে কিছু কর্‌ব না। এই তো সঙ্কল্প কচ্ছি, সঙ্কল্প কত দূর থাক্‌বে জানিনে। অস্থির চিন্তার অভ্যেস অত হয়ে গেছে যে তার ফলে অনিবার্য্য দুঃখভোগ হোচ্ছে। এই কর্ম্মফল কি সত্যিই অনিবার্য্য? এ'কি চিরস্থায়ী? তা হোলে আর জীবনের আশা কি? তোমার কৃপায় সঞ্চারিত শক্তিতে তো অনেক বাধা দূর হয়। আমার এই কর্ম্মফল কি তাতে নষ্ট হয়ে যাবে না? তোমার কৃপায় তো সবই হোতে পারে বলে আশা হয়। আমি ঘোরা ফেরা ছেড়ে তোমার ঘরে, তোমার কাছে, বসি। আমাকে দিন কয়েক তোমার কাছে স্থির হ'য়ে বস্‌তে দেও। তোমার প্রেমের আস্বাদন একটু আমাকে দেও। তাহোলে আর তোমার কাছছাড়া হোতে আমার ইচ্ছে হবে না। যে পথ অবলম্বন করে অত দুঃখ পাই তার দিকে আর যেতে প্রবৃত্তি হবে না। তোমার যা ইচ্ছা জান্‌ব তার উপর আস্থা হবে, মন স্থির ভাবে তাই অনুসরণ করবে। তোমার ইচ্ছে না জান্‌লে নতুন কিছু কত্তেও প্রবৃত্তি হবে না। চিন্তার শ্রম তো ফুরিয়ে আস্‌ছে। আজই এমন অবস্থা আন্‌তে পার যাতে চিন্তা একেবারে থামাতে হবে বা থেমেই যাবে। এপথে চলে আর কেন দুঃখ বাড়াই, মৃত্যু ডেকে আনি,—শারীরিক

মৃত্যু, আধ্যাত্মিক মৃত্যু ? এখানকার বাকি সময়টা শান্তিতে কাটাতে দেও,—তোমার মুখপানে তাকিয়ে থেকে, তোমার কোলে বোসে, তোমার বাহুবেষ্টন অনুভব করে। তোমার শেখান ধর্ম্ম যে সত্তি, আর সত্তি বলেই প্রেমপ্রদ, শান্তিপ্রদ, সুখপ্রদ, বলপ্রদ, তা নিজ জীবনে উপলব্ধি করি, আর পার্শ্ববর্ত্তীদের কাছে প্রমাণ করি। এই রূপে জীবন সফল কর, সার্থক কর।

২১।৪।৩৬

৪৩এর বিন্দু—আশ্বাসবাণী

বড় ভীত উদ্বিগ্ন মন নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম। ক্রমাগতই ভয় হয় বুঝি তোমাকে হারালাম, আর হারাব বলে দারুণ উদ্বেগ হয়। তুমি প্রাণরূপে, জীবনরূপে, আত্মা-রূপে, দ্রষ্টারূপে, শ্রোতারূপে, মন্তারূপে, বোদ্ধারূপে, স্মর্ত্তা-রূপে, বিচিত্র বিশ্বরূপে, প্রকাশিত হয়ে দেখালে তোমাকে হারাইনি। নির্জ্জনে, নিভৃতে, অন্ধকারের মধ্যে, প্রিয়রূপে, প্রেমিকরূপে, অন্তরতর, অন্তরতমরূপে, দেখা দিয়ে আশান্বিত কল্লে যে তোমাকে হারান অসম্ভব। যে প্রিয়তম ব্যক্তিদের এক সময়ে উচ্ছ্বসিত প্রেমের সহিত আলিঙ্গন করেছি, তারা তো দূরে চলে গেছে। তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তো অন্তরতম ছিল না। তোমার সহিত ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠতার তুলনাই হয় না। তাদের দেখা, শোনা, স্পর্শ, আলিঙ্গন অপেক্ষাকৃত বাইরের ছিল। বাইরের ছিল আর সাময়িক ছিল। তাতে হৃদয়ের সব কামনা পূরণ হোত না। তোমাকে ভালবাস্‌তে পাল্লে হৃদয় একেবারে পূর্ণ হয়ে যাবে। সেই ভালবাসাই আমার হোচ্ছে না। তাই আমার ভয়, তাই আমার উদ্বেগ। তোমার সঙ্গে আমার যা কিছু মিলন হয়, সমুদয়ের মধ্যে চিন্তার প্রভাব, বুদ্ধির প্রভাবই বেশি দেখি। প্রেম যদি থাকে, তা' অতি অল্প।

তা' প্রভাতের শিশির বিন্দুর মত শুকিয়ে যায়। আমার চিন্তা, আমার বোঝা, যতই গভীর হোক্, তাতে আমি স্থায়ী ভাবে তোমাকে পাব না; এ'কথা তুমি আমাকে বার বার বলেছ। প্রেমের অভাবেই আমি তোমাকে স্থায়ী ভাবে পাচ্ছি না। প্রেমের অভাবে চিন্তা বোঝাও অস্থির হয়ে যায়। এক বিন্দু প্রেমের প্রভাবে হারান জ্ঞান আবার ফিরে আসে। তোমার চিন্তা বিচার আমি চেষ্টা করে কত্তে পারি। তুমি সেই চেষ্টাকে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত কর, সফল কর; কিন্তু চিন্তা করে আমি প্রেম আন্‌তে পারি না। কি নিয়মে তুমি প্রেম জাগাও, প্রেমকে শুকিয়ে ফেল, তা' আমি বুঝ্‌তে পারি না। তুমি যখন হৃদয়ে প্রেমের উদয় করে আমার সাধনা সফল কর, তখন মনে হয় এই সফলতা আর বুঝি যাবে না। কিন্তু তা তো হয় না, সে-অবস্থা তো বরাবরই চলে যায়। আমি যখন জীবন্ত ভাবে, মধুর ভাবে, তোমাকে পাই, তখন যদি তোমাকে নিয়ে বোসে থাকি, তোমাকে আর না ছাড়ি, না ভুলি, তবে কি তুমি একেবারে স্থায়ী ভাবে আমার হয়ে যাও? আমার তাই মনে হয়। তোমাকে না ছাড়্‌লে, না ভুল্‌লে, তুমি কেন বিনা কারণে আমায় ছাড়্‌বে? কিন্তু তোমাকে এই রূপে দৃঢ় ভাবে, স্থায়ী ভাবে, ধরে রাখ্‌বার শক্তি সুবিধা তো তুমি আমাকে দেও না। আমি তোমার কৃপার উপর নির্ভর করে দেখি আমি যতটা সম্ভব তোমার কাছে বোসে থাকৃতে পারি কি না।

আমার হৃদয়ে প্রেমের বীজ নেই বলে তো বোধ হয় না। আমার সেই প্রথম বয়সের প্রেমপিপাসা তো অতৃপ্তই রয়েছে, তুমি দেখ্‌তে পাচ্ছ। মানুষের কাছে নিরাশ হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমার বাঞ্ছিত প্রেম কোন মানুষ দিতে পার্‌বে না, তা' আমি নিশ্চয় বুঝেছি। তুমি ছাড়া প্রেমের তৃপ্তি আর কোথাও নেই তা আমি নিশ্চয় জানি। এখন তোমার কাছে যদি সে-প্রেম না পাই, তোমাকে ভালবেসে যদি শান্ত, সুখী, সবল না হোতে পারি, তবে জীবন বিফলই হোল, জীবনের অবলম্বিত কার্য্যও অকৃত রইল। তুমি যে আমার জীবন এই রূপে ব্যর্থ কর্‌বে তা তো বিশ্বাস হয় না। এই চেষ্টা, এই প্রার্থনার মধ্যেই কৃতার্থতার বীজ দেখ্‌ছি। প্রত্যেক চেষ্টা, প্রত্যেক প্রার্থনাই, আংশিক ভাবে সার্থক আর পূর্ণ সার্থকতার প্রতিশ্রুতি, এই কি তোমার বাণী শুন্‌ছি ?

২৯।৪।৩৬

৪৪এর বিন্দু—সত্য শিব সুন্দর

অনেক ক্ষণ ধরে বাহিরে বাহিরে ঘুচ্ছিলাম, তোমাকে দেখ্‌ছিলাম না, তোমাতে ডুব্‌ছিলাম না, তার শাস্তি তুমি এই দিচ্ছ যে এখন তোমার কাছে এসেও তোমাকে ভাল করে ধত্তে পাচ্ছিনে। কিন্তু ধরা না দিয়ে যাবে কোথায়? আমার কাছে এমন ভাবে প্রকাশিত হয়েছ, আমার অত ভিতরে গিয়ে তুমি প্রবেশ করেছ, আর তোমার অনুভবের আস্বাদনও আমাকে সময় সময় অতটা দিয়েছ, যে আমি তোমায় সময় সময় ছেড়ে থাক্‌লেও খুব বেশি ক্ষণ সে ভাবে থাক্‌তে পারি না। তুমি আমার শান্তি, তুমি আমার বল, তুমি আমার কাজের উৎসাহ; তোমাকে ছেড়ে থাক্‌লে আমি অস্থির হই, অকর্ম্মণ্য হই; আমার আর বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয় না। তাই এখন চাই যে এই ছাড়াছাড়ি একেবারে চলে যাক্। ছাডাছাড়ি তো কখনও হয় না, হওয়া তো অসম্ভব, তবে ছেড়েছি কেন মনে করি? এই তো তোমাকে দেখ্‌ছি বিচিত্র বর্ণে, বিচিত্র আকারে। তুমি ছাড়া তো দেখ্‌বার বস্তু আর কিছুই নেই। এই তো তোমার বাণী শুন্‌ছি সব শব্দে। তুমি ছাড়া শুন্‌বার বস্তু আর কিছু তো নেই। তোমাকে বিবিধ রূপে স্পর্শ কচ্ছি। তুমি ছাড়া স্পর্শের বস্তু আর কিছুই নেই। তুমিই চিন্তা, বুদ্ধি আর স্মৃতির বিষয়।

তুমি ছাড়া আর কোন বস্তু চিন্তা করি না, বুঝি না, স্মরণ করি না। তুমিই বিশ্বরূপী, বিশ্বাত্মা, আমার আত্মা। তুমি একমাত্র, অখণ্ড, অনন্ত, সত্য বস্তু, সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপী। এই ভাবে তোমাকে দেখ্‌লেই হৃদয় তৃপ্ত হয়, শান্ত হয়, আনন্দিত হয়। তুমি সুন্দর, তুমি মধুর। তোমায় হারিয়ে কল্পিত মিথ্যা বস্তু দেখ্‌লেই অস্থির হই, ব্যথিত হই, বিপন্ন হই। তুমি শিবস্বরূপ, মঙ্গলময়, প্রেমময়, পুণ্যময়, পবিত্রস্বরূপ। তোমার প্রেম অনুভব করে, তোমাকে হৃদয়ভরা প্রেম দিয়ে, তোমার ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলালেই জীবন ধন্য, কৃতার্থ মনে করি। সত্য, শিব, সুন্দর, জীবনের একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্য রূপে প্রকাশিত হয়েও কেন বাইরে ফেলে রেখেছ? মিথ্যায়, অমঙ্গলে, দুঃখে, মলিনতায়, কদর্য্যতায় ফেলে রেখেছ? তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে শ্রম কর্‌বার আর সময় কোথা, শক্তি কোথা? শরীরের দুর্ব্বলতায় মনের শক্তিও কমে যাচ্ছে বলে বোধ হয়। তোমাকে শ্রমসাপেক্ষ সাধন করে পাব, এই আশা আর করি না। এখন নিজেকে সুলভ কর। দেখ্‌তে চাওয়ামাত্র দেখ্‌ব, দেখামাত্র প্রেমের উদয় হবে, আনন্দের উচ্ছ্বাস হবে, আত্মাতে বল সঞ্চার হবে, ইচ্ছায় ইচ্ছা মিল্‌বে, বিরহ বিচ্ছেদ অসম্ভব হবে, এই কৃপা কর। কৃপাময়ি, কৃপা দেখাও, জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত যে কৃপাপূর্ণ, তা উজ্জ্বল ভাবে অনুভব কত্তে দাও। তোমার সঙ্গে আমার মিলন যে তোমার প্রিয়,

তোমার অভিপ্রেত, কেবল আমার সাময়িক খেয়াল মাত্র নয়, তা উপলব্ধি কত্তে দাও। সমুদায় অহংকারমূলক চেষ্টা শেষ হয়ে যাক্, কেবল কৃপার দিকে তাকাই, তোমার আরব্ধ কাজ তুমি শেষ কর্বে, তোমার বিধান পূর্ণ কর্বে, এই বিশ্বাস করি, তোমার কৃপার উপর নির্ভর করি, তুমি এই ব্যবস্থা কর। বিশ্বাস নিয়ে এসো, নির্ভর নিয়ে এসো, আশা নিয়ে এসো, আশ্বাস নিয়ে এসো।

৬।৫।৩৬

৪৫এর বিন্দু—দৈন্য ও ঐশ্বর্য্য

তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার বিচিত্রতা, সমস্ত সরিয়ে দিয়ে, একেবারে নির্জনে, নিভৃতে, কেবল অন্ধকারের মধ্যে, তোমাকে আত্মারূপে দেখ্‌তে, ধত্তে, চেষ্টা কচ্ছিলাম, তেমন তো কৃতকার্য্য হোলাম না। তোমাকে আত্মারূপে দেখছিলাম বটে, কিন্তু সেই দেখাতে বিশেষ তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। ঐ অন্ধকারটুকু সরিয়ে নিলে তো আমার অস্তিত্ব একেবারেই লুকিয়ে যেতো, যেমন সুষুপ্তিতে লুকিয়ে যায়। এই নিষ্ফল চেষ্টাতে তুমি বরং আমাকে দেখিয়ে দিলে যে এক দিকে তোমার ঐশ্বর্য্য, আর অন্য দিকে যে আমার দৈন্য, এই প্রভেদ-বোধেই তোমার উজ্জ্বল প্রকাশ হয়। প্রভেদ ছেড়ে অভেদ দেখ্‌তে গিয়ে উপলব্ধি হারাই। বিস্মৃতিতে, সুষুপ্তিতে, তুমি স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দেও যে তোমার বিচিত্র বিশ্বরূপ আমার ক্ষুদ্র সাময়িক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে না। অনন্ত দেশে, অনন্ত কালে, তুমি জীবের সাময়িক উপলব্ধির কিছুমাত্র অপেক্ষা না রেখে তোমার পূর্ণৈশ্বর্য্যে বর্ত্তমান থাক। আমার উপর তোমার কোন নির্ভর নেই, কিন্তু আমি সম্পূর্ণরূপেই তোমার উপর নির্ভর কচ্ছি। যা-কিছু আমার বলি, তা আমার সুষুপ্তিতে সম্পূর্ণরূপে তোমাতে লুকিয়ে যায়, 'আমি'-বোধ, 'আমার'-বোধ, কিছুই থাকে না। তুমি আমার

নিদ্রা ভঙ্গ কর, বিস্মৃতির অন্ধকার সরিয়ে ক্রমশঃ জীবন-লীলা স্মরণ করাও, তোমার লুকান বিশ্বরূপ ক্রমশঃ পুনঃ প্রকাশিত কর। এই ব্যাপারে তোমার সঙ্গে আমার প্রভেদ, অভেদ দুই দেখি। সর্ব্বাধার, সর্ব্বজ্ঞ, এক, অখণ্ড, অনন্ত পুরুষ, তুমি নিজে থেকে ভিন্ন, সসীম, অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তি, জীব সৃষ্টি করে তার কাছে খণ্ডাকারে নিজেকে প্রকাশিত না কল্লে এই ব্যাপার, এই জীবলীলা, জগৎলীলা, হোতে পাত্তো না। জীব তোমাথেকে ভিন্ন, অথচ তার সবই তোমার, তোমা-থেকে প্রাপ্ত। তার নিজস্ব, স্বাধীন, স্বতন্ত্র, কিছুই নেই। এই তো সৃষ্টির রহস্য, রহস্য অথচ সত্য। সত্যস্বরূপ তুমি যা নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত, তা সত্য বই আর কি হোতে পারে? জ্ঞানস্বরূপ তুমি যা না করে থাক্‌তে পাচ্ছ না, তা' নিরর্থক, নিষ্প্রয়োজন, হোতে পারে না। অনন্তস্বরূপ তুমি যা' তোমার অব্যক্ত স্বরূপের ভিতর থেকে ব্যক্ত কচ্ছ, তা' মূল্যহীন হোতে পারে না। যার কাছে নিজেকে প্রকাশ কচ্ছ, আত্ম-পরিচয় দিচ্ছ, তার মূল্য নিশ্চয়ই অনন্ত, সে নিশ্চয়ই তোমার প্রেমপাত্র। কেবল প্রেমপাত্র নয়, তুমি তার কাছে প্রেম চাও। তাকে প্রেমিক করে, তোমার সঙ্গে যুক্ত করে, ধন্য কত্তে চাও। আমাকে দিয়ে এই কথা বলাচ্ছ, আরো কত বার বলিয়েছ, কিন্তু আমি তা বল্‌বার কিছুমাত্র উপযুক্ত নই। আমি তো প্রেমিক হোতে পাল্‌লাম না, আমার জীবন তো ধন্য হোল না, কৃতার্থ হোল না। আমার জীবনের

প্রতি স্পন্দনে আমি তোমার প্রকাশ দেখি, ব্যস্ততা দেখি, কিন্তু সেই দেখাতে আমার হৃদয় পরিবর্ত্তিত হয় না, আমার জীবন প্রেমময় হয় না, যোগময় হয় না। এই দেখার ফল কি? এক মুহূর্ত্তে দেখা, পরমুহূর্ত্তে ভোলা, এই ভাবে জীবন নিষ্ফল হোচ্ছে। তোমার পরিচালিত জীবন,—তোমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেমে পরিচালিত জীবন,—নিষ্ফল হবে, তাও তো বিশ্বাস কত্তে পাচ্ছি না। তবে সফলতা দেখাও। তোমার প্রেম, তোমার মঙ্গলময় অভিপ্রায়, উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত কর। চঞ্চল দৃষ্টি স্থির কর। ক্ষুদ্র, অসার থেকে চিন্তাকে সরিয়ে এনে তোমার ঐশ্বর্য্যে, তোমার সৌন্দর্য্যে, তোমার মাধুর্য্যে, স্থাপন কর। হৃদয়ের অন্তরতম, নিভৃততম, স্থান থেকে তোমার দিকে প্রেমস্রোত প্রবাহিত কর। তোমার প্রেমে মগ্ন হয়ে জীবন সার্থক করি।

৮।৫।৩৬

৪৬এর বিন্দু—প্রেমের পথে বাধা

যা বলি 'আমি' আর 'আমার', আমার দেখা, শোনা, জানা; আমার দৃষ্ট, শ্রুত, জ্ঞাত; সবই তো তোমার হয়ে যায়। সব বিদায় করে দিয়ে যখন অন্ধকারে বসি, তখনও সেই অন্ধকারের জ্ঞাতা 'আমি', আর 'আমার' জানা অন্ধকার, তুমি ও তোমার হয়ে যায়। তখন তোমাথেকে স্বতন্ত্র 'আমি' আর 'আমার' কিছুই থাকে না। অহংকার তখন চূর্ণ হয়ে যায়। তাই চাই। তুমি যে বল যে তুমিছাড়া স্বতন্ত্র আমি কিছু নই, তা স্পষ্টরূপে উপলব্ধি কর্‌বার জন্যে ভিড় থেকে নির্জ্জনে চাই, আলোক ছেড়ে অন্ধকারে যাই। কিন্তু তোমার সঙ্গে অভেদ উপলব্ধি করেও দেখি তোমার সঙ্গে আমার অভেদের অবিরোধী ভেদ রয়েছে। তোমার যে বিশ্বরূপ বিদায় করে দিই তা' অল্প অল্প করে ফিরে আস্‌তে থাকে। দূর নিকটের দৃশ্য স্মরণ হোতে থাকে, অতীতের ঘটনা বর্ত্তমানবৎ স্মৃতিতে উদয় হয়। তোমার কাছে দূর নিকটের ভেদ নেই, অতীত বর্ত্তমানের ভেদ নেই, সবই তোমার ভিতর সমান ভাবে, নিত্যভাবে রয়েছে। সবই তোমাথেকে আমাতে ফিরে আসে। তুমি কিছু হারাও না, আমি সব হারাই, আবার ফিরিয়ে পাই। তোমাতে আমাতে এই ভেদ অস্বীকার কত্তে পারিনে। কিন্তু সুষুপ্তিতে এই

ভেদবোধটাও আমার থাকে না। তখন 'আমি'-বোধটাও তোমাতে লুকিয়ে যায়। কিন্তু এই লুকানর অবস্থাতে আমার কিছুই তো নষ্ট হয় না। জাগ্রতে আমার 'আমি'-বোধ তুমি আমাকে ফিরিয়ে দেও। ক্রমশঃ আমার অর্জ্জিত জ্ঞানসম্পত্তি ফিরে এসে আমার জাগ্রৎ জীবন রচনা করে। এই জাগ্রৎ জীবনে 'তুমি' 'আমি'র লেনাদেনা, ভেদাভেদ, ক্রমাগত চল্‌তে থাকে। এই লীলা যে প্রেমের লীলা, তা তো তুমি আমাকে সহস্র বার দেখিয়েছ। কেউ তো এই লীলা কত্তে তোমাকে বাধ্য করে না, তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই লীলা কর। তোমার ভাল না লাগ্‌লে তুমি এই লীলা কত্তে না, ভাল লাগে বলেই কর। আমাকে তোমাথেকে ভিন্ন করে সৃষ্টি করে লালন, পালন, জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া, প্রেম শিক্ষা দেওয়া, আমার প্রেম চাওয়া, এ'সব তুমি কত্তে না, যদি আমাকে ভাল না বাস্‌তে। এই তো সৃষ্টির সার তত্ত্ব, সার মর্ম্ম, তুমি আমাকে দেখাচ্ছ। আমার শিক্ষা অত কম হয়েছে সে এই সার তত্ত্বটা, এই মর্ম্ম কথাটা, বার বার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। ভালই হোল। এতে আমার জ্ঞানের অহংকার চুর্ণ হয়ে যাচ্ছে। এমন সার কথা যে ধরে রাখতে পারে না, যাকে বার বার এ'কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, তার জ্ঞান তো কিছুই হয়নি, তার জ্ঞানের বড়াই তো একেবারে ব্যর্থ। এই রূপে আমার অহংকার চূর্ণ করেই বুঝি তুমি আমাকে তোমার কর্‌বে, তোমার

প্রেমে প্রেমিক করে কৃতার্থ কর্‌বে? তাই হোক্। প্রেমিক হবার পক্ষে বাধা যে কত আছে তা আমি জানি না, তাই অত বুড় হয়েও কেন প্রেমিক হোলাম না, এই ভেবে আকুল হই, সময় সময় নিরাশ হই। তুমি আমাকে কেন এখনও প্রেমিক কল্লে না, এই বলে তোমার বিপক্ষে অভিযোগ করি। অন্য অনেককে তুমি হয়ত অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে প্রেমিক করেছ। আমার বেলায় অন্য ব্যবস্থা দেখ্‌ছি। অভিযোগ করে কি করব? আমার বাঞ্ছিত পথে নয়, তোমার অভিপ্রেত পথে, তুমি আমাকে প্রেমধামে নিয়ে যাবে। 'নিয়ে যাবে' এই যে আশ্বাস দেও, এতেই সন্তুষ্ট থাকি। এতেই তো যেন অনেকটা এগিয়ে যাই। আর কি বেশি দেরি আছে?

২৬।৬।৩৬

৪৭এর বিন্দু—অভঙ্গ যোগ

এই তুমি আত্মা। তোমাকে আত্মারূপে জান্‌ছি। জ্ঞাতা জ্ঞেয় দুইই তুমি। দুয়ে এক, একে দুই, অপূর্ব্ব রহস্য, সমস্ত রহস্যের সমাধান। তোমাকে ভাল করে দেখি, তোমাকে ভাল করে ধরি। এই যে জ্ঞেয়-জ্ঞাতা, বিষয়-বিষয়ী, ভেদাভেদ-রূপী তুমি, তুমিই অনন্ত, তোমাকে ছেড়ে কিছু নেই। আমি সান্ত, সসীম, আমার কাছে তুমি ক্রমশঃ কত বিষয় প্রকাশ কচ্ছ, সমস্ত বিষয়কে বিষয়ী দিয়ে জড়িয়ে আন্‌ছ, জ্ঞেয়কে জ্ঞাতার ভিতর করে আন্‌ছ। যা আমার সসীমত্বের বাইর থেকে আস্‌ছে তা অদ্ভুত ভাবে আমার হয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাত্মা তুমি আমার উচ্চতর আত্মারূপে প্রকাশ পাচ্ছ। জীবাত্মা অদ্ভুত ভাবে বিশ্বাত্মারূপে ছড়িয়ে পড়ছে। তোমার এই প্রকাশই মুক্তি। এতে আমার সমস্ত বন্ধন কেটে যাচ্ছে। আমার অবিদ্যার বন্ধন, সসীমতার বন্ধন, অশান্তির বন্ধন, বিষাদের বন্ধন, পাপের বন্ধন, অপ্রেমের বন্ধন, সব কেটে দিয়ে তোমার সঙ্গে আমাকে যোগযুক্ত কচ্ছে। এই সর্ব্বমঙ্গলময় যোগের অবস্থায়ই আমি থাক্‌তে চাই। এই যোগের সমস্ত বাধা তুমি দূর কর। এই যোগের অবস্থায় আমি ক্ষণকাল মাত্র থাকি, অধিকাংশ সময়ই যোগভ্রষ্ট হয়ে থাকি। যোগভ্রষ্ট হোলেই আমার মনে হয়

আমার আত্মারূপী যে তুমি, তোমাছাড়া আরো অসংখ্য বস্তু আছে। তুমি যে অনন্ত, সর্ব্বাধার, সর্ব্বময়, সর্ব্বরূপী, তা তুমি আমাকে অসংখ্য বার দেখিয়েছ, কিন্তু যোগভ্রষ্ট হোলে সে দর্শন আমার হাতছাড়া হয়ে যায়, বুদ্ধির একটা সিদ্ধান্ত মাত্র হয়ে থাকে। এই সিদ্ধান্ত আমাকে শান্তি দিতে পারে না। সংসারের নানা ক্লেশকর ঘটনা, আমার মনের নানা ক্লেশকর চিন্তা, আমাকে বিষাদযুক্ত করে। তোমার কাছে এসে তোমার সঙ্গে আমার যোগযুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সেই বিষাদ দূর হয় না। তোমার উপর আমার গাঢ় ভালবাসা থাক্‌লে বুঝি বা আমার যোগ কখনও ভঙ্গ হোত না। অথবা ভঙ্গ হোলেও আমি প্রেমেই তৃপ্ত থাক্‌তাম, সংসার আমাকে ক্লিষ্ট, বিষণ্ণ, কত্তে পাত্তো না, আমি শান্ত হৃদয়ে তোমার সহিত পুনর্মিলনের প্রতীক্ষায় থাক্‌তাম। কিন্তু মনের ক্লেশ আমাকে অস্থির করে, সশঙ্কিত করে, অপ্রেমের চিন্তা আনে, ক্ষুদ্র বাসনা কামনা আনে, তোমাথেকে বহু দূরে নিয়ে যায়। অনন্তস্বরূপ, অদ্বৈত, বিশ্বরূপি, আমাকে তোমার সঙ্গে অভঙ্গ যোগে যুক্ত কর। তোমাকে সর্ব্বত্র দেখি, সর্ব্বত্র শুনি. সর্ব্বত্র স্পর্শ করি, সকল চিন্তায় চিন্তা করি, সকল ভালবাসায় ভালবাসি। বস্তুতঃ তুমিছাড়া তো দেখ্‌বার কিছু নেই, শুন্‌বার কিছু নেই, ছোঁবার কিছু নেই, চিন্তা কর্‌বার কিছু নেই, ভালবাস্‌বার কিছু নেই। তবে আর মোহে পড়ি কেন? তোমাকে ছেড়েছি মনে করি কেন? ভালবাস্‌তে

শিখিনি বলে বুঝি এই দশা হয়? ভালবাসিনা বলেও তো বোধ হয় না। ভাল না বাস্‌লে আর তোমার বিচ্ছেদে কষ্ট হয় কেন? তোমার সঙ্গে মিলন চাই কেন? তোমার সঙ্গে মিলনে আনন্দ হয় কেন? জীবন রহস্যময়। সব রহস্যের সমাধান যে তুমি, তা কেবল বুদ্ধিতে বুঝিয়েছ। এখন তা কাজে বুঝিয়ে, নিত্য অনুভবে অনুভব করিয়ে, যোগময় জীবনে বাস্তব করে, সব সংগ্রাম দূর কর, জীবন ধন্য কর।

২৮।৬।৩৬

৪৮-এর বিন্দু—স্থায়ী মিলন

বেশি আলোর মধ্যে, বহু বিচিত্রতার মধ্যে, তোমাকে হারিয়ে ফেলি, তাই তোমাকে ধরবার জন্যে অন্ধকারে যাই, নির্জনে যাই। সেখানে তোমাকে অন্ধকারের জ্ঞাতারূপে ধরি। সেখানে তোমার সঙ্গে একত্ব অনুভব করি। সেই একত্বের মধ্যেও ভেদ দেখিয়ে দেও। আমাকে তো সবই ভুলিয়ে দেও, কিন্তু তুমি কিছুই ভুল না। অল্প অল্প করে সবই স্মরণ করাতে থাক। তোমার সঙ্গে আমার ভেদ এখানে স্পষ্ট দেখি। ভোলাতেই তো দেখি আমার বিশেষত্ব। না ভোলাতে, স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে, তোমার বিশেষত্ব। যখন সব ভুলে যাই, তখন আমার বিশেষত্ব আর কি থাকে? আমি তো তখন কিছুই জানি না। তোমা থেকে ভিন্ন আমি তখন কোথায়? আমার কাছে তা কিছুই থাকে না। কিন্তু তোমার কাছে সবই থাকে। থাকে বলেই জানি। থাকে বলেই তুমি জানাও। এই নিদ্রা-জাগরণ, স্মৃতি-বিস্মৃতি, জ্ঞান-অজ্ঞান, ক্রমাগত চলছে। আমার সঙ্গে তোমার এই নিত্যলীলা। এই লীলা তোমার স্বভাব। এই লীলা তোমার প্রেম। এই লীলাতেই তুমি মা, আমি ছেলে। এই অদ্ভুত লীলা আর কোথাও দেখি না। মানুষে মানুষে দেখি না। কোন মানুষ আমার অত ভিতরে আসে না, আমাকে এমন

করে কবলিত, আত্মসাৎ, করে না। আমার সর্ব্বস্ব এমন করে হরণ করে না, এমন করে ফিরিয়েও দেয় না। তাই মানুষের ভালবাসায় আর তৃপ্তি পাই না। মানুষের প্রেম থেকে তোমার সঙ্গে প্রেমসাধনের বিশেষ কিছু সহায়তাও পাই না। দুয়ের সাদৃশ্য আমার কাছে বড়ই কমে গেছে। অথচ তুমি এই যে আমার সঙ্গে প্রেমলীলার ছবি দেখাচ্ছ, গভীর নিগূঢ় প্রেমের দাবি বসাচ্ছ,—আমি সেই ছবি ধরে রাখ্‌তে পাচ্ছি না, সেই দাবিও প্রাণভরে স্বীকার কত্তে পাচ্ছি না। তুমি আমাকে সময়ে সময়ে যে ক্ষণিক অনুভূতি দিচ্ছ, এই কাল্‌ গভীর নিশিথে যা দিলে, তাতে দেখাচ্ছ যে তোমার সঙ্গে আমার এমন নিগূঢ় মধুর সম্বন্ধ হওয়া সম্ভব যা মানুষে মানুষে কখনো হয়নি, হোতেও পারে না। কি সে দর্শন! কি সে স্পর্শন! কি সে হৃদয়ের মিশ্রণ! আমি তো কোন কবিতায়, কোন উপন্যাসে, তা পড়িনি। সে তো আমার কল্পনা নয়। তুমি সাক্ষাৎভাবে প্রকাশিত হয়ে, অনুভূত হয়ে, তা দেখাও। কাজেই আমি তার সম্বন্ধে আশা ছাড়তে পাচ্ছি না। আমার জীবনে এই মিলনলাভের বাধা যেন ক্রমশঃই বাড়্‌ছে। তাতে নিরাশাও বাড়্‌ছে। কিন্তু তোমার দাবি তো কম্‌ছে না, দাবি তো বেড়েই চল্‌ছে। তোমার দাবি বাড়াতে মনে হোচ্ছে মিলন, স্থায়ী মিলন, নিকটে আস্‌ছে। বাধা কে দেয় বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আমি তোমায় চাই, তুমি আমায় চাও, বাধা দেয় কে? এখন

বাধা কোথায় ? এই তো তোমার আমার মিলন, অচ্ছেদ্য মিলন। অমিলন তো কেবল কল্পনা। এই কল্পনা আমি মনে স্থান দিব না। তুমি কৃপা করে এই কল্পনা থেকে আমাকে রক্ষে কর। আমার প্রাণকে কেড়ে নেও, মনকে স্থির কর, তোমার কৃপাস্রোত আমার জীবনে অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হোক্।

১০।৭।৩৬

৪৯এর বিন্দু—আত্মপরিচয়

অত কাছে গিয়েও কেমন করে আবার অত দূরে গিয়ে পড়ি, তা বুঝ্‌তে পারিনে। ফিরে আস্‌তে কত কষ্ট হয়! ঠিক যেখানে গিয়েছিলাম, মুহূর্ত্তের জন্যেও গিয়েছিলাম, সেখানে চেষ্টা করেও ফির্‌তে পারিনে। ঠিক জায়গায় যাওয়া হয় কি না সন্দেহ। গেলে বোধ হয় আর ছাড়া যায় না! সেই জায়গায় যাবার চেষ্টা তো চল্‌ছে, চেষ্টার ফল তেমন হোচ্ছে কৈ? কেবল আশা পাচ্ছি নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে জীবনের ব্যর্থতা দূর করবে, জীবন সার্থক করবে, আরো কত জীবন সার্থক করবার আয়োজন হবে। তোমাকে যে চিনিনি তাতো মনে হয় না। এই তো তুমি আত্মারূপী, বিশ্বাত্মা জীবাত্মা একাধারে। আমার জীবন তোমার লীলাপূর্ণ। আমার বিস্মৃতির অন্ধকার ভেদ করে দূর নিকট, বর্ত্তমান অতীতের কত দৃশ্য, কত ঘটনা স্মরণ করিয়ে, জীবলীলা রচনা কচ্ছ! আমার সঙ্গ তো তুমি ছাড় না, আমাকে নিয়ে তো প্রতি মুহূর্ত্তেই তুমি ব্যস্ত। আমি যা চাই তাই তো পেয়েছি। আমার কাছে সর্ব্বদা কেউ থাক্‌বে, আমার সুখদুঃখের সঙ্গে সহানুভূতি দিবে, আমার সব সংগ্রামের সহায় হবে, আমার নিরাশায় আশ্বাস দিবে, আমার প্রশ্নের উত্তর দিবে, যা বোঝা অসম্ভব বা

অনাবশ্যক সে বিষয়ে চুপ করে থাক্‌তে বল্‌বে। এ'সবই তো তুমি কচ্ছ, তবু তোমাতে আমার মন বস্‌লো না কেন। আমার উড়ু উড়ু ভাব যায় না কেন? আমার ভয় যায় না কেন? ভালবাসার সব লক্ষণ তো তোমাতে দেখ্‌ছি, তবু যেন তোমার ভালবাসাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস হোচ্ছে না। তোমার ভালবাসার কাজ দেখে সন্তুষ্ট না হয়ে আমি সাক্ষাৎভাবে তোমার হৃদয় দেখ্‌তে চেয়েছিলাম। তাও তুমি দেখিয়েছ। আজ তুমি আবার ভাল করে আমাকে তোমার হৃদয় দেখাও। এই তো তোমার হৃদয়। এই হৃদয়কে কেবল আমার হৃদয় মনে করে আমি অহংকৃত হই, ভুলে পড়ি, তোমার ভালবাসার দৃষ্টি হারাই। এই যে তোমার আমার এক হৃদয় আমি দেখ্‌ছি, তাতে তো ভালবাসা বৈ আর কিছু দেখ্‌ছি না। আমার জ্ঞান বুদ্ধি স্মৃতিতে তুমি যেমন তোমার সমগ্র বিশ্বরূপ প্রকাশিত কচ্ছ, তেমনি আমার হৃদয়ে তোমার বিশ্বপ্রেম সঞ্চারিত করেছ। আমি তো কাহকে পর ভাব্‌তে পাচ্ছি না। যাদের ভাব্‌ছি, স্মরণ কচ্ছি, সকলকে আপন বলে, প্রিয় বলেই, ভাবছি। এই যে তোমার অনিমেষ দৃষ্টির আলোক আমার কাছে তোমার বিশ্বরূপ প্রকাশিত কচ্ছে, এই আলোককে প্রেমরঞ্জিত দেখ্‌ছি। আমি যে তোমাতে আছি, সেই থাকাকে তোমার কোলে থাকা, তোমার প্রেমালিঙ্গনে থাকা বলেই অনুভব হোচ্ছে। অনেক কষ্টকর

ঘটনা আমাকে সময়ে সময়ে ব্যথিত করে, কিন্তু তোমার এই সাক্ষাৎ প্রেমানুভূতিতে সেই ব্যথা চলে যায়। সেই প্রহেলিকা তোমার প্রেমানুভূতিকে আচ্ছন্ন কত্তে পারে না। তোমার প্রেম সম্বন্ধে তুমি আমাকে অনেক কথা শিখিয়েছ, কিন্তু আমার প্রেমহীনতা সেই সকল শিক্ষা ভুলিয়ে দেয়। আমার হৃদয়ে তোমার হৃদয় দেখে আমি আমার 'প্রেমহীনতা'র কথা কেমন করে বল্লাম? আমার প্রেমহীনতা আমার কল্পনামাত্র। তোমার সঙ্গে আমার অমিলন যেমন কল্পনা, চিরমিলনই সত্য, তেমনি আমার প্রেমহীনতাও আমার কল্পনামাত্র। আমি আমার প্রকৃত পরিচয় পাই না, পেয়েও ভুলে যাই, তাই আমাকে তোমাথেকে দূরে কল্পনা করি। আমার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ামাত্র দেখি আমি তোমার সঙ্গে চিরযুক্ত। তেমনি আমার প্রকৃত স্বরূপ ভুলে গেলেই আমি মনে করি আমি অপ্রেমিক। আমাকে প্রকৃত স্বরূপে দেখলে দেখি আমার হৃদয় তোমাতেই আসক্ত, তোমাতেই মগ্ন। আমাকে সর্ব্বদা নিজ প্রকৃত রূপে দেখতে দাও, তোমার কোলে, তোমার আলিঙ্গনে, তোমাতে প্রীতিযুক্ত, তোমাতে আনন্দিত, তোমাতে পরিতৃপ্ত, দেখতে দাও। এই ব্যবধান, এই দুঃখ, এই সংগ্রাম, শেষ হোক্, জীবন তোমাতে চিরযোগে যুক্ত হোক্।

২৯।৭।৩৬

৫০এর বিন্দু—সাধন ও কৃপা

তুমি আত্মা, তুমি বিশ্ব। তুমি বিশ্বাত্মা, তুমি জীবাত্মা। একাধারে দুইই তুমি। দুয়ে এক, একে দুই। ভেদে অভেদ, অভেদে ভেদ। অচ্ছেদ্য অনির্ব্বচনীয় যোগ। যোগ দেখ্‌লে তো সব দুঃখ চলে যায়। জীবনের ব্যর্থতার জন্যে কত অভিযোগ করি। তোমাতে প্রতিষ্ঠিত হোতে পারিনি বলে নিরাশ হই। সব সাধন ব্যর্থ হয়েছে বলি। তুমি এসব কথার, এসব ভাবের, প্রতিবাদ কচ্ছ। কোনও সাধন ব্যর্থ হয়নি, সব চেষ্টাই সফল হয়েছে, তোমার নিকটে নিয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন তোমার কাছে যাচ্ছি। অহংকারমূলক সাধন ছেড়ে, অকিঞ্চন হয়ে, তোমার অহেতুকী কৃপা না চাইলে সিদ্ধি হবে না ভাব্‌ছি। তুমি আজ আমার এসব কথার ভুল দেখিয়ে দিচ্ছ। আমি যাকে অহংকারমূলক সাধন বল্‌ছি, তাতে তোমার অহেতুকী কৃপা রয়েছে, তাতে আমার কাতর প্রার্থনা রয়েছে। তোমার অহেতুকী কৃপার জন্যে আমার যে কাতর প্রার্থনা, তাও আমার সাধন। আমি সাধন ও প্রার্থনায় বৃথা ভেদ কচ্ছি। তোমার জন্যে যা কচ্ছি তাই তোমার কৃপা, আর তাই আমার সাধন। কোনও সাধন ব্যর্থ হোচ্ছে না। কোনও মুহূর্ত্তে তোমার কৃপাস্রোত বন্ধ হোচ্ছে না। প্রত্যেক

সাধন সফল হোচ্ছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে তোমার কৃপাস্রোত আমাকে তোমার নিকটবর্ত্তী কচ্ছে, তোমার সঙ্গে সজ্ঞান অচ্ছেদ্য যোগের দিকে অগ্রসর কচ্ছে। আমার অভিযোগ বন্ধ কর, আমার নিরাশা দূর কর। প্রত্যেক রাত্রির সুষুপ্তিতে তোমাতে লুকিয়ে যাচ্ছি; আমার সসীম-জীবনের কোনও প্রকাশ থাকছে না। লুকিয়ে যাচ্ছি, অব্যক্ত হোচ্ছি, কিন্তু লীন হোচ্ছি না। আমার সাধনের, জীবন-সংগ্রামের, সমস্ত ফল তোমাতে, তোমার অক্ষয় জ্ঞানে, সঞ্চিত থাক্‌ছে। প্রত্যহ নিদ্রা ভঙ্গ করে তুমি আমাকে সমস্ত ফিরিয়ে দিচ্ছ। তোমার রাজ্যে, তোমার মঙ্গলবিধানে, কিছুই নষ্ট হয় না, কিছুই নিষ্ফল হয় না। আমার অজ্ঞানতা, আমার ভয়, আমার নিরাশা, আমার অবসাদ, দূর করে তুমি আমাকে সবল কর, আশান্বিত কর, উৎসাহযুক্ত কর। তোমার সঙ্গে আমার অভেদ দেখে আমি অনেক সময় আমার ব্যক্তিত্বের মূল্য ভুলে যাই। এই অভেদের মধ্যে অনির্ব্বচনীয় ভেদ করে, আমাকে স্নেহ যত্নের পাত্র করে, তুমি আমাকে অনন্ত মূল্যে মূল্যবান্ করেছ। আমার মূল্য আমি ভুলে যাই, তুমি ভুল না। অনন্তস্বরূপ তুমি যাকে ভালবেসে সৃষ্টি করেছ, তোমাথেকে ভিন্ন করে ব্যক্ত করেছ, যাকে নিয়ে প্রতিমুহূর্ত্তে ব্যস্ত রয়েছ, তার মূল্য তো অনন্তই হবে। তোমার সৃষ্ট সমস্ত জগৎ তো তার মূল্যেই মূল্যবান্। তার সেবায় না লাগ্‌লে চন্দ্র সূর্য্য, অগ্নি বায়ু, নদী সমুদ্র,

বৃক্ষ লতার, কি মূল্য থাক্‌তো? ওগো, তোমার ঐশ্বর্য্য, তোমার মাধুর্য্য, কি তার সম্বন্ধেই সার্থক নয়? তার জীবনের নিয়ন্তা বলেই তুমি ঈশ্বর। তার স্নেহময়ী মা বলেই তুমি মধুর। তোমার সঙ্গে তার অচ্ছেদ্য যোগ কি অপূর্ব্বভাবে দেখাচ্ছ! মানুষ আমাকে ভুলে, আমাকে ছাড়ে। আমি কত লোককে ভুলেছি, কত লোককে ছেড়েছি। মানুষের প্রেমে আমার আস্থা নেই। অনন্ত-স্বরূপ যে তুমি, তোমার প্রেম তো সেরূপ হোতে পারে না। তুমি তোমার সন্তানকে উপেক্ষা কত্তে পার না। কি আশার কথা, আশ্বাসের কথা, পরমানন্দের কথা! আমাকে এই কথা দিন দিন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, শুনাও। আমার অজ্ঞানতা, আমার ভ্রম, আমার অপ্রেম, দূর কর। প্রেমবলে আমাকে বন্দী কর। আমাকে প্রাণভরা প্রেম দিয়ে আমার সমুদায় দুর্ব্বলতা, সমুদায় অশান্তি, সমুদায় দুঃখ, দূর কর।

২৭।১০।৩৬

৫১র বিন্দু—ভেদাভেদ

আমার মন আমাকে বলে, "তুমি যদি পরমাত্মার সঙ্গে একই হোলে, তবে ধর্ম্মসাধনের স্থান কোথায় রইল? পরমাত্মার তো জান্‌বার, অনুভব কর্‌বার, বিষয় নেই,—যা জান্‌তে, অনুভব কত্তে, তিনি সাধন করবেন। তাঁর তো কোনও অশান্তি নেই যে তিনি তা দূর করবার জন্যে, শান্তি পাবার জন্যে, আর কারো কাছে যাবেন! এই একান্ত অদ্বৈতের ভূমিতে এলে তো সব ধর্ম্মসাধন অর্থহীন, সুতরাং অনাবশ্যক হয়ে যায়।" এই কথার উত্তর তো তুমি আমাকে আগে কত বার দিয়েছ। উত্তরটা ভাল করে ধত্তে পারিনি, তাই আবার শুন্‌তে চাইছি। তুমি অদ্বৈত, তা তো প্রত্যক্ষ জান্‌ছি। তোমাকে ধত্তে গিয়ে যাকে বলি আমার আত্মা তাতেই আস্‌তে হয়। এই তো তুমি আত্মা-রূপী। এই আত্মা ছাড়া আর কিছু তো জান্‌ছি না, জানা সম্ভবও নয়। যা কিছু জানি, সবই এই আত্মার সঙ্গে এক। কিন্তু এই যে আত্মা, এই যে তুমি, তোমায় আমায় এই যে একত্ব, এই একত্বের ভিতর এ' কি আশ্চর্য্য দ্বৈত, আশ্চর্য্য ভেদ, রয়েছে! অদ্বৈতের মধ্যে এই দ্বৈত, অভেদের মধ্যে এই ভেদ, স্বীকার না করে তো থাকৃতে পাচ্ছিনে। এই ভেদেই তো আমাকে তোমার উপাসক

করেছে, তোমার সাধক, তোমার অন্বেষণকারী, করেছে। এতেই আমি তোমাকে খুঁজি, তোমাকে পাই, তোমাকে হারাই, আবার পাই। এতেই আমার সুখ, এতেই আমার দুঃখ। আমি যদি চির শান্তির, চির আনন্দের, অবস্থা কোনও দিন পাই, তবে এতেই, এই ভেদাভেদেই পাব। তুমি আমার সমস্ত জ্ঞানের বিষয় কেড়ে নিয়ে আমাকে অন্ধকারে ফেল। ক্রমশঃ এক একটী করে সেগুলি আমার স্মৃতির সমক্ষে আন। সেগুলি যখন ফিরে আসে, তখন দেখি সেগুলি আমারই, সেগুলিতে 'আমার' ছাপ রয়েছে। দেখি ভোলা আমি আর স্মরণকারী আমি একই। এক অথচ দুই। ভুলেছিলাম আমি, কিন্তু স্মরণ করালে তুমি। তুমি অভোলা। তুমি যদি অভোলা না হোতে, তুমি যদি ভুলতে' তবে আমার স্মরণ করা সম্ভব হোত না। তোমার পক্ষে সে ভোলা অসম্ভব, অর্থহীন। যে ভুল্‌লো, যে স্মরণ কল্‌লো, সে তবে কে? তোমাথেকে যে আমি ভিন্ন, তাতো এখানে স্পষ্টই দেখছি। অথচ এই ভিন্নতায় তোমার সঙ্গে আমার একতা ছিন্ন হোচ্ছে না, অচ্ছিন্ন, অক্ষুণ্ণই থাক্‌ছে। আমি তোমার সঙ্গে এক না হোলে তুমি আমার সঙ্গে এই জ্ঞান-অজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, জাগ্রৎ-নিদ্রারূপ অদ্ভুত লীলা কত্তে পাত্তে না। এ'সব ব্যাপারে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার আত্মারূপী তুমিই অদ্ভুত, অনির্ব্বচনীয় ভাবে আমার কাছথেকে লুকিয়ে যাও, আবার প্রকাশিত হও। তুমি

আমার সঙ্গে এক, অথচ আমাথেকে ভিন্ন, এ' না ভেবে আমি থাক্‌তে পাচ্ছিনে। লোকে মনে করে এই দুট কথা পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু তুমি আমাকে দেখাচ্ছ যে দুটই ঠিক, বিরোধ কিছু নেই। লৌকিক ভাষা অসম্যক্, অসম্পূর্ণ। তোমার সাক্ষাৎ প্রকাশ হবার আগে তা তৈরি হয়েছিল, প্রকাশের পর আর নতুন ভাষা তৈরি হয়নি, পুরণো ভাষায়ই নতুন অভিজ্ঞতা প্রকাশ করবার চেষ্টা হোচ্ছে, তাই বিরোধ আছে বলে বোধ হয়, সত্যি বিরোধ নেই। আমি ভাষার বিরোধ দেখে ঘাবড়াচ্ছি না। তুমি উজ্জ্বল ভাবে আমার কাছে প্রকাশিত হও,—দ্বৈতাদ্বৈতরূপে ভেদাভেদরূপে, সসীম-অসীমরূপে, ছেলে কোলে করা, ছেলের জন্য ব্যস্ত, মা রূপে। এই প্রকাশে আমাকে প্রেমিক কর, সাধক কর, সিদ্ধি দাও, কৃতার্থ কর।

১৫।১২।৩৬

৫২র বিন্দু - প্রেম সত্য, প্রেমের পাত্র সত্য

কাল্ তুমি আমাকে যেমন করে তোমার সঙ্গে আমার ভেদাভেদ দেখালে, তাতে কৃতার্থ হোলাম। যারা তোমাকে কেবল অভেদভাবে দেখে সন্তুষ্ট হয়, তারাও কৃতার্থ হয়। যে তুমি অজ্ঞাত অনিশ্চিত ছিলে, সেই তুমি সাক্ষাৎ আত্মারূপে প্রকাশিত হোলে হৃদয় তো তৃপ্তিবোধ, কৃতার্থতা-বোধ, করবেই। কিন্তু এই তৃপ্তিবোধের মধ্যেই যে ভেদ রয়েছে, এ' না থাক্‌লে যে তৃপ্তিবোধ হোত না, তোমার অন্বেষণ সফল হোত না, তা তারা বুঝে না। তুমি আমাকে তা দেখাচ্ছ, তাই আমি তোমাকে জেনে, পেয়ে, দেখে সন্তুষ্ট নই ; যে আমি তোমাকে জান্‌লাম, পেলাম, দেখ্‌লাম, সেই আমিও যে সত্য, তোমার সঙ্গে এক হয়েও সত্য, অপৃথক্ হয়েও ভিন্ন, তা না জেনে আমি সন্তুষ্ট হইনে। তোমাকে পেয়ে যে আনন্দ হয়, তার মূলে রয়েছে প্রেম। তুমি প্রিয়, তুমি আকাঙ্ক্ষণীয়, লোভনীয়, তাই তোমাকে পেয়ে আনন্দ হয়। কিসে তুমি প্রিয় হোলে ? কেন তোমায় পেতে ইচ্ছে করে ? আমার সঙ্গে তোমার নিত্য অদ্ভুত লীলা দেখে। এই লীলা দেখিয়ে দেয় যে তুমি প্রেমিক, তুমি আমাকে নিয়ে ব্যস্ত, যেমন ব্যস্ত মানুষ মানুষের জন্য হোতে পারে না। তোমার

প্রেম আমার প্রেম আকর্ষণ করে। তোমার প্রেমের আভাস না পেলে আমি তোমাকে চাইতাম না। কিন্তু এই আভাসে মন সন্তুষ্ট নয়। মন ভাল করে, স্পষ্ট ভাবে, সাক্ষাৎ ভাবে, অনুভব কত্তে চায় যে তুমি আমাকে ভালবাস। আমি একটা ধাঁদা হোলে, সত্য বস্তু না হোলে, আমার উপর তোমার ভালবাসাও ধাঁদা হয়ে যায়, মিথ্যে হয়ে যায়। তাই আমি যে সত্য বস্তু, সসীম বস্তু, এমন বস্তু যাকে তুমি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে, অশান্তি থেকে শান্তিতে, দুঃখ থেকে সুখে, অভাব থেকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাচ্ছ, তা জান্‌বার জন্যে আমি ব্যস্ত। তুমি আমাকে আমার সত্যতা, আমার মুক্তিলাভ, ভক্তিলাভ, শক্তিলাভ, চির-আনন্দলাভ, যে নিশ্চিত, তা উজ্জ্বলরূপে দেখিয়ে কৃতার্থ কর। তোমাকে আত্মারূপে দেখ্‌লে, আমার সঙ্গে তোমার লীলা দেখ্‌লে, তো এই সব সত্যই দেখা হয়। এই দর্শন আমাকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দাও। এই দর্শন আমার দৈনন্দিন জীবনের আলোক কর। এই আলোক অনাবৃত কর, এ'র সমুদায় আবরণ দূর কর। অন্ধকারে পড়ে, অসহায় বোধ করে, তোমার অবোধ শিশু যে আর্ত্তনাদ করে, তা তো তুমি শুন্‌ছ। তার ভয়, নিরাশা, আকুলতা, তুমি তো দেখ্‌ছ। তোমার কৃপা তাকে অন্তরে বাইরে ঘিরে ফেলুক্, তার সমুদায় ভয়, দুঃখ, বিপদ দূর করুক্।

১৬।১২।৩৬

৫৩র বিন্দু—প্রেমের ক্ষুধা মিটছে না

ওগো আমার আত্মন্, অন্তরাত্মন্, অন্তরতর, অন্তরতম, তোমাকে হারাই কেমন করে? তোমাকে তো কখনও হারাই না। কে কাকে হারাবে? নিত্যপ্রকাশ তুমি। তুমি বল 'আমি আছি', তাতেই আমার বলা সম্ভব হয় 'আমি আছি'। 'তুমি' 'আমি' ভেদটা কি করে হয়? হয় বুঝি এই জন্যে যে তুমি এক অনন্ত হয়েও অদ্ভুতরূপে অসংখ্য সান্তকে বুকে ধরে আছ? তুমি প্রতিক্ষণেই বল্‌ছ 'বহুঃ স্যাম্', 'বহু হই'। বহু তো হয়েই আছ, আর এই বহুর সঙ্গে নিত্য লীলা কচ্ছ। তুমি যা কচ্ছ তাকে 'মায়া' বল্‌তে পারিনে, মিথ্যে বল্‌তে পারিনে। তুমি যা কচ্ছ তা তুমি না করে থাক্‌তে পার না, তা তোমার নিত্য স্বরূপের অন্তর্গত। এখানে আমি আমার মূল্য বুঝ্‌ছি। আমার উপর তোমার ভালবাসার সত্যতা বুঝ্‌ছি। তুমি আমাকে নিয়ে যা কচ্ছ, সবই ভালবেসে কচ্ছ, আমার ভালর জন্যে কচ্ছ। আমি তোমাকে ভুলে, আমার প্রকৃত আমিত্ব ভুলে, নিজের ভালর জন্যে যা কচ্ছি তা তুমিই কচ্ছ, আমাকে ভালবেসে কচ্ছ, আমার মঙ্গলের জন্যে কচ্ছ। আমার এই আত্মপ্রেম তোমারই প্রেম, আমার উপর তোমার প্রেম। এই প্রেম অনাদি,

অনন্ত, অক্ষয়, অবিনাশী। এই প্রেম দেখ্‌লেই আমি নিশ্চিন্ত হই, নির্ভাবনা হই, নির্ভয় হই, শান্ত হই। এই শান্তি আমি ক্রমাগত হারাচ্ছি। সহস্র বার হারিয়েও কিন্তু আমার আশা হোচ্ছে যে আমি এই শান্তির চিরাধিকারী হব। তোমার এই প্রেম তো আমার হৃদয়ের বস্তু, আমার নিজস্ব ধন। এ' তো কখনও 'আমার হৃদয় ছাড়ে না। আমি কেন মনে করি আমি তা হারিয়েছি? আমাকে এই প্রেম ভাল করে দেখ্‌তে দাও। এই প্রেম কালাতীত, নিত্য, এ কখনো জন্মেনি, কখনো মরবে না। এই প্রেম আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে, কি অবস্থায় রাখবে, আমি জানিনে। কিন্তু আমি দেখছি এ' আমাকে কখনও ছাড়বে না। এই প্রেম তুমি, এই প্রেম আমি, এই প্রেম তোমার আমার সম্বন্ধ, এর আরম্ভ নেই, শেষও নেই। আমার ভয়-ভাবনা, কল্পনা-জল্পনা, সব তুমি দূর কর। তোমার প্রেমবাহুতে আমাকে বেষ্টন কর। আমি তোমার বাহুবেষ্টনের ভিতরে, তোমার কোলে, থেকে নির্ভয় হই, চিরশান্তির অধিকারী হই! তোমার অনিমেষ দৃষ্টি, তোমার স্পর্শ, তোমার গাঢ় আলিঙ্গন, আমার কাছে সত্য হোক্‌, স্থায়ী হোক্‌, শান্তিপ্রদ হোক্‌, অভয়প্রদ হোক্‌। তুমি আমাকে খাওয়া পরা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত করেছ, আমাকে শারীরিক স্বাস্থ্য দিয়েছ। কিন্তু আমার আত্মার ক্ষুধা তৃষ্ণা যে নিবৃত্ত হোচ্ছে

না। তোমার প্রেমবোধ আমার অন্ন হোক্, পানীয় হোক্, নিঃশ্বাসবায়ু হোক্, বিশ্রাম হোক্, বল হোক্, আশা হোক্, উৎসাহ হোক্।

১৬।১২।৩৬

৫৪এর বিন্দু—প্রেমে জাগরণ

তোমাতে আমি যে ঘুমিয়ে পড়ি, তা তো স্পষ্ট দেখ্‌ছি। ঘুমিয়ে পড়ে কিরূপে থাকি তা বুঝি না। বুঝি না এই জন্যে যে জ্ঞানই যার প্রকৃতি, সে ঘুমুলে, অজ্ঞান হোলে, তার আর কিছু থাকে বলে বোধ হয় না। কিন্তু ঘুমিয়েও যে থাকি, তা দেখ্‌তে পাই যখন তুমি জাগাও। তখন দেখি ঘুমের আগের আমিই ঘুমের পরে ফিরে এসেছি। তুমি অনিদ্র থেকে আমাকে তোমার ভিতরে রক্ষে কর, রক্ষে করে জাগাও। অল্প জ্ঞান দিয়ে জাগাও। আমার অল্পত্ব আর তোমার ভূমাত্বের ভেদ না মেনে থাক্‌তে পারি না। ভেদ আরো স্পষ্ট হয় যতই তুমি আমার পূর্ব্বার্জিত জ্ঞান ক্রমে ক্রমে আমার ভিতরে প্রকাশ কর। তুমি দাতা, আমি গ্রহীতা, এই ভেদ, এই সম্বন্ধ, দেখে মুগ্ধ হই। নিদ্রাথেকে জাগরণ, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে আসা, তোমার পক্ষে অসম্ভব। তোমাথেকে ভিন্ন, অথচ তোমার ক্রোড়স্থ, ছোট 'আমি'কে স্পষ্টরূপে দেখ্‌তে পাই। যেমন নিদ্রাথেকে জাগরণে, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে আসা, তেমনি বিস্মৃতি থেকে স্মৃতিলাভ, এ'ও তোমার পক্ষে অসম্ভব। এই ব্যাপারেও তোমাথেকে ভিন্ন অথচ তোমার আশ্রিত, অদ্বৈতের আশ্রিত দ্বৈত, 'আমি'কে না দেখে থাক্‌তে পারি না। তুমি যে সত্তি সন্তান প্রসব করে

তাকে সত্যি প্রেম দিয়ে, লালন পালন কর, আমি যে মিথ্যা নই, তোমার প্রেম কাল্পনিক নয়, সাময়িক নয়, তা তুমি এই রূপে দেখাও। তুমি যে মা, মানুষ মায়ের চেয়ে অনন্ত গুণে ঘনিষ্ঠতর, ব্যস্ততর, তা তো প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখাচ্ছ। মানুষ মা সন্তান প্রসব করে তাকে নিজের থেকে পৃথক্ করে দেয়। তোমার সন্তান প্রসূত হয়েও, তোমাথেকে ভিন্ন হয়েও, তোমাথেকে পৃথক্ হয় না। মানুষ সন্তান কিছু দিন মায়ের, দুধ খেয়ে তার পর অন্য খাদ্য খেতে শেখে। তোমার সন্তান তোমার দুধ,—তোমার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শক্তি, আনন্দ,— সর্ব্বদাই খায়, কখনও ছাড়তে পারে না। তোমাকে ছেড়ে সে এক মুহূর্ত্তও থাক্‌তে পারে না। তুমি তার নিশ্বাসবায়ু, তার খাদ্য, তার পানীয়। তোমার সঙ্গে আমার এই ঘনিষ্ঠতা, আমার জন্যে তোমার এই ব্যস্ততা, দেখেও আমি তোমার প্রেম অনুভব কত্তে পারি না, তোমাকে ভালবাস্‌তে পারি না। আমার হৃদয় নিদ্রিত, আমার প্রেমের শক্তি স্তম্ভিত। কেবল মাঝে মাঝে, মুহূর্ত্তের জন্যে, প্রেম জেগে ও'ঠে, মন ব্যস্ত হয়, চোখে জল আসে। তোমার সঙ্গে এই বিচ্ছেদ দেখে, নিজের অপ্রেম দেখে, ঔদাস্য দেখে, খানিকটা কাঁদি। কান্নাটা যদি কঠোর হোত, তবে তোমার দিকে কতকটা এগোতে পাত্তাম, তোমার সঙ্গে মিলনটা কতকটা স্থায়ী হোত ; কিন্তু কান্না তো কঠোর হয় না, দীর্ঘ হয় না, তাই হৃদয় আবার শুকিয়ে যায়, তোমা থেকে আবার দূরে

গিয়ে পড়ি। প্রত্যহই আমার ঘুম ভাঙাচ্ছ, অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে আন্‌ছ, বিস্মৃতি দূর করে স্মৃতি দিচ্ছ। আমার হৃদয়ের ঘুম ভাঙ না কেন? ভাল করে প্রেম জাগাও না কেন? প্রেমের অভাবে কি দুঃখ পাচ্ছি, জীবন কি ব্যর্থ ভাবে যাচ্ছে, তা তো দেখ্‌ছ। এই অপ্রেমের জীবন থেকে কি লাভ? প্রেম জীবনের নিশ্বাসবায়ু হোক্, অন্ন হোক্, পানীয় হোক্, শান্তি হোক্, শক্তি হোক্, আনন্দ হোক্। অপ্রেমের রাত্রি দূর করে প্রেমের প্রভাত নিয়ে এসো।

৩।১।৩৭

৫৫র বিন্দু—প্রেমের কাঙাল

অত শান্তিভোগের পরও কি অশান্তি, কি অস্থিরতা! অত আলোকের পরেও কি অন্ধকার! অত ভাবোচ্ছ্বাসের পরেও কি শুষ্কতা! এতে মনের ভাব কি হয়েছে তা তো দেখ্‌ছ! এতে বাঁচ্‌তে ইচ্ছে হয় না, সাময়িক ইচ্ছে হয় সব শেষ হয়ে যাক্, এই দুঃখের জীবনে কি দরকার? আশা কিন্তু যায় না যে এখনও স্থায়ী শান্তি, স্থায়ী আলোক, স্থায়ী প্রেমানন্দের অবস্থা আস্‌বে। আর শেষই বা কি করে হবে? তোমাতেই তো নিদ্রা-জাগরণ, তোমাতেই তো জীবন-মরণ। জীবন তোমার প্রকাশ, মরণ তোমার অপ্রকাশ। প্রকাশ-অপ্রকাশ দুইই তোমার হাতে। আমি ইচ্ছা কল্‌লেই বাঁচ্‌তে পারিনে, মত্তে পারিনে। বাঁচিয়ে রাখাই তোমার ইচ্ছে, নইলে অনাদি নিদ্রা থেকে জাগালে কেন? বাঁচিয়ে যদি রাখ্‌তে চাও তবে প্রকৃত জীবন দাও, যে-জীবনের আদর্শ প্রকাশ করেছ, যে-জীবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়েছ। সত্য প্রকাশ করেছ। তুমি আত্মা, তুমি বিশ্ব, তুমি বিশ্বাত্মা, তুমি জীবাত্মা। কি অদ্ভুত ভাবে অল্প বিজ্ঞান নিয়ে, আমার আত্মা হয়ে, আমি হয়ে, প্রকাশিত হও। অল্প বিজ্ঞানকে ক্রমশঃ বৃদ্ধি কর, অনাদি, অনন্ত, সমগ্র, রূপে প্রকাশিত হও। আমার আত্মাই,

আমিই, বিশ্বরূপী, এই রূপে প্রকাশিত হয়ে তোমার সঙ্গে আমার একত্ব দেখাও, আমার স্বতন্ত্রতাবোধ, আমার অহংকার, দূর করে দাও। অথচ আমার ক্ষুদ্রতা যায় না, তোমাথেকে ভিন্নতা যায় না, তোমাকে ডেকে, তোমাকে মনের কথা বলে, শান্তি পাবার অবসর থাকে। তোমাকে এই রূপে,—সত্যরূপে, আত্মারূপে, বিজ্ঞানময় বিশ্বরূপে জানাতে, দেখাতেই, তো যথেষ্ট শান্তি, যথেষ্ট আনন্দ। আমি ক্ষুদ্র হয়েও তো একাকী নই, অসহায় নই ; সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বরূপী, অনন্ত, অদ্বৈত তুমি আমার আশ্রয়, আমার সহায়, এই অনুভূতিতেই তো সব ভয় চলে যায়, অশান্তি চলে যায়, দুঃখ চলে যায়। কিন্তু আমি তোমার "সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" রূপেও ডুব্‌তে পাচ্ছিনে, তোমার শিবত্বে সুন্দরত্বে ডোবা তো দূরের কথা। তবুও আমি অত প্রেমের কাঙালী, প্রেম পেলে অত সুখী হই, প্রেমের অভাবে অত দুঃখ পাই, যে অনেক সময়ই মনে হয় তোমার প্রেমে না ডুব্‌লে, তোমাতে আমার স্থায়ীভাবে বাস, তোমাকে স্থায়ী-ভাবে ধরে রাখা, আমার পক্ষে অসম্ভব। তাই তোমাকে মা-রূপে দেখ্‌তে আমি অত প্রয়াসী। সেই দেখা কত বার দেখে তো কত শান্তি পেলাম, আনন্দ পেলাম, বল পেলাম, কিন্তু দেখাও স্থায়ী হয় না, শান্তি, আনন্দ, বলও স্থায়ী হয় না। অস্থিরতায় আমার মনের বলও যেন কমে যাচ্ছে। দেখ্‌ছ আমি এই ক'দিন দুশ্চিন্তার হাতে খেলার বস্তু হয়ে

কি অশান্তি ভোগ কচ্ছি। তোমার ছেলের দশা এমন হয় কেন? তুমি ছাড়া তো আর কেউ আমার চালক নেই। কে, কিসে, আমাকে এই রূপে অস্থির করে, অশান্ত করে, দুর্ব্বল করে, কষ্ট দেয়? আমি উজ্জ্বল ভাবে তোমার প্রেম দেখে তোমাকে প্রেম দিতে পারিনি, তোমাতে হৃদয় স্থাপন কত্তে পারিনি, তাই কি এই অস্থিরতা? এই কষ্ট? তুমি প্রেমের সুখ, প্রেম পাবার সুখ, প্রেম দিবার সুখ, আমাকে সময় সময় দিয়ে বুঝতে দিয়েছ প্রেমছাড়া স্থায়ী শান্তি, স্থায়ী সুখ, স্থায়ী বল পাওয়া যাবে না। আমাকে সেই শান্তি, সেই সুখ, সেই বল তুমি দাও। কোথায় প্রেম খুজ্‌তে হবে, কোথায় পাওয়া যাবে, তা তো তুমি আমাকে বার বার বলেছ। এসো আমার হৃদয়ের অন্তরতম স্থানে, সেখানে পূর্ণ, অচল, গভীর, মধুর, প্রেমরূপে প্রকাশিত হও, প্রকাশিত হয়ে আমার হৃদয়কে আকর্ষণ কর। প্রেমের কাঙাল আমি, প্রেম দেখ্‌লে প্রলুব্ধ না হয়ে, আকৃষ্ট না হয়ে, থাক্‌তে পারব না; প্রেমে মজ্‌ব, ডুব্‌ব, উন্মত্ত হব। সেই উন্মাদে আমার সংসার-বুদ্ধি দূর হবে, তোমার প্রেমে বিভোর হয়ে ক্ষুদ্র বিষয়, মিথ্যা বিষয়, ভুলে যাব।

৩১।১।৩৭

৫৬র বিন্দু—সমস্যার সমাধান চাই

কাল্‌ই তো শান্তি দিয়েছিলে, আজ আবার অশান্তি এলো। তোমাকে ধরবার জন্য বোস্‌লাম। আমার অহংকারই তোমাকে ঢেকে রাখে, তাই তোমাকে আত্মা-রূপে, বিশ্বরূপে, দেখে সেই অন্ধকার দূর কত্তে চেষ্টা কল্লাম, তোমাতে ডুবতে চেষ্টা কল্লাম। তুমি কৃপা কল্লে। বিশ্বরূপে, অন্তরতর রূপে, প্রকাশিত হয়ে অশান্তি দূর কল্লে। এক হয়েও কিরূপে দুই হও? সুষুপ্তির সময় আমার তো কোন বোধ থাকে না যে তুমি মা, আমি ছেলে, তোমাতে আমাতে ভেদ আছে। তোমাতে সেই ভেদটা নিশ্চয়ই আছে, নইলে ঠিক ঠিক আমার জিনিস, আমাকে যা দিয়েছ তাই নিয়ে, কেমন করে প্রকাশিত হও? এই প্রকাশ বুঝি না, অথচ দেখি। এই তোমার প্রেম, আমার কাছে তোমার আত্মপরিচয়, আমার কাছে তোমার প্রেমভিক্ষা। প্রেম তো আমি দিতে পাচ্ছি না, দিলে আর দুঃখ থাক্‌তো না। সবই তো তোমার, অথচ এই প্রেমলীলাটা করা চাই। এতেই জগৎ, এতেই সৃষ্টি, এতেই শান্তি, এতেই আনন্দ, এতেই তোমার ঈশ্বরত্ব। তুমি প্রেম না দিলে আমি কেমন ক'রে তোমায় প্রেম দিব? আমাকে প্রেম দাও। প্রেম দিলে আমি সেই প্রেম নিশ্চয়ই তোমাকে

দিব। প্রেম না পেয়ে, প্রেম না দিয়েই, আমার যত অশান্তি, যত দুঃখ। আমি শুধু জেনে, শুধু বুঝে, সন্তুষ্ট হোতে পাচ্ছিনে। কিন্তু জ্ঞানের জন্যে, বুঝ্বার জন্যেই, আমার বেশী চেষ্টা। তুমি যে আমায় ভালবাস, তা তো আমি দেখ্ছি। নইলে আমায় জাগাচ্ছ কেন? আমাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হোচ্ছ কেন? তোমার ব্যস্ততা তো জীবনের প্রত্যেক স্পন্দনে। এই ব্যস্ততার কথা কত ভাব্লাম, কত বল্লাম, কত লেখ্লাম! তোমার এই ব্যস্ততা বুঝ্তে পাচ্ছিনে। বুঝ্তে পাচ্ছিনে বলেই ভাল করে প্রেম ধর্ত্তে পাচ্ছিনে? বুঝ্বার চেষ্টা আমার অতিরিক্ত। কিন্তু প্রেম কি বুঝ্বার জিনিস? আমি বুঝ্বার চেষ্টা ছেড়ে দিই। তুমি আমাকে প্রেম অনুভব করাও, আস্বাদন করাও। তুমি যে আমার অত্যন্ত কাছে, অন্তরতম, যেমন আর ভালবাসার বস্তু কেউ নয়, তা তো দেখ্তে পাচ্ছি। তুমি অন্তরতম, অথচ আমাথেকে ভিন্ন। তোমার দেখা, শোনা, পাওয়া সব ঠিক হয়ে আছে; তোমার দেখ্তে, শুন্তে, পেতে, কিছু বাকি নেই। কিন্তু আমাকে তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে দেখাচ্ছ, শুনাচ্ছ, ভাবাচ্ছ, কাজ করাচ্ছ। তোমাথেকে ভিন্ন না হোলে এসব সম্ভব হোত না। ভিন্ন, অথচ আপন, আত্মার সহিত এক,—প্রেমের এই লক্ষণ তো তোমার আমার সম্বন্ধের মধ্যে রয়েছে, আমি দেখ্ছি, তবুও আমি তোমায় প্রেম দিতে পাচ্ছিনে কেন?

যে-মুহূর্ত্তে তোমাকে এই ভাবে দেখি, সেই মুহূর্ত্তেই আমার হৃদয়ে ভাবের উচ্ছ্বাস উঠে, কিন্তু সে-উচ্ছ্বাস স্থায়ী হয় না। আমার দৃষ্টি উজ্জ্বল নয়, স্থায়ী নয়, তাই আমার ভাবোচ্ছ্বাস স্থায়ী হয় না। তোমার প্রেম যখন সত্য, তুমি যখন আমার ভাল চাও, তখন আমাকে উজ্জ্বল দৃষ্টি,. স্থায়ী দৃষ্টি, স্থায়ী প্রেম, স্থায়ী শান্তি, স্থায়ী প্রেমানন্দ, দাও না কেন? এই কথার উত্তর না দিলে আমি আর এগুতে পাচ্ছিনে। আমার সাধনা ব্যর্থ হোচ্ছে, আমার প্রচার-চেষ্টা ব্যর্থ হোচ্ছে, আমার জীবন বিফল হোচ্ছে। এ কি কখনো তোমার ইচ্ছে হোতে পারে? তা তো বিশ্বাস হয় না। আমার কথার উত্তর দাও। আমার সমস্যার সমাধান কর।

১।২।৩৭

৫৭র বিন্দু—প্রেমপ্রকাশের নিগূঢ় স্থান

এই কদিন আমার মন কি চঞ্চল হয়েছে দেখ্‌ছি। এমন আর কখনও হয়েছে বলে বোধ হয় না। এই চঞ্চলতায় তোমার মুখ ঢেকে ফেল্‌ছে। অনেক ক্ষণ বোসে, অনেক চেষ্টার পর, তোমার প্রকাশের একটু আভাস পাই। সেই আভাস ধরে রাখতে পারি না। মনে হচ্ছে যেন দেহপাতের আর দেরি নেই। তাতে বেশি ভয় করি না যদি তাতে তোমার সহবাস লাভ করা সহজ হয়। চঞ্চলতাটা নাকি শারীরিক দুর্ব্বলতার ফল? শরীর দুর্ব্বল হোলে তোমার দেখাশোনা কঠিন হবে, তোমার এ' কি বিধান? শারীরিক দুর্ব্বলতা তো তেমন বোধ করি না। আমার মনই দুর্ব্বল। ক্রমাগত ক্ষুদ্র বিষয়ের চিন্তা করে মনকে দুর্ব্বল করে ফেলেছি। তোমার ধ্যান-ধারণায়, তোমার প্রেমে, মগ্ন হওয়ায় অসমর্থ করে ফেলেছি। তুমি এই মানসিক দুর্ব্বলতা তোমার অনুপ্রাণনে, তোমার কৃপা-সঞ্চারে, দূর কত্তে পার। বিবেকের বেশে, কর্ত্তব্যজ্ঞানের বেশে, আমার অহংকার প্রবল হয়ে আমাকে বিধিকিঙ্কর করে ফেলেছে। আমি কেবলই আপন-পরে ভেদ দেখছি, ক্ষুদ্র দেনা-পাওনার কথা, কৃত-অকৃতের কথা, ভাব্‌ছি। আমার উপর অন্যের দাবির কথা ভাবছি। দেয় দিতে পারিনি বলে ক্ষুণ্ণ

হোচ্ছি, অস্থির হোচ্ছি। আমি যে তোমার ঘরের ছেলে, ভাইবোনের দ্বারা বেষ্টিত, তাদের প্রেম দিব, তাদের প্রেম পাব, অশক্ত বুড় বয়সে তাদের প্রেমের দ্বারা রক্ষিত হব, তা ভাবি না। বাধ্যবাধকতার কথাই বেশী ভাবি। আমার মন অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। প্রেমে অল্প সময়ের মধ্যে পর কেমন আপন হয়ে যায়, তা তো তুমি স্পষ্ট দেখালে। আমার সমুদায় কর্ত্তৃত্বের ভাবনা, দেনা-পাওনার ভাবনা, দোষত্রুটির ভাবনা, তুমি দূর করে দেও। আমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে বলে বোধ হয়। তোমার সঙ্গে বিদ্রোহিতা তো আমি ভাব্‌তেই পারি না। অথচ এ' কি অনিবার্য্য, অপরিহার্য্য, অপরাধের ভাবনা যা আমাকে তোমার সঙ্গে চির-মিলিত হতে দিচ্ছে না! প্রেমের মিলন না হওয়াতে নিজের নির্দ্দোষিতাকে নির্দ্দোষিতা বলে বোধ হচ্ছে না। আমার আশা হোচ্ছে যে তুমি আমাকে প্রেমিক কল্লে আমার মন তোমাতে শান্তি পাবে, অকৃত কার্য্যের অনিবার্য্য ভাবনা আমাকে অস্থির করবে না। তুমি তো আমাকে হৃদয়ের নিগূঢ় স্থানে তোমার প্রেম দেখিয়েছ। কিন্তু সেই দেখা উজ্জ্বল হয়নি, তাই স্থায়ী হোচ্ছে না, স্থায়ী ফল দিচ্ছে না। আমাকে সেই নিগূঢ় স্থানে বার বার নিয়ে যাও, তোমার প্রেমের উৎস দেখাও, শান্তি-নিলয় দেখাও। আমার জীবন-সমস্যার সমাধান না দেখে আমি দেহ ত্যাগ কত্তে ইচ্ছুক নই।

তুমিই বা সেই সমস্যা না পুরিয়ে কেমন করে আমায় নিয়ে যাবে? আমাকে সেই সমাধান দেখাও। তোমার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, যোগময় জীবন কয়েক দিন-যাপন করে, আমি এই লোক ছাড়তে চাই। তোমার ইচ্ছেও কি তা নয়?

২৬।২।৩৭

৫৮র [illegible] নিদ্রালু প্রেম

এই তো তুমি। তুমি আত্মা। বিশ্বাত্মা জীবাত্মা একাধারে। সসীম-অসীম একাধারে। আমার জ্ঞান-অজ্ঞান, স্মৃতি-বিস্মৃতি, নিদ্রা-জাগরণের দ্বন্দ্ব তোমার লীলা। এ' তোমার প্রেমলীলা। এ'ই কি প্রেম-প্রকাশের নিগূঢ় স্থান? এ'ই প্রেম। এ'ই আমার সঙ্গে তোমার নিগূঢ় লীলা। কোন মানুষ এখানে আসে না। জগতে যে প্রিয়তম সেও আসে না। তুমিই প্রিয়তম। এখানে এসে আমি তোমাকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পাচ্ছি না। এই প্রেম তোমার আমার উভয়ের। তুমি আমার, আমি তোমার। এই আমি তোমার কোলে, তোমার বাহুবেষ্টনের মধ্যে। এই গাঢ় আলিঙ্গন তো কখনও শিথিল হয় না। আমি যে তা সকল সময় অনুভব করি না, সে আমার ঘুমের দরুণ। আমি ক্ষণে ক্ষণেই তোমার কোলে ঘুমিয়ে পড়ছি। আমি সংসারে জাগ্রত, কিন্তু তোমাতে নিদ্রিত। কিন্তু তোমার দৃষ্টি, আমার উপর তোমার দৃষ্টি, অনিমেষ। তোমার আলিঙ্গন অশিথিল। আমাকে জাগ্রত করবার ইচ্ছা তোমার অটল। তবে ঘুমুই কেন? ঘুম তোমার বিধান,—শিশুর বড় হবার, সবল হবার, বুঝি অবশ্যম্ভাবী বিধান? ঠিক্ বুঝতে পারিনে। তোমার অনেক শিশু সংসারে জেগেই সুখী, তোমাতে

জাগেনি বলে তাদের দুঃখু নেই। আমার তা নয়। সংসার আমাকে সুখ দিতে পাচ্ছে না। তোমার প্রেমানুভবই আমার সুখ। সেই অনুভব না পেলেই আমার দুঃখু। তোমায় ছেড়ে যে আমি সংসারে জেগে থাকি, সে আমার দুঃস্বপ্ন। আমি তোমায় ছেড়ে আছি, তা ভেবে, তা বুঝে, আমি কষ্ট পাই। এই দুঃস্বপ্ন থেকে আমাকে জাগাও। আর দেরি না করে এখনই আমাকে জাগাও। তোমার অনিমেষ দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি স্থির কর। তোমার গলা আমি দুহাতে জড়িয়ে ধরি। তোমার বুকে আমার মাথা লেগে থাক্। তোমার চুমো আমার মুখে অনুভব করি। তোমার গাঢ় আলিঙ্গন এমন করে অনুভব করি যাতে আর তা ভুল্তে না পারি। এই দৃষ্টি, এই চুম্বন, এই আলিঙ্গন, আমি ভাল করে অনুভব কত্তে পারিনে বলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তোমার উজ্জ্বল মধুময় প্রকাশে কে ঘুমুতে পারে? ঘুম্ তো অনাদিকাল থেকে হোচ্ছে। যদি জাগালে, তোমার পরিচয়ে জাগালে, প্রেমে জাগালে, তবে আর অত ঘুম কেন? জাগরণেই তো তোমার প্রেম দেখ্ছি। শিশু জেগে খেলা কর্‌বে, তোমাকে না চিনেই খেলা কর্‌বে, এতেও তোমার আনন্দ। কিন্তু এই আনন্দে তুমি পরিতৃপ্ত নও। শিশু তোমাকে চিন্‌বে, তোমার প্রেমদৃষ্টির বিনিময়ে তোমার মুখের দিকে তাকাবে, তোমার প্রেমহাসির বিনিময়ে হাস্‌বে, তুমি এই শুভ মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষা করে থাক। এই প্রেম-

বিনিময় যত উজ্জ্বল হয়, স্থায়ী হয়, গাঢ় হয়, ততই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সফল হয়। আমার জীবনে তো সেই শুভ মুহূর্ত্ত অনেক কাল হোতে এসেছে, কিন্তু, মা, আমার দৃষ্টি, আমার হাসি, আমার প্রেমপিপাসা, প্রেমব্যস্ততা, বাড়ছে কৈ? আমার নিদ্রালুতা তুমি দূর কর, আমার দুঃস্বপ্ন দূর কর, আমাকে সুশীল সুবোধ বালকের মত প্রেমে জাগ্রত কর, প্রেমে শান্ত কর, সুখী কর, সবল কর। আমার জীবন সফল কর, সার্থক কর, আমার জীবনে তোমার ইচ্ছা, তোমার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, পূর্ণ কর।

২৭।২।৩৭

৫৯এর বিন্দু—চিরমিলনের শান্তি

তোমার অদ্বৈত ভাবের প্রকাশে অহংকারের অন্ধকার তিরোহিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ও অশান্তি চলে যায়। মরণ ভয়ও চলে যায়। মর্‌বে কে? এই তো আত্মরূপী অমর বস্তু তুমি, দেশাতীত, কালাতীত। যা কিছু আছে তা আছেই, থাক্‌বেই, যাবার জায়গা কোথা? যাবার অর্থ কি? এই যে পরিবর্ত্তন দেখছি, তা তো কেবল আমার কাছে আবির্ভাব ও তিরোভাব। তোমার ভিতরে আমি না থাক্‌লে এই আসা যাওয়া হোত না; কেমন করে হয় তা জানি না, বুঝি না, অথচ না মেনে থাক্‌তে পারি না, না দেখে থাক্‌তে পারি না। এ' নাকি প্রেম? এ' না করে তুমি থাক্‌তে পার না, এ' কত্তে তোমার ভালবাসা লাগে। এ'ই তোমার ভালবাসা। তুমি আমার সঙ্গে যা কচ্ছ, আমি তা অন্যের সঙ্গে কত্তে চাই। তাদের দেখাতে চাই, শুনাতে চাই, তাদের কাছ থেকে দেখ্‌তে চাই, শুন্‌তে চাই। কিন্তু আমি ভালবাসা পাবার জন্য যত ব্যস্ত, দিবার জন্য তো তত ব্যস্ত নই। আমি নিজের সুখের জন্যে যত ব্যস্ত, পরকে সুখ দিবার জন্যে তত ব্যস্ত নই। তুমি বল্‌ছ যে আমার দুঃখের কারণ এখানে। আমার প্রায় সমগ্র মনোযোগটা নিজের উপর রয়েছে। নিজেকে ভুল্‌তে পাচ্ছিনে, তাই সুখী

হোতেও পাচ্ছিনে। নিজেকে ভুল্‌তে না পারাতে তোমার ভালবাসাও ভাল করে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। তোমার আত্ম-ভাবনা তো একবারেই নেই। তুমি দিনরাত, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, পরের জন্যে ব্যস্ত,—এমন পর যাদের তোমাথেকে স্বতন্ত্র কর্‌বার যো নেই, যারা তোমার পর হয়েও আপন। তোমার সঙ্গে আমার ভেদাভেদ সম্বন্ধ দেখে আমি তো সকলকেই আমার সঙ্গে সম্বদ্ধ দেখি। তুমি আমাকে বল্‌ছ নিজেকে যথাসম্ভব ভুলে পরের জন্যে ব্যস্ত হোতে। তুমি সহস্র বার আমাকে বলেছ এই আত্মত্যাগ ছাড়া শান্তি নাই, সুখ নাই। আমি সুখের জন্যে ব্যস্ত নই, আমি শান্তি চাই; দুঃখমুক্ত, দুর্ভাবনা-মুক্ত, হয়ে স্থির ভাবে তোমাতে চিত্ত স্থাপন কত্তে চাই। আমার বিশ্বাস এই যে তোমাতে চিত্তার্পণ কল্লে আমি তোমার সব সন্তানকেই ভালবাস্‌তে পার্‌ব। তুমি কি আমাকে অন্য প্রণালী অবলম্বন কত্তে বল্‌ছ? আমাকে তোমার ইচ্ছে ভাল করে বুঝাও। আমি কি মানুষের সেবায় যথেষ্ট মনোযোগ ও সময় দিচ্ছি না? আমি তাতে আরো মনোযোগ ও সময় দিতে রাজি আছি। কিন্তু মানুষ তো আমার অন্তর দেশে প্রবেশ কত্তে পারে না। তাকে ভালবেসে, তার ভাবনা ভেবে, তো আমার হৃদয় পূর্ণ হয় না। অন্তরতর, অন্তরতম যে তুমি, কেবল তুমিই তো আমার হৃদয় পূর্ণ কত্তে পার, পরিতৃপ্ত কত্তে পার। আমার জ্ঞানে অজ্ঞানে, স্মৃতি-বিস্মৃতিতে, নিদ্রা-জাগরণে, জীবন-মরণে, আমি

তোমাতে থাকি, তুমি আমাতে থাক। তোমার সঙ্গে নিত্য-মিলন না হোলে আমার শান্তি নেই। এসো, এসো, এসো, তোমার সঙ্গে আমার চিরমিলনের শান্তি দাও, তার পর আমাকে দিয়ে যা করাতে চাও করিয়ো।

৫।৩।৩৭

৬০এর বিন্দু—লীলাদর্শনে আনন্দ

তোমাকে অন্তরতর, অন্তরতম, অন্তরাত্মা, বিশ্বাত্মারূপে অনেক ক্ষণ দেখেও আমার মনে কোন ভাবের উদয় হোচ্ছিল না। পূজার ভূমি, প্রেমের ভূমি, পাচ্ছিলাম না। মন শান্ত হয়ে আস্‌ছিল মাত্র। যে ভাবে দেখে আনন্দ পাই, প্রেমে গলে যাই, সে ভাবে তোমার দেখা পাচ্ছিলাম না। সন্দেহ হোচ্ছিল আর পাব কি না। কিন্তু এলে সে ভাবে। তুমি সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, ভাবে তো নিত্য কালই রয়েছ। আমার সুষুপ্তিতে সেই ভাবেই থাক। আমার ব্যক্তিত্ব তখন তোমাতে নিদ্রিত থাকে। জাগ্রতে যে তোমার অদ্বৈত ভাবের দর্শন, তাতেও তো অনেকটা তাই। তোমার সঙ্গে ভেদবোধ না হোলে প্রেমের উদয় হয় না, হৃদয় তৃপ্ত হয় না। দৃক্, দ্রষ্টৃ, দৃষ্ট, একীভূত হয়ে গেলে আর ভাবের অবসর কোথায়? সেই নির্ব্বিশেষ ভাব সরিয়ে এই যে তুমি আমাকে এক একটী করে তোমার দৃশ্য রূপ দেখাচ্ছ, এতে আমি তোমার লীলা দর্শন করে গলে যাচ্ছি। সবই তোমাতে আছে, তুমি সব দেখ্‌ছ, আমি দেখ্‌ছি না, এতে তোমার ব্যস্ততার পরিচয় পাই না। কার জন্যে ব্যস্ত হবে? যার জন্যে হবে সে তোমাতে নিদ্রিত। কিন্তু এই যে অভেদের ভূমি থেকে ভেদাভেদের ভূমিতে আন্‌লে, আর তুমি আমার

আত্মা, এ' দেখিয়েও আমার অজানা বস্তুগুলি একটী একটী করে আমার সুমুখে প্রকাশ কচ্ছ, এতে স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি তুমি আমার মা, তুমি আমাকে আদর কচ্ছ, আমাকে নিয়ে খেলা কচ্ছ। আমার হৃদয় গল্‌লো, আমার চোখে জল এলো। যত দেখাও ততই আনন্দ পাই, কৃতার্থ হই। অত কাছে তো আর কেউ আস্‌তে পারে না। আমার চোখ্‌, কাণ, মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, নিয়ে এমন খেলা তো আর কেউ করে না। আমি যে তোমার ছেলে, তোমার সঙ্গে এক অথচ ভিন্ন, তোমাতে যে আমার নিত্য বাস, তা এই অবস্থায় যেমন দেখি, অন্য অবস্থায় তেমন দেখি না। এই দেখা আমায় নিয়ত দেখাও। দেখা অভ্যস্ত কর, সহজ কর, মধুর কর, লোভনীয় কর। তোমায় ছেড়ে থাকা, ভুলে থাকা, আমার পক্ষে অসম্ভব কর। আমার কাছে যে প্রিয় জনকে এনে আমাকে সুখী কর, আমাকে প্রেমানন্দ, মিলনানন্দ, দেও, তাও তো তোমার এই ব্যস্ততায়ই হয়। তুমি না আন্‌লে কেউ আমার কাছে আস্‌তে পারে না। সে কথা কিন্তু আমি ভুলে যাই। তুমি নিজেই তাদের রূপ ধরে আস, কিন্তু আমি তা বুঝতে পারি না। তারা দূরে চলে গেলে আমি বিষণ্ণ হই, নিরাশ হই। ক্ষুদ্রের উপর আমার যে ভালবাসা, তা এখনও তোমার প্রতি ভালবাসার অন্তর্ভূত হয়নি। ক্ষুদ্র না হোলে এখনও আমার চলে না, তাই তাদের আন। কত দিন এরকম আন্‌বে জানি না।

বরাবরই বুঝি আন্‌বে? তোমার একত্বের ভিতর বহুত্ব তো নিত্যই রয়েছে। বহু তো কখনও যাবে না। কিন্তু মিলন-বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে দিয়ে, মোহের অন্ধকার সরিয়ে দিয়ে, সেই যে চিরমিলন, চির-আলোক, চির-আনন্দ, তার বুঝি দেরি আছে? তোমার যখন ইচ্ছে তখন সে-দিন্‌ আস্‌বে। তা আস্‌বার আগে তোমার সঙ্গে চির-মিলন দাও, একলাই এসো, একলাই বোস, একলাই থাক। অন্ধকারে, একলা, দুঃখে, অশান্তিতে, নির্জীব ভাবে, আর থাক্‌তে পাচ্ছিনে।

৭৷৩৷৩৭

৬১র বিন্দু—মাতৃভাবে সিদ্ধি

এরা আমাকে বলে তোমাকে একান্ত অদ্বৈত ভাবে দেখ্‌তে, যে দেখাতে দ্রষ্টা-দৃষ্টের ভেদ থাকবে না। তাতে নাকি স্থায়ী শান্তি হয়, মিলন-বিচ্ছেদের দ্বন্দ্ব ঘুচে যায়। আমি তো সে অবস্থায় যেতে পারিনে, অথবা গেলেও তাতে আমার কোন আনন্দ হয় না। তোমাকে দেখাতেই তো দ্রষ্টা-দৃষ্টের ভেদ রয়েছে, আর এই ভেদবোধেই তো আমার আনন্দ হয়। এই ভেদ না থাক্‌লে তো দেখাই হয় না। তুমি আমার নিকট আত্মপরিচয় দিচ্ছ, তোমাকে না দেখা থেকে দেখার অবস্থায় এনেছ। এই বোধেই তো আমি আনন্দ পাই। ব্যাপারটা সবই তোমার ভিতরে হয়। তোমাকে ছেড়ে, তোমার ক্রিয়াছাড়া, কিছুই হয় না। এখানে অদ্বৈত বটে, দ্বৈতের মধ্যে অদ্বৈত, মায়ের কোলে ছেলে, এই দেখ্‌ছি তোমার স্বরূপ। তোমার এই বিশিষ্ট স্বরূপছাড়া নির্ব্বিশেষ কোন স্বরূপ, তোমার একান্ত একাকিত্ব, আমি ভাবতে পারি না, ভাবনা বা অনুভূতির বিষয় বলেও বোধ হয় না। আমি তোমার এই মাতৃভাবে জেগে থাক্‌তে চাই, ডুবে থাক্‌তে চাই। আমার সমুদায় ভাবনা, সমুদায় কাজ, এই ভাবে থেকে কত্তে চাই। এই কদিন এই ভাব আমি ভাল করে ভোগ কত্তে পাচ্ছিনে। আমার কোন পাপের জন্যে তুমি

আমাকে শাস্তি দিচ্ছ কি না, কত বার ভাবি, কিন্তু কোন পাপ তো দেখ্‌তে পাই না। এই সংগ্রামের শেষ যদি চিরদর্শন, চিরমিলন, হয়, তবে এই কষ্ট, এই কদিনের অশান্তি, আমি গ্রাহ্য করি না। দেখা, শোনা, ভাবা, বোঝা, স্মরণ করা, কাজ করা, এ' সকলের মধ্যেই তোমার প্রকাশ। তুমি আমায় দেখাচ্ছ, শুনাচ্ছ, ভাবাচ্ছ, বুঝাচ্ছ, স্মরণ করাচ্ছ, কাজ করাচ্ছ, এই সম্বন্ধ, এই ভেদাভেদ, ছাড়া তুমি আমার কাছে আর কিছু নও। এ'র উপর যদি তোমার কোন স্বরূপ থাকে, আমি তা ধারণা কত্তে পারিনে। তোমার প্রেমিক ভাব, মাতৃভাব, সুহৃদ্‌ভাব চিরসঙ্গীভাব, আমার কাছে প্রকাশিত করেছ। এই ভাবে আমাকে নিত্য দেখা দেও, শান্তি দেও, আনন্দ দেও, বল দেও। এই ভাবে আমাকে প্রতিষ্ঠিত কর, সিদ্ধ কর, অমর কর। এই ভাবের সাধনাই আমার জীবনের কাজ হোক্। লেখা, বলা, শেষ হয়ে এসেছে। আর কি লিখ্‌ব, কি বলব? তোমার ছেলের চিন্তায়, ভাবে, কথায়, কার্য্যে, লোকে তোমার প্রকাশ দেখুক্। তোমার সত্তার, তোমার স্বরূপের, তোমার প্রেমব্যস্ততার, পরিচয় পাক্। আমার দৈহিক জীবনের অবশিষ্টাংশ তোমার এই মাতৃভাব সাধনে, এই ভাবের সিদ্ধিলাভে, অতিবাহিত হোক্। তবেই বুঝব তুমি সত্তি আমাকে ডেকেছ, সত্তি আমাকে শিখিয়েছ, সত্তি আমাকে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত করে চিরধন্য, চিরসুখী, কত্তে চাও।

৬২র বিন্দু — প্রেম দিবার তৃপ্তি

এই তো তুমি আত্মা। তুমি দ্রষ্টা-দৃষ্ট, শ্রোতা-শ্রুত, মন্তা-মত, স্মর্ত্তা-স্মৃত, এক অখণ্ড বস্তু। তুমি বিশ্বাত্মা, তুমি অন্তরাত্মা, এক অখণ্ড আত্মা। কিন্তু এক অখণ্ড হয়েও তোমার মধ্যে এ' কি অদ্ভুত দ্বৈতভাব! তোমার ভিতরে বিশ্ব নিত্য, সমগ্র ভাবে, রয়েছে; তোমাতে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু এই তো বিশ্বের এক একটি ক্ষুদ্র অংশ তুমি আমার নিকট প্রকাশিত কচ্ছ, আবার আমার কাছ থেকে লুক্কায়িত কচ্ছ। আমাতে জ্ঞান-অজ্ঞানের দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। আমার অর্জ্জিত জ্ঞান ক্রমাগতই আমাকে ভুলিয়ে দিচ্ছ, ক্রমাগতই আমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ। আমার মধ্যে স্মৃতি-বিস্মৃতির দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। প্রতি রাত্রিতে আমার সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত করে আমাকে নিদ্রিত কচ্ছ, আবার জাগ্রত কচ্ছ। আমার মধ্যে নিদ্রা-জাগরণের দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। তুমি এ' সকল দ্বন্দ্বের অতীত, আমি এ' সকল দ্বন্দ্বের অধীন। তোমার সঙ্গে এক হয়েও আমি ভিন্ন। তোমার স্বরূপে ভেদাভেদ কি অদ্ভুত ভাবে মিলিত? তুমি আমার আত্মা, তোমাছাড়া আমার আত্মত্ব নেই, অথচ তুমি আমার মা। আমাকে ক্রমাগত তুমি তোমাথেকে ভিন্নরূপে সৃষ্টি কচ্ছ, স্থিতি কচ্ছ, আবার তোমাতে লয় কচ্ছ। কিন্তু এই লয়েও

তোমার সঙ্গে আমার ভেদ যাচ্ছে না। নিদ্রার সময়ে আমি সেই ভেদ অনুভব করি না, কিন্তু তুমি কর, তোমার পক্ষে এই ভেদ যায় না। যায় না বুঝি এই দেখে যে নিদ্রান্তে এই ভেদ পুনঃ প্রকাশিত কর। নিদ্রার পূর্ব্বে যেমন ভিন্ন ছিলাম তেমন ভিন্নতাবোধ পুনরায়ন কর। আমার সঙ্গে তোমার এই অদ্ভুত লীলায় তুমি আমার প্রতি তোমার প্রেম প্রকাশ কচ্ছ। আমার সঙ্গে এই লীলা না করে তুমি থাক্‌তে পার না। এই জীব-লীলাতে তোমার আনন্দ। তোমার এই আনন্দই তোমার প্রেম। তোমার প্রেম তুমি আমাতে প্রকাশ কচ্ছ। তুমি যেমন একা থাক্‌তে পাচ্ছ না, অভেদের মধ্যে অদ্ভুত ভেদ আন্‌ছ, আমিও তেমনি একা থাক্‌তে পারি না। আমা-থেকে ভিন্ন, অথচ যাকে না হোলে আমার চলে না, এমন ব্যক্তিতেই আমি তৃপ্তি পাই, শান্তি পাই, আনন্দ পাই। মানুষে আমি এই তৃপ্তি পূর্ণরূপে পাই না। মানুষ যতই আমার কাছে আসুক্, সে আমার অন্তরে প্রবেশ কত্তে পারে না, আমি তাকে ধরে রাখ্‌তে পারি না, তার সঙ্গে চিরবাস কত্তে পারি না। তুমি আমার অন্তরতর, অন্তরতমরূপে আত্মপ্রকাশ করে আমাকে বুঝ্‌তে দিচ্ছ যে তুমিই আমার একমাত্র তৃপ্তিহেতু। তুমি যাদের নিয়ে তৃপ্তি পাও তাদের সঙ্গে তোমার কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না। তারা সর্ব্বদাই তোমার বুকের ভিতর। তোমার

প্রেমের তৃপ্তি পূর্ণ, নিত্য, অক্ষয়। তুমি আমাকে প্রেম শিখিয়েও প্রেমের তৃপ্তি দিচ্ছ না। তোমাকে একমাত্র তৃপ্তিহেতু জেনেও আমি তোমাকে চির-প্রকাশিত দেখ্‌ছি না, তোমাকে আঁক্‌ড়ে ধত্তে পাচ্ছি না, আমার দুঃখ যাচ্ছে না। এ' কখনও তোমার ইচ্ছে হোতে পারে না। তুমি যেমন আমাতে চিরতৃপ্তি পাও, তেমনি আমি তোমাতে চিরতৃপ্তি পাই এ'ও কি তোমার ইচ্ছে নয়? প্রেম এক-পেশে নয়। তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রেম চাও। তবে আর আমাকে প্রেমিক কচ্ছ না কেন? আমি কেবল প্রেম পেয়ে তৃপ্ত নই, প্রেম দিবার তৃপ্তি আমাকে দাও, এখনই দাও। আমি তোমাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত জীবন তোমার চরণে সমর্পণ করে, তৃপ্ত হই, শান্ত হই, কৃতার্থ হই।

৩।৫।৩৭

৬ঃর বিন্দু – প্রেমের বাধা

প্রত্যেক দর্শনে তোমাকে বিশ্বাত্মারূপে, অন্তরাত্মারূপে, দেখি। প্রত্যেক শ্রবণে, স্পর্শে, আঘ্রাণে, আস্বাদনে, মননে, স্মরণে, তোমাকেই এই রূপে জানি। অন্য বস্তু তো কিছুই জান্‌বার নাই। বিশ্বরূপ লুকিয়ে অন্ধকারের জ্ঞাতারূপে, আশ্রয়রূপে, সময় সময় প্রকাশিত হও। তখনও বিশ্বরূপ তোমাতেই প্রচ্ছন্ন থাকে, আমি দেখ্‌তে না চাইলেও একটু একটু করে প্রকাশিত কর। জ্ঞানে-অজ্ঞানে, নিদ্রা-জাগরণে, তোমাতেই থাকি। তোমাছাড়া কখনই নই। এই ভাবনাতে তো সব ভয় চলে যায়, কিন্তু এই ভাবনা শিথিল হোলে আবার ভয় আসে। ভয় আসে তোমার প্রেম উজ্জ্বলরূপে না দেখাতে। তোমার প্রেম আমাকে দেখাও। এই তো তোমার প্রেম আমার হৃদয়ে। যেমন আমার জ্ঞানে তোমার জ্ঞান, তেমনি আমার প্রেমে তোমার প্রেম নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রকাশিত। এই তো আমার প্রিয় ব্যক্তিগুলি। এদের তো খুবই ভালবাসি ; কাকেই বা ভাল না বাসি ? সকলের জন্যেই তো হৃদয় খোলা রয়েছে। এই প্রেমে তোমার প্রেম প্রকাশিত। তুমি সর্ব্বপ্রেমিক, চির-প্রেমিক। আমাকে নিয়ে তো তুমি প্রতি মুহূর্ত্তে ব্যস্ত। আমার নিদ্রা-জাগরণে, আমার শ্রম-বিশ্রামে, আমি তোমার ভিতর রয়েছি, তোমার

বাহুবেষ্টনের মধ্যে, তোমার অনিমেষ দৃষ্টির মধ্যে, তোমার নিত্য ভাবনার মধ্যে, রয়েছি। এই প্রেম আমাকে তো কোন মানুষ দিতে পারে না; আমি মানুষের প্রেম চাই, মানুষের প্রেম পেলে সুখী হই। কিন্তু সারাজীবনের অভিজ্ঞতায় তুমি দেখিয়েছ যে মানুষের প্রেম হৃদয়কে পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারে না; পূর্ণ তৃপ্তি কেবল তোমার প্রেমেই দিতে পারে। এই প্রেম তুমি আমাকে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতররূপে, উজ্জ্বলতমরূপে, দেখাও; মানুষের প্রেম পাবার জন্যে আমি তত ব্যস্ত নই, মানুষকে প্রেম দিতেই ব্যস্ত; প্রেম দেওয়ার সুখ তুমি আমাকে কিছু কিছু দিচ্ছ; সেই সুখ আমি আরও চাই, ক্রমাগত বেশি বেশি চাই; এতেই শান্তি, এতেই স্থায়ী সুখ, এতেই পরিত্রাণ; প্রেম চাওয়াতে যেন বন্ধন রয়েছে, স্বার্থপরতা রয়েছে; প্রেম চাইব না, প্রেম দিব, দিয়ে সুখী হব, মুক্ত হব। তোমার প্রেম যে দেখ্‌তে চাই, তোমার প্রেমে যে ডুব্‌তে চাই, তাতে কোন বন্ধন দেখি না। যতটুকু দেখি, যতটুকু আস্বাদন করি, যতটুকু ডুবি, ততটুকুই মুক্তি, শুদ্ধতা, সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, কৃতার্থতা। কত কম দেখি, কত কম আস্বাদন করি, কত কম ডুবি! তাতেই বন্ধন ছিন্ন হয় না, দুঃখ যায় না, চিরশান্তি, চিরসুখ লাভ করি না। তোমার প্রেম দেখাও। তোমার প্রেম তো কেবল আমার হৃদয়েই সাক্ষাৎ ভাবে দেখাতে পার, আর তো সাক্ষাৎ দর্শনের কোন উপায় নেই।

আমি যত প্রেমিক হব, প্রেম দিব, ততই উজ্জ্বল রূপে তোমার প্রেম দেখ্‌ব। এই কথা সর্ব্বদাই ভুলে যাই। স্বার্থে, মোহে, হৃদয়-দর্পণ আচ্ছন্ন, তাই তাতে তোমার প্রেমমুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না। আমার হৃদয় নির্ম্মল কর, প্রেমিক কর। আমার ইচ্ছাকে কর্ম্মঠ কর, সেবাপরায়ণ কর, তোমার ব্যক্ত ইচ্ছার অনুবর্ত্তী কর। আমার প্রেম-পথের সব বাধা ভেঙে দাও।

৬।৫।৩৭

৬৪র বিন্দু—নিত্য-সঙ্গী

এই তোমার চোখের আলো। এই আলোতে সব দেখ্ছি। যা দেখ্ছি সবই তোমার ভিতর। বাহির আর কিছু রইল না। কেবল তোমাকেই দেখ্ছি। যে দেখ্ছে সেও তুমি। দ্রষ্টা-দৃষ্ট এক। তুমি আমি এক। যা চাইছিলাম তাই হোল। আমার মোহ দূর হোল। অহংকার গেল। সবই তুমি হয়ে গেলে। তোমার অসংখ্য রূপ, একের অসংখ্য রূপ, একটী একটী করে দেখাচ্ছ। 'আমি' 'তুমির' ভেদ কিন্তু একবারে যায়নি। আমি দেখ্ছি, তুমি দেখাচ্ছ। তুমি না দেখালে দেখ্তে পাত্তাম না। তোমার চোখেই আমি দেখ্ছি। আমার দ্রষ্টৃত্ব তোমার শক্তি, তোমার লীলা, এতে মোহ নেই, অহংকার নেই। এই মোহহীন, অহংকারশূন্য ভেদ না হোলে দেখাই হোত না। কেমন করে দেখাও বুঝি না। নিদ্রার সময় তো তোমার কিছুই দেখি না, কিছুই জানি না। কিন্তু তুমি সবই দেখ, সবই জান। আমার জাগ্রৎ জীবনের সব জ্ঞান, সব ঐশ্বর্য্য, এই বিচিত্র জগৎ, তোমাতে, তুমি রূপে, বর্ত্তমান থাকে। আমার পরিবর্ত্তনশীল জীবনের স্থায়ী পশ্চাদ্‌ভূমি, back-ground, তুমি। না জাগালে তো পাত্তে। আমার তো সাধ্যি নেই জাগি। জাগান তোমার কাজ। এই

জায়গায় সব মোহ যায়, অহংকার যায়, অবিশ্বাস যায় ; তুমি আত্মা রূপে, জীবন রূপে, জগৎ রূপে প্রকাশিত হও। আমার আমিত্ববোধ শুদ্ধ, মোহমুক্ত, হয়ে যায়। তুমিই তো সব, তবে আর এই জীবনলীলা, আসা-যাওয়া, নিদ্রা-জাগরণ, স্মৃতি-বিস্মৃতি, কেন কর ? কেমন করে কর ? এক হয়েও দুই, বহু, কেন হও ? কেমন করে হও ? তোমার প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই একটা মৌলিক দ্বৈতভাব রয়েছে। না থাক্‌লে এই লীলাটা, এই পরিবর্ত্তনটা ; হোত না। এরই নাম কি প্রেম ? প্রেম তোমার স্বভাব। এক হয়েও তুমি বহু, বহু হয়েও এক। এই দুটর একটাও তোমা থেকে ছাড়াবার যো নেই। আমি বুঝ্‌তে না পেরে প্রেমবোধ হারাই। তা হারালে আর শান্তি থাকে না, সুখ থাকে না, বেঁচে থাক্‌তেই ইচ্ছে হয় না। সত্তি হারাই কি ? এ' কি আমার কল্পনা-জল্পনা নয় ? আমি কিছুই নই, তোমার প্রেমের পাত্র কেউ নেই, এ'তো ভাব্‌তে পারিনে। আমার জন্যে তোমার ব্যস্ততা তো পদে পদে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে, দেখি। ভাল যে বাস তা না ভেবে তো থাক্‌তে পারিনে। তোমার সঙ্গে আমি এক, অথচ দুই, এ' না ভেবে থাক্‌তে তো পারিনে। তোমার প্রেম আমার জীবন। তোমার প্রেমভাবনা আমার শান্তি, আমার সুখ, আমার বল, আমার আশ্বাস, আমার বেঁচে থাক্‌বার ইচ্ছে। তোমার এই আলোক, এই জীবনালোক, এই প্রেমালোক, আমার

জীবনের চালক। এই জীবন নিয়ে, এই আলোক নিয়ে, এই শান্তি নিয়ে, এই আশ্বাস নিয়ে, তুমি আমার চিরসঙ্গী হও। আমার একাকী থাকা, নিঃসঙ্গী থাকা, প্রেমশূন্য থাকা, অসম্ভব হয়ে পড়েছে। আমার এই অতি বৃদ্ধ বয়স দ্বিতীয় শৈশব হয়ে পড়েছে। আমি একাকী থাক্‌তে পাচ্ছিনে। কাহকে না দেখে, না ধরে, কারো বুকে মাথা না রেখে, থাক্‌তে পাচ্ছিনে। কোনও মানুষ আমার সঙ্গী হোচ্ছে না। আমার প্রিয় ব্যক্তিরা আমার কাছে এসে এসে চলে যায়। তাদের সঙ্গ আমি ক্ষণেকের জন্যে পাই, ক্ষণিক ভোগ করি, তার পর তারা কাছছাড়া হয়। যার সঙ্গে যত বেশি ভালবাসা, তার বিরহ তত বেশি কষ্টকর হয়। আমি চাই এমন সঙ্গী যে আমার জীবনের সঙ্গে, আমার অন্তরতম চিন্তার সঙ্গে, জড়িত, যার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ অসম্ভব। সে কেবল তুমি। তুমি বল তুমি আমাকে নিত্য সঙ্গ দিয়ে শান্ত, সুখী, নিশ্চিন্ত, নিরুদ্‌বেগ করবে কি না ?

১২।৯।৩৭

৬৫রে বিন্দু—নিত্যসঙ্গ

তুমি যে নিত্যসঙ্গী তা তো প্রতিমুহূর্ত্তে দেখাচ্ছ। আমি এক মুহূর্ত্তও তোমাছাড়া নই। আমার জীবনাধার, জীবনরূপী যে তুমি, তুমি তো তোমার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নিয়ে আমার প্রতি মুহূর্ত্তের জাগ্রৎ-জীবনের পশ্চাতে লুকিয়ে আছ। প্রতি মুহূর্ত্তের জাগ্রৎ-জীবন কত টুকু! সে প্রায় নিদ্রারই তুল্য; তোমার নিত্য জাগ্রৎভাব এসে তাতে যুক্ত না হোলে জীবন অচল হোতো। তুমি নিত্যসঙ্গী হয়ে আমাকে স্মরণ করাচ্ছ, নতুন অনুভূতি দিচ্ছ, ইচ্ছা দিচ্ছ, কর্ম্ম-শক্তি দিচ্ছ, তাতেই জীবন চলছে। আমার প্রার্থিত নিত্যসঙ্গ তো তুমি আমাকে দিয়েছ, দিচ্ছ, সর্ব্বদাই দিবে। আমি কেন ঘাবড়াই? আমি কেন নিরাশ হই? ঘাবড়াই এই জন্যে যে তোমার প্রকাশিত এই নিত্যসঙ্গ, নিত্য ব্যস্ততা, আমি ধরে থাকৃতে পারি না। ধরে থাকৃতে পারি না আমার প্রেমের অভাবে। তোমাকে জান্‌লেই যদি ধরে থাকা যেতো, তবে আমি তোমাকে বহুকাল আগেই পেতাম, ধত্তাম। কিন্তু আমি তোমাকে জেনেও ধত্তে পাচ্ছিনে। তুমি আমাকে প্রেম দিচ্ছ না। প্রেম দিচ্ছ না কেন? তোমাকে জেনেও, দেখেও, আমার প্রেম হোচ্ছে না কেন? জান্‌লে দেখ্‌লে তো প্রেম হয়

প্রত্যক্ষ দেখ্‌ছি। তোমাকে অত দিন ধরে জান্‌ছি, দেখ্‌ছি, তবু তোমার উপর আমার প্রেম হোলো না কেন? আমি তোমাকে অত কাছে জেনেও, দেখেও, ধরে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে কেন? আমার সন্দেহ এই যে তোমাকে জানা দেখা আমার ভাল করে হয়নি। তোমার সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের তো কথাই নেই, তুমি যে আমার আপন, আমার আত্মার সঙ্গে এক, আমার অন্তরাত্মা, পরমাত্মা, তাই আমি ভাল করে জানিনি, দেখিনি। আত্মপ্রেম তো স্বাভাবিক, আত্মজ্ঞানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য; আর সেই আত্মপ্রেম তো আমার নিশ্চয়ই আছে; তবে আর আমার প্রেম নেই কেন বল্‌ছি? আমি নিজেকে নিশ্চয়ই ভালবাসি। নিজের শান্তির জন্যে, সুখের জন্যে, প্রেমের জন্যে, সর্ব্বদাই তো ব্যস্ত রয়েছি। এই আত্মপ্রেমই তো আমার প্রতি তোমার প্রেম, তোমার প্রতি আমার প্রেম। তবে আর নিজেকে প্রেমহীন মনে করি কেন? প্রেমের অভাব দেখে ক্লেশ পাইই বা কেন? এই নিগূঢ় প্রেমতত্ত্ব আমি ভাল করে বুঝিনি, দিব্য চক্ষুতে দেখিনি, তাই এই ক্লেশ, এই অশান্তি, এই নিরাশা। তুমি আমাকে যে কাজের ভার দিয়েছিলে, তা এখনও করা হয়নি, তাই আমার জীবন ব্যর্থ বলে বোধ হোচ্ছে, তাই আমি কর্ত্তব্য সাধনের তৃপ্তি, আত্মপ্রসাদ, তোমার প্রসন্নতা, পাচ্ছি না। কর্ত্তব্য সাধনের, জীবনের সার্থকতাবোধের, সময় কি

এখনও আছে? অত কাজ যখন এখনও করাচ্ছ, তখন সময় আছে বলেই তো বোধ হোচ্ছে। তুমি আমাকে পরম তত্ত্ব দেখাও। আমার আত্মা যে তুমি, তুমি আমাকে তা দেখাও। আত্মপ্রেম দেখাও, এই প্রেম যে আমার প্রতি তোমার প্রেম, তোমার প্রতি আমার প্রেম, তা দেখাও। নিগূঢ়তম স্থানে এখনও যাওয়া হয়নি, নিগূঢ়তম তত্ত্ব এখনও দেখা হয়নি। দেখ্‌লে আর চোখ্ ফিরাতে পাত্তাম না, ভুল্‌তে পাত্তাম না, সেখান থেকে চ'লে আস্‌তে পাত্তাম না, সে স্থান ছাড়তে ইচ্ছে হোতো না। তুমি তো আমার দৈন্য দেখালে; অন্ধতা দেখালে; এখন বল দৈন্য দূর করবে কি না, অন্ধতা ঘুচাবে কি না? যদি তা না কর, তবে এই জীবন তো এখনই শেষ হওয়া ভাল বলে বোধ হয়! নতুন জীবনে, নতুন আবেষ্টনের মধ্যে, নতুন আলোক ফুটুক্, নতুন সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য অনুভূত হোক্। এখানে কি তা হোতে পারে না? আমি কি সেই নিগূঢ় স্থানের খুব কাছে আসিনি? আমার তো আশা হয় তুমি আমাকে হাত ধরে বাকি কয়েকটা শিঁড়ি তুলে নিতে পার।

১৩।৯।৩৭

৬৬র বিন্দু—মা সত্য, ছেলেও সত্য

তোমার যে ঐশ্বর্য্য, যে বিশ্বরূপ, আমার জীবনের পশ্চাদ্‌ভূমিরূপে থেকে আমার জীবন রচনা কচ্ছে, তা তো প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই অল্পাধিক পরিমাণে লুকিয়ে ফেল্‌ছ। সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে ফেল্‌লেই আসে সুষুপ্তি। কেমন করে লুকাও জানি না। লুকিয়ে ভালই কর। আমি যে তোমাছাড়া নই, আমার সবই যে তোমার, এতে করে তা স্পষ্টরূপে দেখাও। আর যখন ফিরে আস, পুনঃ প্রকাশিত হও, তখন তোমাকে আর অনুমান কত্তে হয় না, একবারে আত্মরূপে প্রকাশিত হও। এই প্রকাশেও কিন্তু তোমাতে আমাতে ভেদ থাকে, অভেদের মধ্যে ভেদ, অভেদের অবিরোধী ভেদ। নিজ স্বরূপের যেটুকু প্রকাশ কর, সেটুকুকে বলি আমি, আমি অথচ তুমি, তোমা থেকে অপৃথক্; আর যা আমার ভিতরে ছিল না, যা ক্রমশঃ প্রকাশিত কর, তাকে বলি তুমি, তুমি অথচ আমি, ভেদের মধ্যে অভেদ, ভেদের অবিরোধী অভেদ। তোমাকে 'মা' বল্‌বার, 'মা' বলে সম্ভোগ করবার, সুখী হবার, যথেষ্ট অবসর রেখেছ। কিন্তু আমি প্রাণভরে 'মা' বল্‌তে পাল্লাম কৈ? 'মা' বলে, মায়ের কোলে বোসে, সুখী হোলাম কৈ? সেই সুখের পথে তো ক্রমাগতই বাধা পড়্‌ছে। বাধা আজই

দূর কর, এখনই দূর কর। প্রধান বাধা তো তখনই দূর হয় যখনই তোমার কাছে আসি। তুমি আমাকে দেখাও যে আমি তোমার সঙ্গে নির্বিশেষ ভাবে এক নই, আমি মিথ্যা নই, আমি সত্যিই তোমার ছেলে, তোমার স্নেহের পাত্র। আমি তোমার সঙ্গে একান্ত অভিন্ন হোলে মুহূর্ত্তের জন্যে 'ছেলের' কথা, 'স্নেহের' কথা, হোতে পাত্তো না। আমি তোমার ছেলে, তোমার ভালবাসার পাত্র, তুমি আমাকে অনিমেষ চোখে দেখ্‌ছ, কোলে করে আছ, জড়িয়ে আছ; এক মুহূর্ত্তের জন্যে ছাড় না, চোখের আড়াল কর না। এই দেখে আমার মানুষ মার অভাববোধ চলে যাচ্ছে। মানুষ মা তো অত ভালবাসে না, অত ঘনিষ্ঠ হোতে পারে না। তুমি আমাকে আমার ধর্ম্মজাগরণের প্রথম থেকেই তোমার জীবন্ত মাতৃত্ব অনুভব করে সুখী হোতে আর লোককে শিখিয়ে সুখী কত্তে আদেশ করেছ। কৈ, তা হোলো কৈ? সুখী হোতেও পাল্লাম না। সুখী কত্তেও পাল্লাম না। 'পারবো না' এইরূপে নিরাশ হোতেও পাচ্ছি না। এমন কি, মনে হয় আজ থেকেই পারবো। তাই হোক্। প্রেমের বাধা এই মুহূর্ত্ত থেকেই দূর হোক্। তুমি আমার আত্মারূপে, বিশ্বাত্মারূপে, অন্তরাত্মারূপে, উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হও। এই যে আমার দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ; আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাস; আমার মনন, বোধন, স্মরণ; আমার ইচ্ছা, আমার কর্ম্ম, সব তোমার প্রেম বলে অনুভব করাও। আমি সব কাজ, সব

চিন্তা, ছেড়ে যখন কেবল তোমার দিকে তাকিয়ে থাক্‌তে চাই, তোমার দৃষ্টি, তোমার স্পর্শ, তোমার গাঢ় আলিঙ্গন, অনুভব করে সব দুঃখ অশান্তি ভুল্‌তে চাই, তখন তুমি আমাকে বঞ্চিত করো না, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করে আমার জীবন সার্থক কর।

১৯।৯।৩৭

৬৭র বিন্দু—আর যেন দেরি নেই

এক সপ্তাহ হয়ে গেল বলেছিলাম এত দিন সুখী হোতে, সুখী কত্তে, পারিনি, কিন্তু তবুও মনে হোচ্ছে আজ থেকেই পারবো, এখন থেকেই পারবো। এক সপ্তাহে তো আশা-পূর্ণ হোল না, কিন্তু আশা তো ছাড়তে পারি না, চেষ্টা তো ছাড়তে পারি না। ছেড়ে কোথা যাই ? যাবার জায়গা যদি থাক্‌তো, গিয়ে যদি পরীক্ষা করে দেখ্‌তে পাত্তাম তোমায় ছেড়ে থাক্‌তে পারি কি না, তবে হয়ত যেতাম। কিন্তু যাবার তো যো নেই। এমন জড়িয়েছ যে তোমাকে ছাড়বার যো নেই। যেটুকু সময় ছেড়ে থাকি বলে মনে করি আর দুঃখ পাই, অশান্তিতে ডুবি, সেটুকু সময় তো কল্পনা-জল্পনার অধীন হয়ে থাকি। আমি সজ্ঞানে তোমার দৃষ্টি এড়াতে পারিনে, স্পর্শ এড়াতে পারিনে, তোমার বাহু-বেষ্টন এড়াতে পারিনে। নিজের দুঃখ নিজে ডেকে আনি। এমন আত্মঘাতী স্বভাব আমার কেন হোলো ? আমি নিরুপায় হয়ে তোমার শরণ নিচ্ছি। তোমার কৃপাদৃষ্টি আমাকে ভাল করে অনুভব কত্তে দেও। এই দৃষ্টি তো দেখাচ্ছে আমার গায়ে তোমার স্পর্শ, তোমার সঙ্গে আমার একতা। এক মুহূর্ত্তের জন্যেও তো পৃথক্ হইনে। তোমার বাহুবেষ্টন অশিথিল, শক্ত, আমার সাধ্যি নেই তা ছাড়িয়ে

যেতে পারি! তবু কি অজ্ঞতা, কি কল্পনা, কি দুর্ভাবনা যে আমি তোমায় ছেড়ে আছি। তোমার নিশ্বাস আমাতে বইছে, তোমার প্রাণে আমি প্রাণী। তোমার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছারূপ স্তন্য প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মুখে আস্‌ছে, তাই আমি বেঁচে আছি, কাজ কচ্ছি, বেড়ে উঠ্‌ছি। অতটা তুমি আর কাহকে দেখাচ্ছ কি না জানি না। কেউ তো আমাকে এসব কথা বলে না। আমি যখন অন্যকে বলি, তারা ভাল করে এসব কথা বিশ্বাস কত্তে পারে না, এমন ভাব দেখায় যেন এসব কবিত্ব মাত্র। আমিও এসব অত কম ধত্তে পারি, জীবন আমার এসব বিশ্বাসের অত প্রতিকূল, যে আমার কথায় লোকের মন না ফেরা আশ্চর্য্যের কথা নয়। অথচ তুমি আমাকে এসব কথা সর্ব্বদা শেখাচ্ছ, সর্ব্বদাই বল্‌তে বলছো। আমিও না বলে থাক্‌তে পারি না। বল্‌বার অবকাশ পেলেই সুখী হই। বল্‌তে বল্‌তে কথাগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠে, মনে হয় বুঝি আর অস্পষ্ট হবে না, বুঝি অচিরে জীবনময়, জীবনব্যাপী, হয়ে যাবে। তা হয় না। এই বিপদ থেকে, বিরোধ থেকে, আলো-আঁধারের অদ্ভুত খেলা থেকে, আমাকে উদ্ধার কর। জীবন আলোকময় কর, হৃদয় প্রেমময় কর। তোমাকে দেখবার জন্যে, কাছে বসাবার জন্যে, তোমার সঙ্গে কথা কইবার জন্যে, তোমার কথা শুন্‌বার জন্যে, তোমার হাত ধরে থাক্‌বার জন্যে, তোমার বুকে মাথা রাখ্‌বার জন্যে, আমাকে ব্যস্ত কর। আমার

এক একবার মনে হয় আমাকে দুঃখের ভিতর দিয়ে, নিরাশার ভিতর দিয়ে, তোমার নিত্য সহবাসের জন্যে প্রস্তুত কচ্ছো। আর যেন বেশি দেরি নেই, জীবনের সুখস্বপ্ন যেন শীগ্‌গীরই সফল হবে, তোমার ধর্ম্ম আমার জীবনে মূর্ত্তিমান্ হবে, কেবল বলায়, লেখায়, হায় হতাশ করায় পর্য্যবসিত হবে না; তোমার জয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে চোখ্ বুজাতে পারবো, ২।৩ দিনের সুখের জীবন যাপন করে সুখের মরণ মত্তে পারবো। তাই হোক্, তাই হোক্, তাই হোক্।

২৬।৯।৩৭

৬৮’র বিন্দু—সংগ্রাম দূর হোক্

এই তুমি আত্মা। তোমাকে দেখ্‌বার জন্যে, ধরবার জন্যে, কত চেষ্টা কচ্ছি। চেষ্টার মধ্যে তুমি, চেষ্টার সফলতার মধ্যেও তুমি। এক, অখণ্ড বস্তু, অথচ তোমাকে ধরাতে, পাওয়াতে, এই সংগ্রাম। সংগ্রাম আজ শেষ হোক্। জ্যোতির্ম্ময় তুমি, আত্মজ্ঞ, নিজের আলোকে নিজে প্রকাশিত। এই আলোক তো কখনও নিষ্প্রভ হয় না, তবে এই সংগ্রাম কেন? আলোক অন্ধকারে দ্বন্দ্ব কেন? এক, অখণ্ড হোলেও তোমার স্বরূপের ভিতর এক নিগূঢ় ভেদ রয়েছে, তাতেই এই সংগ্রাম। এই তো অন্ধকার করেছ। সমস্ত বিচিত্রতা দূর করে দিয়েছ। বিচিত্রতা দূর হয়েও হয়নি। এক একটী করে ফিরে আসছে, তোমার ভিতর হয়ে আস্‌ছে, তোমার জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয়ে আস্‌ছে। সবই তোমাতে ছিল, সবই তোমাতে আছে। তুমি সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়। তবে তোমার অন্তর্ভূক্ত বিচিত্রতা লুকায় কেমন করে? কার কাছ থেকে লুকায়, কার কাছে পুনঃ প্রকাশিত হয়? যার কাছ থেকে লুকায়, যার কাছে পুনঃ প্রকাশিত হয়, তার সঙ্গে তোমার কি অদ্ভুত ভেদাভেদ সম্বন্ধ! আমার সবই তোমার। আমার আত্মবোধ, আমার বিষয়বোধ,

বিচিত্রতাবোধ, সবই তোমাতে থাকে, তোমাথেকে আমাতে আমিরূপে, আমার রূপে, আসে, আবার ফিরে যায়। তোমার সঙ্গে আমি ভিন্ন হয়েও অভিন্ন, অভিন্ন হয়েও ভিন্ন। তোমার সঙ্গে আমার এই অদ্ভুত সম্বন্ধ থাকাতেই আমি তোমাকে দেখি, আমি তোমাকে হারাই, আবার তোমাকে ফিরে পাই। এই সম্বন্ধ থাকাতেই বুঝি এই সংগ্রাম? সম্বন্ধ যখন দেখিয়ে দিলে, তখন আর সংগ্রাম থাকে কেন? আমার সমস্ত দৈনিক জীবনটাই তোমার সঙ্গে লেনা-দেনার ব্যপার। এই লেনা-দেনা ভুলে গিয়ে আমি আমাকে তোমাথেকে একবারে ভিন্ন মনে করি, তাই সংগ্রাম আসে। তোমার সঙ্গে আমি নিত্যযুক্ত, এই সত্য যখন বুঝালে, দেখালে, তখন আজ থেকে সংগ্রাম দূর কর। আজ থেকে প্রাণভরে তোমাকে 'মা' বলি, তোমাকে জড়িয়ে ধরি, এক মুহূর্ত্তও তোমাকে না ছাড়ি, এক মুহূর্ত্তও তোমার নিত্যানুপ্রাণন অস্বীকার না করি, এক মুহূর্ত্তও অন্ধকারে না পড়ি, বিষাদে না ডুবি। তোমার দান যেমন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে চল্‌ছে, তোমার নিশ্বাসদান, তোমার স্তন্যদান, তোমার স্নেহদৃষ্টি, তোমার স্পর্শ, আলিঙ্গন, আদর, আমার জন্যে তোমার কর্ম্মব্যস্ততা, তেমনি আমার তোমার দিকে যাওয়া, তোমার বাণী শোনা, তোমার আদেশ লওয়া, তোমার আদেশ পালন, তোমার আশ্বাসলাভ, প্রসন্নতালাভ, এসব আমার ক্ষুদ্র জীবনে

যত দূর সম্ভব চলুক্। আমার জীবনের ব্যর্থতাবোধ দূর কর, কৃতার্থতা দিয়ে শান্ত কর, প্রেমিক কর, সুখী কর।

২।১০।৩৭

৬৯এর বিন্দু—প্রেম চাওয়া, প্রেম দেওয়া

সংগ্রাম দূর হোলো কৈ? অনুকূল সময় দেখে বোস্লাম ডুব্বো, মজ্বো মনে করে। কৈ, ডুবালে না তো, মজালে না তো। বিদ্যুতের মতো কয়েক বার প্রকাশিত হয়ে আবার লুকিয়ে গেলে। প্রকাশিত যখন হোলে, তখন এক দুর্লভ কান্না এলো। সেই কান্নাতে কি সুখ! সেই কান্না যদি স্থায়ী হোতো, তবে আর চাই কি? কান্নাটা সে-সব শুভ মূহূর্ত্ত স্মরণ করে যখন তোমার সঙ্গে মিলন হয়েছিল। সেই মিলন থাকে না, বিচ্ছেদ আসে। সে কি এই বিচ্ছেদের কান্না, না পুনর্মিলনে সুখের কান্না? সুখ-দুঃখ বুঝি তাতে দুইই থাকে? মিলন আবার চাই, এমন মিলন যা স্থায়ী হবে, বিচ্ছেদ আর হবে না। বিচ্ছেদ তো কখনও হয় না; তোমায় আমায় একত্বটা যে অচ্ছেদ্য। আর তুমি বরাবরই জান যে এটা অচ্ছেদ্য। তুমি তোমার ছেলে ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও থাক্তে পার না। তোমার ভালবাসা নিত্য, অভঙ্গ। কোন মানুষ কোন মানুষকে এমন করে জড়িয়ে ধরে রাখ্তে পারে না। তুমি অনেক দিন থেকে এই কথা আমাকে বল্ছো। তাই আমি মানুষের ভালবাসা পাবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছি। ভালবাসা পাবার যেটকু আকাঙ্ক্ষা আমার আছে, তা তোমার ভালবাসা দিয়েই পুরাবার চেষ্টা

কচ্ছি। সেই চেষ্টা সফল হোচ্ছে না। তোমার ভালবাসা আমি দেখেও দেখ্‌ছি না, ধরি ধরি করেও ধত্তে পাচ্ছি না। তাই আমার দুঃখু, তাই আমার জীবনের ব্যর্থতাবোধ। আমার বুদ্ধি সর্ব্বদাই বলে তুমি প্রেমময়, তোমার সন্তানকে নিয়ে চিরব্যস্ত। কিন্তু বুদ্ধিতে তুমি ধরা পড়ছো না। বরাবরই বুঝ্‌ছি যে বুদ্ধিতে তুমি ধরা পড়বে না। "কেবল অনুরাগে তুমি কেনা"। কেবল প্রেমেই প্রেম ধত্তে পারে। আমার প্রেম নেই, তাই আমি তোমার প্রেম দেখেও ধত্তে পাচ্ছিনে। আমি ভাবি তোমার প্রেম দেখে আমার প্রেম হবে। তা তো দেখ্‌ছি হচ্ছে না। মানুষের মধ্যেও দেখ্‌ছি প্রেম দেখেও প্রেম হয় না। ভালবাসা পেয়েও, ভালবাসায় বিশ্বাস করেও, ভালবাসা দিতে পাচ্ছে না। তোমার সম্বন্ধে আমার মনের ভাবও বুঝি তাই? সারা জীবন আমি তোমার প্রেম ভাবছি। তোমার প্রেম নিজেকে আর অন্যকে বুঝাবার চেষ্টা কচ্ছি। মনে করি প্রেম বুঝলেই বুঝি প্রেম হবে। তা তো দেখছি ঠিক নয়। বুদ্ধি দিয়ে প্রেম ধরা যায় না, কেবল প্রেম দিয়েই প্রেম ধরা যায়। তবে আমার প্রেম কেমন করে হবে? আমি যে প্রেম চাই একথা কি ঠিক? প্রেম যে চায়, ভালবাসা পেতে চায়, সে ভালবাসার মূল্য বুঝে, আস্বাদ জানে, সে ভালবাসে। আমার বিশ্বাস যে আমি ভালবাসা পেতে চাই আর দিতেও পারি। কিন্তু তোমার সম্বন্ধে আমার যে ব্যবহার, তাতে

আমার সে বিশ্বাস টলে যাচ্ছে। আমার বোধ হোচ্ছে তোমার ভালবাসা পাবার জন্যে, ধর্‌বার জন্যে, আমি বেশি ব্যস্ত নই, তোমাকে ভালবাসা দিতেও ব্যস্ত নই। অথচ তুমি আমার উপর একটা মস্ত কাজের ভার দিয়েছ,—বলে, লিখে, নিজের জীবন দিয়ে, প্রেমধর্ম্মের সত্যতায় মানুষের বিশ্বাস জন্মান। সারা জীবন সেই কাজের ভার নিয়ে রয়েছি। বলা, লেখা, চিন্তা নিতান্ত কম হয়নি। কিন্তু জীবন কোথায়? জীবনের সাক্ষ্য কোথায়? এখানকার জীবনের আর কদিন বাকি আছে? এ'র মধ্যে কি প্রেম পাব, জীবন পাব, কার্য্যসিদ্ধি হবে?

৬।১০।৩৭

৭০এর বিন্দু—মিথ্যা ও সত্য 'আমি'

কত দিন আগে গেয়েছিলাম,—" 'আমি' 'আমি' করে বেড়াই, তাই তোমারে দেখ্‌তে না পাই ; দিলে আমার 'আমি'র মোহ আজ সাঙ্গ করে। আজ আমি তোমায় হোলেম হারা, আর কি তোমায় হারাতে পারি ?" কিন্তু এখনও আমি তোমায় হারিয়ে যাইনি , গেলে আর এই দুঃখু থাক্‌তো না। কিন্তু বারবারই দেখাচ্ছ যে, যে মুহূর্ত্তে আমি তোমায় হারিয়ে যাই সেই মুহূর্ত্তেই তুমি উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হয়ে হৃদয়ে প্রেমানন্দ সঞ্চারিত কর। এই অবস্থা বেশি ক্ষণ থাকে না। কিন্তু যত ক্ষণ থাকে তত ক্ষণ দেখিয়ে যায় তোমার সঙ্গে মিলিত হবার অর্থ কি। আজ তুমি অনেক বার আমাকে সেই অবস্থায় নিয়ে গিয়েছ আর আমার শুখ্‌নো চোখ প্রেমাশ্রুতে ভাসিয়েছ। তোমার সঙ্গে মিলনের ব্যাঘাত তো দেখালে ; কত অল্পায়াসে ব্যাঘাত দূর হয়, তাও দেখালে ; কিন্তু ব্যাঘাত তো দূর হোচ্ছে না। যে ভুলটা দূর হোলে তুমি প্রকাশিত হও সেটা দৈনন্দিন জীবনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে বলে বোধ হয়। 'আমি তোমাকে পেতে চাই, আমি তোমার সঙ্গে চিরমিলিত হোতে চাই' এমন সাধু নির্ম্মল ইচ্ছার ভিতরেও ভুল রয়েছে। এই ভুল যাওয়া

তো সহজ নয়। অথচ এই ভুল না গেলে মিলন হবেই না। 'আমি'কে 'তুমি' থেকে স্বতন্ত্র বস্তু বলে মনে কচ্ছি, অথচ সেই স্বতন্ত্রতা নেই। স্বতন্ত্রতাটা বজায় রেখে যতই মিলনবোধ কচ্ছি, সেই মিলনবোধ অল্পক্ষণ বা বেশিক্ষণ থাক্‌লেও চলে যায়। মিলনের জায়গায় বিচ্ছেদ আসে। আমি এই সংগ্রামে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সংগ্রাম চল্‌ছে, কিন্তু স্থায়ী ফলের আশা পাচ্ছি না। তোমার সঙ্গে আমার স্বতন্ত্রতাবোধ যে ভুল, তা তুমি স্বতঃ পরতঃ বারবারই দেখাচ্ছ। নিদ্রা থেকে জাগরণের সময় বিশেষ ভাবে দেখাচ্ছ। সুষুপ্তিতে আমার 'আমি'বোধ পর্য্যন্ত লুপ্ত হয়ে যায়। তা তো নষ্ট হয় না, তোমাতে থাকে। তোমাতে থাকে বলি এই দেখে যে তা জাগরণে ফিরে আসে,—ঠিক যেমন ছিল তেমনি ফিরে আসে। যখন ফিরে আসে তখনও তোমাতেই থাকে। জাগরণে যেমনটি থাকে, নিদ্রায় তো তেমনটি থাকে না, অথচ তার পরে তেমনটিই ফিরে আসে। এই রহস্য বুঝ্‌তে পারি না, রহস্যভেদ কত্তে পারি না। কিন্তু তাতে এই বিশ্বাস নষ্ট হয় না যে এই বোধ সকল অবস্থায়ই তোমাতে থাকে আর তোমার ইচ্ছা হোলেই তুমি তা ফিরিয়ে দিতে পার। আমার জাগরণেও আমার অধিকাংশ জ্ঞানের বিষয়ই তোমাতে লুকান থাকে। আবার কার্য্যকালে 'আমি'বোধ নিয়েই ফিরে আসে। এই 'আমি'বোধ ছাড়া অন্য কোন বোধই হয় না, এই বোধ

সকল বোধের মূলবোধ, সারবোধ। এই বোধই বস্তু, সার বস্তু, একমাত্র বস্তু। এই বস্তুই তুমি, এই বস্তুই বিশ্ব, এই বস্তুই 'আমি'। এই ভাবে যে 'আমি'কে দেখাচ্ছ, তাতে তো কোন ভুল দেখ্‌ছি না, তাতে যে তুমি একেবারে সাক্ষাৎ ভাবে প্রকাশিত। 'তুমি'-'আমি'র এই একত্ব না দেখেই আমি ভুল করি, আমি তোমাকে হারাই। এইরূপে তোমাতে হারা হোলে, তোমার সঙ্গে একত্ববোধ কল্লে, আর তো আমি তোমাকে হারাতে পারিনে। আমার মিথ্যা অহংবোধ, অহংকার, তোমাথেকে স্বতন্ত্রতাবোধ, নষ্ট হোলে 'আমি', শুদ্ধ 'আমি', তোমার আশ্রিত 'আমি', তোমার সঙ্গে মিলিত, একীভূত 'আমি', নষ্ট হই না, তোমার অবিরত অবিশ্রান্ত যত্নের পাত্র হয়ে চিরদিনই থাকি। তুমি আমার মিথ্যা, কল্পিত, অশুদ্ধ, রুগ্ন, ব্যথিত 'আমি'কে দূর করে তোমার সন্তান 'আমি'কে সজ্ঞানে তোমার বক্ষে স্থান দাও, শান্ত কর, সুখী কর, কৃতার্থ কর।

১১।১০।৩৭

৭১এর বিন্দু—আকুল কান্না চাও ?

মা, এই যে তুমি আমাকে অন্ধকার দেখাচ্ছ, তাতে অন্ধকাররূপী তোমাকেই দেখাচ্ছ। 'আমি অন্ধকার দেখ্‌ছি' 'আমি অন্ধকাররূপী আমাকে দেখ্‌ছি,' 'আমি অন্ধকাররূপী তোমাকে দেখ্‌ছি,' এসবই তোমার দর্শনের ভাবান্তর মাত্র। তুমি যখন এই অন্ধকার দূর করে এই বিচিত্র বস্তুপূর্ণ গৃহরূপে প্রকাশিত হও, তখন এই গৃহরূপে তোমাকেই দেখি। সারাদিন অসংখ্য বস্তু দেখ্‌তে গিয়ে একমাত্র তোমাকেই দেখি। তুমি ছাড়া আর আমার দেখ্‌বার বিষয় নেই। সমুদায় শব্দে তোমাকেই শুনি, তুমি ছাড়া আর আমার শুন্‌বার বিষয় কিছুই নেই। সমুদায় স্পর্শে তোমাকেই স্পর্শ করি। তুমি ছাড়া আমার স্পর্শ করবার বিষয় কিছুই নেই। তোমাকেই আঘ্রাণ করি, আস্বাদন করি, মনন করি, স্মরণ করি। আমার আঘ্রাণ, আস্বাদন, মনন, স্মরণের বস্তু তুমি ছাড়া আর কিছু নেই। এমন উজ্জ্বল ভাবে, সম্যক্ ভাবে, সমুদায় মনোবৃত্তির বিষয়রূপে, তুমি প্রকাশিত হও, তবুও আমার মন কেন অতৃপ্ত থাকে, অশান্ত থাকে, নিজেকে একাকী, পরিত্যক্ত, নিরাশ্রয় বোধ করে ? আমাকে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না দিলে আমি তোমাকে ছাড়্‌ছি না। আমি এমন বিষম অবস্থায়

এসেছি যে আমার জীবনের আমূল পরিবর্ত্তন না হোলে চল্‌ছে না। তুমি আমার হাত ধর, যাতে তোমাকে আর ছাড়তে না পারি। আমার দৃষ্টি তোমাতে স্থির কর, যাতে তোমার দৃষ্টি আর না হারাই। তোমার স্পর্শবোধ, তোমার সঙ্গে একত্ববোধ, এমন স্পষ্ট, উজ্জ্বল কর যাতে আর তোমাকে কখনও দূরে বলে বোধ না হয়। সর্ব্বোপরি, হৃদয়টা এমন সরস কর, প্রেমপূর্ণ কর, যাতে তোমার অদর্শন অসহ্য হয়, তোমাকে ছেড়ে সময় কাটান, জীবন যাপন করা, অসম্ভব হয়। এসবই তো তোমার ইচ্ছে, তা নয় কি? তবে আর এমন অপ্রেমে, এমন সাংসারিক, তোমাশূন্য জীবনে, ফেলে রাখ কেন? আমি ভাব্‌তে পারিনে যে এ' তোমার ইচ্ছে। তোমার ইচ্ছে যা তা তো মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই জানাচ্ছ। তবে আর সে ইচ্ছে পূর্ণ হয় না কেন? আমার ভিতরে কি আছে বল যা তোমার ইচ্ছাকে বাধা দিচ্ছে। আমি তা দেখামাত্রই পরিত্যাগ করবো। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমাকে চাইছি। মা রূপে চাইছি, দেখ্‌তে, শুন্‌তে, ধর্ত্তে, জড়াতে, ভালবাস্‌তে, চাইছি। তোমাকে না পেয়ে যে কষ্ট, তা অত্যন্ত ঘনীভূত হয়ে এসেছে, আর বাড়লেই মরণ,—আত্মার মরণ। দৈহিক জীবন চল্‌বে, কিন্তু আত্মা মরে থাক্‌বে, তোমাকে ছেড়ে থাক্‌বে, এই ভাবনা সহ্য হয় না। একবারে অসহ্য হোলে বুঝি অত দিনে তার প্রতিকার হোতো। হৃদয়ের

কোথায় যেন আধ্যাত্মিক ঔদাস্য লুকিয়ে আছে। তোমার অভাব অসহ্য হয়ে প্রাণ থেকে আকুল কান্না উঠ্‌লে তুমি সে কান্নায় বধির হোতে পাত্তে না। সে কান্না তুমি শুন্‌তে চাও। এই কি তোমার উত্তর ?—আজকের প্রার্থনার উত্তর ?

১২।১০।৩৭

৭২এর বিন্দু—চির-প্রেমে চির-শান্তি

দ্রষ্টা, শ্রোতা, স্পষ্টা, আঘ্রাতা, আস্বাদয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, স্মর্ত্তা, বক্তা, কর্ত্তা আত্মাকে দেখেও তো তৃপ্তি হয় না, শান্তি হয় না, আনন্দ হয় না। আমি নই অথচ আমার, আমার অতি প্রিয় ব্যক্তিকে চিন্তায় লাভ করেও তৃপ্তি, শান্তি, আনন্দ লাভ করি। এরূপ প্রিয় ব্যক্তিই খুঁজি যে আমার সঙ্গে চিরযুক্ত হয়ে থাক্‌বে, যাকে যখন ইচ্ছে তখনই দেখ্‌ব, যার কথা শুন্‌ব, যাকে ধর্‌ব, বুকে চেপে রাখ্‌ব, সে আমাকে কখনও ছাড়্‌বে না। একাকিত্বে তৃপ্তি নেই, শান্তি নেই, আনন্দ নেই, তা তুমি বার বার দেখাচ্ছ। তবে আর আত্মপ্রেমের কথা বল কেন? কেউ কি আপনাতে আপনি তৃপ্ত থাক্‌তে পারে? কেবল নিজেকে একাকী পেয়ে শান্তি পেতে পারে, আনন্দ পেতে পারে? পাঁরে না যে তা তুমি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দেখাচ্ছ। তোমার অনন্তত্বে তুমি তৃপ্ত নও, তুমি অনুক্ষণ সান্তকে নিয়ে ব্যস্ত। সান্তছাড়া তোমার অনন্তত্বের কোন অর্থই নেই। বৃথা মানুষ তোমাকে নির্বিশেষ অদ্বৈত বলে, একাকী বলে। আমি তা বল্‌বো না। আর নিজের একত্ব, একাকিত্ব, উপলব্ধি কত্তেও চেষ্টা করবো না। যখন সে চেষ্টা করি, যখন ঘোর অন্ধকারে নিজেকে অন্ধকারের দ্রষ্টারূপে উপলব্ধি করি, তখন তো

কিছুই শান্তি পাই না, আনন্দ পাই না, অন্তরতম আত্মাকে তো প্রিয়তম বলে অনুভব করি না। তাকে এতটুকু প্রিয় বলে মনে করি বটে যে তাকে দুঃখমুক্ত কত্তে চাই, শান্ত কত্তে চাই, আনন্দিত কত্তে চাই। সে শান্তি পাই, আনন্দ পাই, তখনই যখন দেখি তুমি আমার আত্মা হয়েও আমার মত ক্ষুদ্র নও, ভোলা নও, একাকী নও, সসীম নও; যখন দেখি তুমি আমায় ভুলনি, আমার জ্ঞান সম্পত্তি ধরে রয়েছ আর ক্রমশঃ আমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছ; যখন দেখি তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাধার, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বরূপী, অনন্ত; যখন দেখি যে যে-বস্তুটি আমার সব চেয়ে প্রিয়, যাকে কাছে পেলে আমার অত আনন্দ হয়, তাকে তুমি এনে দাও। আমার পূর্ণ শান্তি, পূর্ণ আনন্দ দিবার বস্তু তবে একমাত্র তুমিই। আমার একাকিত্ব ভাবনায় আমার শান্তি নেই, একাকিত্ব ভাবনা সম্ভবই নয়, তোমাকে ছেড়ে আমি নিজেকে ভাব্‌তেই পারিনে। তোমার একাকিত্ব, তোমার একান্ত অদ্বৈতত্ব ভাবনায়ও আমার শান্তি নেই; আমাকে ছেড়ে তুমি আছ, আমাকে ছেড়ে কখনও ছিলে, তা আমি ভাব্‌তে পারিনে। তোমার সঙ্গে আমার এই নিগূঢ় সম্বন্ধ, এই ভেদাভেদ, এই নিত্য প্রেম, যা কোন মানুষের সঙ্গে নেই, তা তুমি আমায় ভাল করে দেখাও, শেখাও। দেখিয়ে, শিখিয়ে, আমাকে শান্ত কর, সুখী কর, নির্ম্মল কর, সুন্দর কর, মধুর কর। আমার প্রেম তো যখন

তখনই টুটে যাচ্ছে, অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়। মানুষের প্রেমেও বিশ্বাস নেই, তা আজ আছে, কাল না থাক্‌তেও পারে। তার উপর নির্ভর নেই, তা নিয়ে চিরসুখী হোতে পারবো না। তোমার নিত্য, অচল, পূর্ণ, অগাধ প্রেম দেখিয়ে, পান করিয়ে, তাতে বিভোর করে, তাতে চিরমগ্ন করে, আমাকে নিশ্চিন্ত কর, কৃতার্থ কর।

৩।৫।৩৭

৭৩এর বিন্দু—একমাত্র প্রেমেই সুখ

যে তুমি অন্তরতম, তাকে ধরা অত কঠিন হয় কেন? এখন তো কঠিন বোধ হোচ্ছে না। এই তো তুমি অন্তরতম। যেমন অন্তরতম, তেমনি প্রিয়তম। প্রিয়তম বলেই তোমাকে অন্তরে চাইছিলাম, অন্তরতম স্থানে চাইছিলাম। এই যে আত্মারূপে প্রকাশিত হয়েছ, এর চেয়ে অন্তরতর তো আর কেউ হোতে পারে না। আত্মরূপী হয়েও একবারে অভেদ হওনি। এই আত্মাকে, এই 'আমি'কেও 'তুমি' বল্‌ছি। যে ভেদ না হোলে প্রেম হয় না, সেই ভেদ তো এই আত্মাতে, এই 'আমি'তে, এই 'তুমি'তে রয়েছে। তুমি আমাকে সুষুপ্তি থেকে জাগিয়ে আমার কাছে প্রকাশিত হয়েছ। আমার জাগরণেও নিদ্রা রয়েছে, অজ্ঞানতা রয়েছে। প্রতি মুহূর্ত্তে তুমি তোমার বিশ্বরূপ আমাকে দেখাচ্ছ, অন্তরাত্মার নিকট বিশ্বাত্মারূপে প্রকাশিত হোচ্চ। সারাদিন তুমি এই লীলা কচ্ছ। আমি কখনই একা নই, তুমি কখনও একা নও। আমার জন্যে, আমার সঙ্গে, তোমার ব্যস্ততাটা আমি একটু ভাল করে অনুভব করি। কি অদ্ভুত ব্যস্ততা! আমার অত কাছে তো কেউ আসে না। অত ব্যস্ত তো আর কেউ হয় না। তোমার এই ব্যস্ততাই কি তোমার ভালবাসা? তোমার ভালবাসা ভাল করে অনুভব করি।

তোমার এই অনিমেষ দৃষ্টিই ভালবাসা। এই যে নানা দৃশ্য, নানা শব্দ, আমার সাম্নে আন্‌ছ, যা আমার প্রেয়, যা আমার শ্রেয়, তা তোমার ভালবাসা। এই যে আমার প্রিয় ব্যক্তিকে আমায় স্মরণ করালে, আমার হৃদয়ে প্রেমের উদয় কল্‌লে, এতে তোমার ভালবাসা প্রকাশ পেলো, তোমার ভালবাসা আমার ভালবাসা হয়ে প্রকাশিত হোলো। এই ভালবাসা, যা তোমার ভালবাসা, আমারও ভালবাসা, তার তো অন্ত দেখি না। আমার ক্ষুদ্র হৃদয় অল্প কয়েক জন লোককে ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসা পূর্ণ, তাতে অপ্রেম মিশ্রিত নেই। আমি বেশি লোককে জানি না, বেশি লোককে ভালও বাসি না। কিন্তু আমার কারো প্রতি অপ্রেম নেই, সকলকেই প্রেম দিতে প্রস্তুত। তুমি অসংখ্য লোককে জান, আর সকলকেই ভালবাস। তোমার এই পূর্ণ অনন্ত ভালবাসা ক্রমশঃ আমার হবে। এখন আমার দৃষ্টি তোমার এই পূর্ণ অনন্ত ভালবাসার উপর স্থির কর। আমার যত দুঃখ, যত অশান্তি, সব এই প্রেমের অভাব-জনিত। আমার হৃদয় প্রেমে ভরে দাও। আমার আশা যে তোমার পূর্ণ অনন্ত চিরব্যক্ত প্রেমের উপর আমার দৃষ্টি স্থির হোলে আমার সব দুঃখ যাবে। আমার কৃত দোষ ত্রুটির ভাবনায় আমি অস্থির হই, কিন্তু আমার ইচ্ছা তো দেখি সম্পূর্ণ-রূপে তোমার ইচ্ছার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। তোমার

প্রেমোপলব্ধিতে, তোমার প্রেম ভাবনামাত্রে, আমার সব অস্থিরতা চলে যায়, তোমার প্রেম এসে আমার সকল ত্রুটি মার্জ্জনা করে। তোমার প্রেমপ্রকাশে, প্রেমানুভবে, আমাকে স্থির কর, শান্ত কর, সবল কর, তোমাকে প্রেমদানে, সকলকে প্রেমদানে, তোমার ইচ্ছা-পালনে, সমর্থ কর।

৭।১১।৩৭

৭৪এর বিন্দু—প্রেমের আনন্দ

মা, এই তো তুমি আত্মরূপিণী, বিশ্বরূপিণী, চক্ষুকর্ণাদি সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপিণী। কেমন করে তোমায় হারাই? তুমি আমার সঙ্গে কেন এই লুকোচুরি কর? তোমায় না দেখে, তোমাকে মনশ্চক্ষুর আড়াল করে, আমার যে কত অশান্তি, কত দুঃখ, তা তো তুমি দেখ্‌ছ, তবে আর এই বিষম খেলা কেন খেল্‌ছ? এ' কি তোমার কাজ নয়? এ' কি আমার কাজ? এই যে 'তোমার' 'আমার' ভাগাভাগি কচ্ছি, এ'ই কি সব দুঃখের কারণ? আমার এমন কি আছে যা তোমার নয়? তুমি দেখা না দিলে আমি কেমন করে তোমায় দেখ্‌ব? এই যে নিদ্রার পরে প্রকাশিত হয়েছ, এ' তো আগাগোড়াই তোমার কাজ। তুমি গিয়েছিলে, তুমি এলে। যে ভাবে এলে সেটাকেই বলি 'আমি'। তুমি আমি এক। এই একত্বের ভিতরে এ' কি ভেদ! 'তুমি' 'আমি'র ভেদ। এই ভেদ সত্য! এই যে তোমার সঙ্গে কথা কইছি, এই প্রত্যেক কথা তুমি এনে দিচ্ছ, তোমার ভিতর-থেকে এনে আমার করে দিচ্ছ। আমি যা-কিছু হারিয়ে-ছিলাম তা ক্রমশঃ পাচ্ছি। সারা দিন এই লেনা-দেনা, এই স্মৃতি-বিস্মৃতি, এই বিচিত্র কার্য্যময় জীবন, চল্‌বে। এই ভেদই তোমার সৃষ্টি। কেমন করে এ' হয় তা জানি না,

বুঝি না, কিন্তু হোচ্ছে যে তা নিশ্চিত। আমার নিদ্রাবস্থায় আমি যে ভাবে তোমার ভিতরে ছিলাম, যে ভাবে প্রতি রাত্রি থাকি, তেমনি অনন্ত কালই তোমাতে ছিলাম, অনন্ত কালই থাক্‌ব, এও নিশ্চিত। ভেদ না করে অভেদে রেখে দিলে হোত না? তাতে এই দুঃখটা, অশান্তিটা, হোত না। তাতে তোমার সঙ্গে মিলনের সুখটা, শান্তিটাও হোত না। এই সুখ শান্তি দিবার জন্যেই কি সৃষ্টি? ভালবেসে যে সুখ হয় সেই সুখের মত মূল্যবান্ বস্তু আর কিছু নেই। এই সুখ দিবার জন্যেই কি সৃষ্টি কচ্ছ? ভালবাসার সুখ তা হোলে তোমাতে আছে? সেই সুখ থেকে, সেই আনন্দ থেকেই, তুমি সৃষ্টি, স্থিতি লয় কচ্ছ; জাগাচ্ছ, জাগিয়ে রাখ্‌ছ, ঘুম পাড়াচ্ছ। তোমার আনন্দ প্রেমানন্দ; অসংখ্য সন্তানের মা বলে তোমার আনন্দ। আমি যদি তোমার এই প্রেম পেতাম, তবে বুঝি আর এই অশান্তি, এই দুঃখ, পেতাম না? আমি অপ্রেমিক, স্বার্থপর, হয়েই এই দুঃখ পাচ্ছি। আমি তোমায় ভালবাস্‌তে পারি না, মানুষকে ভালবাস্‌তে পারি না, আমি নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত, তাই আমার অত দুঃখ। আমি একেবারে অপ্রেমিক নই। আমি সত্যিই এমন একটী প্রিয়বস্তু চাই যে একেবারে আমার অন্তরতম, সর্ব্বদা, সর্ব্বপ্রকারে, আমার নিকট। তুমি বলেছ সেই বস্তু তুমি। তোমাকে খুঁজ্‌তে গিয়ে তোমাকে অন্তরতম স্থানে দেখ্‌তে গিয়ে, আমি কি অপ্রেমিক স্বার্থপর

হয়ে যাচ্ছি? তোমাকে আমি ধত্তে পাচ্ছিনে, প্রাণভরে ভালবাস্‌তে পাচ্ছিনে, তাই আমি দুঃখী, তাই আমি দুর্দ্দশাগ্রস্ত। তোমাকে ধরবার, ভালবাস্‌বার চেষ্টাতে কি আমার নিজ সুখের ইচ্ছে রয়েছে? এটা কি স্বার্থপরতা? এটা কি প্রকৃত ভালবাসার অভাব? ভালবাসার ভিতরে নিজ সুখের ইচ্ছে থাক্‌লে সে ভালবাসা মলিন হয়ে যায়, তা ঠিক ভালবাসাই থাকে না। আত্মপ্রেম তবে পরপ্রেমের ভিত্তি নয়? তুমি তো আমাকে এত দিন শেখাচ্ছ যে আত্মপ্রেমই পরপ্রেমের ভিত্তি, আর যাকে বলি পর সে আত্মার সঙ্গে এক বলেই প্রিয়। আবার তুমি আমাকে এও বলেছ যে ভেদ না থাক্‌লে, প্রেমিক আর প্রিয় দুই না হোলে, প্রকৃত প্রেম হয় না। তাই আমি ভেদাভেদই ধরে আছি। তুমি আমার সঙ্গে এক অথচ দুই, এই তত্ত্ব বুঝেছি বলে মনে হয়, বুঝাতেও চেষ্টা কচ্ছি, কিন্তু প্রেম তো হোলো না, প্রেমে তো ডুব্‌লাম না, মজ্‌লাম না। ক্ষণিক ভাবাস্বাদনে আর তৃপ্তি হোচ্ছে না, মনে শান্তি নেই, বল নেই। প্রিয়রূপে, প্রেমিক রূপে, প্রকাশিত হও, প্রেমে ডুবিয়ে, মজিয়ে, জীবন সার্থক কর, কৃতার্থ কর।

২।১।৩৮

৭৫এর বিন্দু—নিষ্ফল ও সফল কর্ম্ম

এই যে তুমি আত্মারূপে প্রকাশ পাচ্ছ, আমি চাই যে এই ভাবে তুমি নিত্য প্রকাশিত থাক, কোন অন্ধকার, কোন মোহ, কোন বিস্মৃতি এসে এই প্রকাশকে আচ্ছন্ন না করে। তুমি তো কখনও আমার পরোক্ষ হও না, সর্ব্বদাই চোখের সাম্‌নে, মনের সাম্‌নে থাক, তবে আর অন্ধকার, মোহ, বিস্মৃতির কথা বলি কেন? না বলে তো থাকৃতে পারি না। এ-সকল খেলা তো তুমি যখন তখনই খেলছো। আমি কাজ কত্তে গিয়ে বস্তুতঃ তোমাকে হারাই, তোমাকে ভুলি। তাই বুঝি তোমার উচ্চ সাধকেরা কর্ম্মথেকে মুক্ত হোতে চান। যাঁরা যোগারূঢ় হন তাদের নাকি কর্ম্মত্যাগই দরকার। (গীতা ৬।৩) তোমার সঙ্গে যোগের আস্বাদ তো তুমি আমাকে দিয়েছ, আর কর্ম্ম আমাকে অস্থির কচ্ছে, যোগারূঢ় হয়ে থাকৃতে দিচ্ছে না, তবে আমার কর্ম্ম শেষ কর না কেন? তুমি কি বলৃছো যে আমার কর্ম্মের আসক্তি যায়নি? আমি কি তোমার আদেশে কর্ম্ম করি না? আমি কি কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করি? আমার মনের অবস্থা আমি ভাল বুঝতে পাচ্ছি না। আমি যে ফলের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করি সে ফল তো তোমার অভিপ্রেত। তোমাব কথা বলে লোককে তোমার কাছে আনা, এই আমার কর্ম্মের উদ্দেশ্য।

আমি শান্তি পাবার জন্যেও অনেক সময় কাজ করি। এ'ও তো তোমার অভিপ্রেত। কিন্তু আজ কাল্ আমার কাজের উপর আমারই বিতৃষ্ণা জন্মাচ্ছে। আমার কথায়, আমার লেখায়, লোকের স্থায়ী উপকার হোচ্ছে বলে বোধ হয় না। আমি যে যোগ ভক্তির কথা বলি, সে যোগ ভক্তি লোকে আমার জীবনে দেখ্‌তে পায় না। আমার সাধনপ্রণালীতে আমাকে যোগী করেনি, ভক্ত করেনি। এখন আমার বলা লেখা শেষ হোলেই ভাল হয় না কি? আমি যা চাই, আমি যা লোককে কত্তে বল্‌ছি, তা আমি পাইনি। এখন আর বলা লেখাতে চল্‌ছে না। এখন লোকে যোগ ভক্তি দেখ্‌তে চায়। এখন আমার কর্ম্ম থামিয়ে আমি তোমাতে ডুব্‌তে চাই, মজ্‌তে চাই। তুমি আমাকে যা শিখিয়েছ, আমি যা সর্ব্বদা বল্‌ছি, লিখ্‌ছি, তা যদি সত্তি হয়, তবে তো আমার যোগী ভক্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। যদি তা না হোতে পারি, তবে আমার নতুন কিছু শেখা আবশ্যক, আর তা শেখার ফলে আমার যোগী ভক্ত হওয়া আবশ্যক। যদি হোতে পারি, তবে আমার জীবনদ্বারাই লোকে শিখবে, কিছু না বল্‌লেও হবে, না লিখলেও হবে। যদি তখন বল্‌তে বল বল্‌বো, লিখ্‌তে বল লিখবো। এখন আমার কর্ম্ম বন্ধ কর। এখন আমাকে স্থায়ীভাবে দেখা দেও, স্থায়ীভাবে তোমায় ভালবাস্‌তে দেও। আমার নিষ্ফল কর্ম্ম বন্ধ হোক্, অসার জীবন নিজের অসারতা উপলব্ধি করে সারবান্ হোতে চেষ্টা

করুক্। এসো আমার চোখের সামনে দাঁড়াও, আমি তোমায় দেখে কৃতার্থ হই। এসো আমাকে তোমার বাণী শুনাও, তোমার নিত্য আদেশ আমার দৈনিক জীবনের চালক হোক্। আমার হৃদয়কে প্রেমে অভিষিক্ত কর, শুষ্কতা, অপ্রেম, আমার ঘৃণার বস্তু হোক্। আমার ভয় দূর কর, তোমার দর্শনানন্দে, প্রেমানন্দে, আমার সকল ভয় দূর হোক্। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"। আমার বলা, লেখা, এখনকার মত শেষ হোক্। যদি তোমার কিছু কাজ করবার থাকে, তবে তা আমার নীরব জীবন করুক্। তোমার অহেতুকী কৃপা আমাকে অগ্রসর করুক্। আমার অহংকারমূলক সমস্ত কর্ত্তৃত্ব লোপ পেয়ে যাক্। সমস্ত ইচ্ছা পর্য্যন্ত লোপ পেয়ে যাক্। আমার ইচ্ছা নয়, তোমার ইচ্ছা, আমার জীবনে পূর্ণ হোক্। 'আমার জীবনে' যে বল্‌ছি, তাও তো ভুল। জীবন তো তোমার, "জীবন আমার" এই ভুল তুমি ভাল করে দেখিয়ে দেও। 'আমার' কিছু না থাকুক্, সব তোমার হোক্। আমি তোমাতে সব হারিয়ে তোমাকে চির দিনের জন্য লাভ করি। সব যখন তোমার হবে, তখন আমাকে আবার কাজে ডেকো। সে-কাজ আমার হবে না, তোমারই হবে। সে-কাজ কখনও নিষ্ফল হবে না ; নিত্য ফলপ্রদ হবে, মুক্তিপ্রদ হবে।

১৯।২।৩৮

Some Works by the Author

The Philosophy of Bráhmaism
Krshna and the Gítá
Krshna and the Puranas
Brahmajijnásá
Brahmasádhana
The Theism of the Upanishads
Sástric Theism : its Philosophy and Practice
Fundamental Principles of Bráhmaism
A Manual of Bráhma Ritual and Devotions
Pancharshi
অদ্বৈতবাদ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য
শাস্ত্রীয় ব্রহ্মবাদ ও ব্রহ্মসাধন

The Author's Sastric Publications

Ten Upanishads in Devanagar characters with short Sanskrit annotations and English translation

The Bhagavadgítá with short Sanskrit annotations and English translation

The Brahmasútras with short Sanskrit annotations, English translation and critical summary

ঈশোপনিষদ্—ঈশা, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয় ও কৌষীতকি, সরল সংস্কৃত টীকা, বঙ্গানুবাদ ও দার্শনিক তত্ত্বব্যাখ্যা সহ

ছান্দোগ্য উপনিষদ্—পদপাঠ, বঙ্গানুবাদ ও দার্শনিক ভূমিকাসহ

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্—পদপাঠ, বঙ্গানুবাদ ও দার্শনিক ভূমিকাসহ।